সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ষট্‌পঞ্চাশৎ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৩৫৬ বঙ্গাব্দ

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ৫৬ ভাগের

প্রবন্ধ-সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫৬শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা
১৩৫৬

রত্নসেনের বংশাবলী

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

১। গ্রন্থপরিচয়

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারে 'রত্নসেন-কুলবংশ-মুক্তাবলী' নামক একখানি ক্ষুদ্র পুঁথি আছে (নং ৩৯৮৭)। Aufrecht-প্রণীত 'Catalogus Catalogorum' নামক প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, ইহাতে দক্ষিণ দেশের সেন-রাজগণের বিবরণ আছে। বাংলাদেশের সেনরাজবংশ দাক্ষিণাত্য হইতে এ দেশে আসেন, সুতরাং উক্ত গ্রন্থে তাঁহাদের কোন উল্লেখ থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া আমি বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন লণ্ডনে যাই, তখন এই গ্রন্থের অনুসন্ধান করি। পুঁথিখানি পড়িয়া দেখিলাম, আমার অনুমান ভুল। এই গ্রন্থে সেন উপাধিধারী অনেক রাজার বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের সহিত বঙ্গদেশের অথবা দক্ষিণ দেশের কোনই সম্বন্ধ নাই। গ্রন্থখানিতে অনেক ছোটখাট ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখিয়া আমি ইহা নকল করিয়া আনি। কোন্ বংশের ইতিহাস ইহাতে আলোচিত হইয়াছে, প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু দেশে ফিরিয়া কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের ফলেই দেখিতে পাইলাম যে, নেপালের অন্তর্গত পাল্‌পা নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের ইতিহাসই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। নেপালের ইতিহাস সম্বন্ধে ফ্রান্সিস্ হ্যামিল্‌টন যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে এই রাজ্যের উল্লেখ আছে এবং তিনিই এই গ্রন্থখানি বিলাতে লইয়া যান। তিনি এইরূপ একখানি বংশাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং আলোচ্য পুঁথির উপরে বুকানান এই নামটি লিখিত আছে। হ্যামিল্‌টন পূর্ব্বে বুকানান নামে পরিচিত ছিলেন, এবং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নেপালে গমন করেন, তখন গ্রন্থোক্ত রাজবংশের সর্ব্বশেষ রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পাল্‌পার রাজগণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেশ শক্তিশালী ছিলেন এবং ঘটনাচক্রে গোর্খানামক ক্ষুদ্র রাজ্যের নায়কগণ যখন সমগ্র নেপালের অধিপতি হন, তখন পাল্‌পার রাজবংশেরই এই গৌরব লাভের অধিকতর সম্ভাবনা ছিল। এই সমুদয় কারণেই হয়ত হ্যামিল্‌টন এই বংশের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পাল্‌পা রাজ্যের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে এই পুঁথিখানির পুরাপুরি ব্যবহার করেন নাই এবং এই গ্রন্থের সহিত তাঁহার বর্ণনার কিছু কিছু অনৈক্যও দেখিতে পাওয়া যায়।

নেপালে অনেকগুলি বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে এবং প্রধানতঃ ইহাদের সাহায্যেই নেপালের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই বংশাবলীগুলি পার্ব্বতীয় ভাষায় লিখিত এবং যত দূর জানি, এগুলি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। আলোচ্য বংশাবলীখানি সংস্কৃত ভাষায়

রচিত এবং ইহাতে ২৭ জন রাজার বিবরণ আছে। গ্রন্থখানি ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয় এবং প্রতি পুরুষে গড়পড়তা ২৫ বৎসর ধরিলে পাল্‌পা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। নেপালের বর্ত্তমান গোর্খা রাজবংশ এবং অন্যান্য অনেক হিন্দু রাজবংশের ধারণা যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ চিতোরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং দিল্লীর সুলতানগণের ভয়ে হিমালয়ের পাদদেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। আলোচ্য গ্রন্থেও পাল্‌পার রাজবংশের সম্বন্ধে এই কাহিনীই দেখিতে পাই। প্রাচীন নেপাল-রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত সুখেৎ, মণ্ডী নামক কয়েকটি পার্ব্বত্য অঞ্চলের নায়কগণ গৌড়ের সেনরাজবংশের সন্তান বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন। এই সমুদয় কাহিনী অথবা জনশ্রুতির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না বলা কঠিন। তবে মুসলমান আক্রমণের ফলে বিধ্বস্ত কোন রাজ্যের নায়ক নিরাপদ্ আশ্রয় লাভের জন্য দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিবেন এবং সেখানে বাহুবলে কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন, ইহা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে।০ পাল্‌পা, সুখেৎ, মণ্ডী প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণ সেন উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং গৌড়ে অর্থাৎ বাংলায় যে রাজবংশ মুসলমান আক্রমণের সময় রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদেরও উপাধি ছিল সেন। সুখেৎ, মণ্ডী প্রভৃতির রাজগণ গৌড়ের সেনবংশ এবং পাল্‌পার রাজগণ চিতোরের রাজা রতন সেন হইতে জাত বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন। কিন্তু চিতোরের রাজগণের পদবী ছিল 'সিংহ', সেন নহে। সুতরাং সুখেৎ ও মণ্ডী প্রভৃতিতে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়। চিতোরের শিশোদীয় রাজবংশ মুসলমান যুগে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, সুতরাং পরবর্ত্তী কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজবংশ ইহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু গৌড়ের সেনবংশ এরূপ কোন প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই, যাহাতে সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশের নায়কগণ ইহার সহিত কাল্পনিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গৌরব লাভ করিতে পারেন। সুতরাং গৌড়ের সেনবংশের সহিত সম্বন্ধ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ পাল্‌পার রাজগণ যে অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, বাংলার সেনরাজগণের অধিকৃত মিথিলা হইতে তাহার দূরত্ব খুব বেশী নহে। সুতরাং বাংলার সেনরাজবংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোন ব্যক্তি বা বংশ নেপালের কোন কোন অঞ্চলে এবং ক্রমে তাহার মধ্য দিয়া পশ্চিমে সুখেৎ, মণ্ডী প্রভৃতি হিমালয়ের পাদস্থিত পার্ব্বত্য অঞ্চলে যাইয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, এরূপ ধারণা একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। অবশ্য অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করাও যায় না।

বাংলার সেনরাজবংশের উৎপত্তি খুঁজিতে যাইয়াই এই গ্রন্থের সন্ধান পাই। কিন্তু যদিও সে বিষয়ে নিরাশ হইয়াছি, তথাপি এই গ্রন্থে উক্ত বংশের শেষ পরিণতির কোন কাহিনী লুকান থাকিতে পারে, এরূপ ধারণা একেবারে বাদ দিতে পারি না। কিন্তু বাংলার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকুক আর নাই থাকুক, সংস্কৃত ভাষায় রচিত নেপালের রাজবংশাবলীর বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সেই জন্যই মূল গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিতেছি।

এই গ্রন্থের অনুবাদ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তবে পাঠকগণের সুবিধার জন্য গ্রন্থোক্ত রাজগণের নাম ও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। যাঁহারা এই রাজ্যের ইতিহাস ও গ্রন্থোক্ত ভৌগোলিক নামগুলির অবস্থান জানিতে চান, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ফ্রান্সিস্ হ্যামিল্টন প্রণীত নেপাল রাজ্যের ইতিহাস (An account of the kingdom of Nepal) পড়িতে পারেন। এই গ্রন্থের ১৩০ ও ১৭০ পৃষ্ঠায় পাল্পার ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম চারি শ্লোকে স্বস্তিবচন ও গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত নিবেদনের পরে উক্ত হইয়াছে যে, রণবাহাদুর সেনের আজ্ঞায় ভবদত্ত পণ্ডিত এই গ্রন্থ রচনা করেন (৫)। পরবর্ত্তী চারি শ্লোকে (৬-৯) চিতোরের রাজা রত্নসেন ও তাঁহার চারি পুত্রের উল্লেখ আছে। কনিষ্ঠ পুত্র জালিম সেন প্রয়াগে (এলাহাবাদে) আধিপত্য ও দিল্লীশ্বরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—কিন্তু পরে মধ্যদেশ বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়ায় উত্তর দিকে প্রস্থান করেন। কারণ, তাঁহার পুত্র রিদ্বিকোটে[১] রাজা হইয়াছিলেন। এই রাজার ২০,০০০ সৈন্য ছিল (১০-১২)। ইহার পরবর্ত্তী নয়টি শ্লোকে (১৩-২১) নয় জন রাজার উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে দিমিরাব নাগদিগকে পরাজিত করেন ও উদয়চন্দ্র অধিরাট্ অর্থাৎ সম্রাট্ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী রাজা রুদ্রসেন পাল্পাপুরী জয় করেন (২২-২৩)। কালীগণ্ডকী নদীর তীরে অবস্থিত এই নগরীই অতঃপর এই রাজ্যের প্রধান রাজধানী হয়। তাঁহার পুত্র মুকুন্দ সেন একজন দিগ্বিজয়ী রাজারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। দুইটি শ্লোকে (২৪-২৫) এবং গদ্যে তাঁহার বিজয়কাহিনীর সুদীর্ঘ বিবরণ আছে। এই প্রসঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া কাশ্মীর, সুরাষ্ট্র, দ্রবিড় প্রভৃতি প্রায় ৩০টি বিভিন্ন দেশের নামোল্লেখ আছে। তাঁহার বিস্তৃত রাজ্য তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয় এবং বিনায়ক সেন, মাণিক সেন, বিহঙ্গ সেন ও লোহঙ্গ সেন যথাক্রমে বিনায়ক, পাল্পা, তনহুং ও মকবানপুরের রাজা হন (২৬-২৭)। বিনায়ক এখন বুতৌল নামে খ্যাত—অন্য তিনটি এখনও পূর্ব্বনামে পরিচিত। পাল্পা রাজ্য তিন পুরুষ পরে পুনরায় বিনায়ক সেনের বংশীয়দিগের হস্তগত হয়। বিনায়ক সেনের বংশে পাঁচ জন রাজার[২] পর দ্বিতীয় মুকুন্দ সেন রাজা হন। চারিটি শ্লোকে (৩৫-৩৮) এবং গদ্যে তাঁহার বিজয়কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তিনি গুল্মি ও রাজপুর জয় করেন ও গোর্খাদের হাত হইতে প্রাচ্যদেশ উদ্ধার করিয়া সেইখানে মিত্রগণকে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তিনি একজন যবন নবাবকে পরাজিত করিয়া তাঁহার তিনটি পতাকা এবং দুইটি জলপ্রাসাদ দখল করেন। মুকুন্দ সেনের পাঁচ পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাদত্ত সেনের তিন পুত্র—পৃথ্বীপাল সেন, রণবাহাদুর সেন ও সমর বাহাদুর সেন। সমর

১। এই স্থানই সম্ভবত বর্ত্তমানে রিদি নামে পরিচিত এবং পাল্পার পশ্চিমে অবস্থিত।

২। হ্যামিল্টন গন্ধর্ব্বসেন নামক এক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ৩৩ শ্লোকের 'গন্ধর্ব্বরাট্' তিনি রাজার নামরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই গন্ধর্ব্বরাট্ ও পরবর্ত্তী শ্লোকের প্রবরাট্ রাজার উপাধি বলিয়াই মনে হয়।

বাহদুর নাদির শাহ নামে অভিহিত হইতেন।[৩] পৃথ্বীপাল সেনের পুত্র রত্নসেন তুলাপুরুষ অনুষ্ঠান করেন (৫৩-৫৪)। পরবর্ত্তী শ্লোকে রণবাহাদুরের পুত্র রণবীরের উল্লেখ আছে। শেষ শ্লোকে (৫৬) উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভবদত্ত ১৭২৪ শাকে (১৮০২ খ্রীঃ) এই বংশাবলী রচনা করেন। গ্রন্থের নাম হইতে অনুমিত হয় যে, রত্নসেনই এই বংশের শেষ রাজা এবং রণবীর কখনও (অন্তত গ্রন্থ লিখিবার সময়) রাজা হন নাই।

পৃথ্বীপাল সেন ও তাঁহার বংশের শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে হ্যামিল্‌টন যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। হ্যামিল্‌টন এই সময় নেপালে ছিলেন, সুতরাং তাঁহার উক্তি সর্ব্বথা বিশ্বাসযোগ্য।

পাল্‌পার উত্তর-পূর্ব্বে ও ত্রিশূলীগঙ্গা নদীর পশ্চিমে গোর্খা রাজ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইহা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য মাত্র ছিল এবং শক্তি ও সম্মানে পাল্‌পা রাজ্য অপেক্ষা হীন ছিল। গোর্খা রাজবংশের সহিত পাল্‌পার রাজগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। যখন গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল উপত্যকা অর্থাৎ ত্রিশূলগঙ্গার পূর্ব্বে অবস্থিত কাটমাণ্ডুর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ[৪] অধিকার করেন, তখন ঐ নদীর পশ্চিমে পাল্‌পা ও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। পৃথ্বীনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র রণবাহাদুর শাহ গোর্খা ও নেপালের রাজা হন এবং দ্বিতীয় পুত্র বাহাদুর শাহ নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে রাজ্যশাসন করেন। পাল্‌পার রাজা মহাদত্ত সেন বাহাদুর শাহের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন এবং উভয়ে একত্র হইয়া অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি জয় করেন। কিন্তু জয়ের পর সামান্য এক অংশ পাল্‌পার ভাগে পড়ে, বেশীর ভাগই গোর্খা রাজা ছলে বলে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরে গোর্খারাজ রণবাহাদুর স্বীয় খুল্লতাত বাহাদুর শাহকে হত্যা করেন এবং মহাদত্তের সহিত গোর্খারাজের শত্রুতা বাধে। অযোধ্যার নবাব উজীরের সহিত পাল্‌পা-রাজের বন্ধুত্ব থাকায় গোর্খারাজ প্রকাশ্যে কিছু করিতে না পারিয়া শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহাদত্তের মৃত্যুর পর পৃথ্বীপাল পাল্‌পার রাজা হন। গোর্খারাজ স্বীয় পুত্রের রাজ্যাভিষেক করিতে মনস্থ করিয়া তাঁহার কপালে টীকা পরাইয়া দিবার জন্য পৃথ্বীপালকে আহ্বান করেন; কারণ, তখন পাল্‌পার রাজাই বংশমর্য্যাদায় নেপালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু পৃথ্বীপাল উৎসবে যোগদান করার পর তাঁহাকে বন্দী করা হয়। পরে যখন গোর্খারাজ রণবাহাদুর স্বীয় রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন এবং তাঁহার রাণী

৩। হ্যামিল্‌টন বলেন যে, অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলা আদর করিয়া সমরবাহাদুরকে নাদির সাহ বলিয়া ডাকিতেন। পরে এই নামই প্রসিদ্ধ হয়।

৪। 'নেপাল উপত্যকা' এই নামটি প্রধানতঃ রাজধানী কাটমাণ্ডুর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ভূভাগ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ইহা সপ্তগণ্ডকী নদীর পূর্ব্বে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে গিরিমালা-বেষ্টিত। ইহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৫ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে ১০ মাইল বিস্তৃত। এই রাজ্যের বর্ত্তমান রাজবংশ হিমালয়ের পাদদেশে আলমোরা হইতে সিকিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড দখল করায় উহা সমগ্রভাবে নেপাল বলিয়া অভিহিত হয়। নেপাল উপত্যকার আদিম অধিবাসী ও তাহাদের ভাষার নাম নেওয়ারী। বর্ত্তমান গোর্খারাজ ও ত্রিশূলগঙ্গা নদীর পশ্চিমে অবস্থিত গোর্খারাজ্যের অধীনস্থ অন্যান্য অধিবাসীদের ভাষা বিভিন্ন—ইহা পার্ব্বতীয় অথবা খস নামে অভিহিত।

শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন (জানুয়ারী, ১৮০৩ খ্রীঃ) পৃথ্বীপাল মুক্ত হন। রণবাহাদুর স্বীয় রাজ্য ফিরিয়া পাইয়াই পৃথ্বীপালের ভগ্নীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব করেন এবং এই বিবাহোপলক্ষে পৃথ্বীপাল গোর্খারাজ্যে গমন করিলে তাঁহাকে বন্দী করেন। রণবাহাদুর স্বীয় ভ্রাতাকর্ত্তৃক নিহত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ভীমসেনকে স্বীয় নাবালক পুত্রের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ভীমসেন ক্ষমতা হাতে পাইয়াই পৃথ্বীপালকে অনুচরবর্গ সহ হত্যা করেন (জুন, ১৮০৪ খ্রীঃ)। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি গোপনে গোর্খা রাজ্য অধিকার করিবার জন্য গোর্খা সেনাপতির সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিলেন। পৃথ্বীপাল সেনকে হত্যা করিয়াই ভীমসেন একদল সৈন্য পাঠাইয়া পাল্‌পা নগরী দখল করেন। নেপালের বাহিরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যে পাল্‌পারাজের জমিদারী ছিল। পৃথ্বীপালসেনের বিধবা রাণী, পুত্র রতনসেন ও অন্যান্য পরিজন সহ তিলপুরের অন্তর্গত মধুবাণীতে আশ্রয় লন। রাণীর মৃত্যুর পর রতনসেন গোরখপুরে বাস করেন। হ্যামিল্‌টন লিখিয়াছেন (১৮১৯ খ্রীঃ) "রতনসেন তদবধি গোরখপুরেই আছেন। গুপ্ত ঘাতকের আশঙ্কায় সিপাহীরা সর্ব্বদা তাঁহার বাড়ী পাহারা দেয়। তাঁহার জমিদারীর আয়ের বাবদ কোম্পানী তাঁহাকে পেন্‌সন দেন।"

পাল্‌পা-রাজ্য বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী না হইলেও এক কালে ইহার খুব শক্তি ও সম্মান ছিল। নেপালের বর্ত্তমান রাজবংশ অপেক্ষা মানমর্য্যাদা ও প্রাচীনত্বের গৌরব পাল্‌পারাজবংশের অনেক বেশী। সুতরাং এই বংশের পাঁচ ছয় শত বৎসরের ধারাবাহিক ইতিহাস একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। দুঃখের বিষয়, হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে অর্থাৎ কাশ্মীর, নেপাল, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীন কাল হইতে ঐতিহাসিক বিবরণী লিখিবার যে একটা প্রবৃত্তি ছিল, ভারতবর্ষের সমভূমিতে তাহার বিশেষ অভাবই পরিলক্ষিত হয়। ভবদত্ত পণ্ডিত রাজাজ্ঞায় পাল্‌পা-রাজ্যের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সেইরূপ ইতিহাস থাকিলে আজ ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য রূপ ধারণ করিত। উপসংহারে পুঁথির অর্থবোধে সহায়তার জন্য পাল্‌পারাজগণের বংশাবলী দিতেছি। প্রত্যেক রাজার নামের পার্শ্বে শ্লোক-বিজ্ঞাপক সংখ্যা দেওয়া হইল। গড়পড়তা প্রতি রাজত্ব ২৫ বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক রাজার একটি আনুমানিক তারিখও দেওয়া গেল।

- রত্নসেন (৬-৯) ১২২৯—১২৫৪ খৃঃ
  - নাগসেন
  - কমলসেন
  - মনোহরসেন
  - জালিমসেন (১০-১১) ১২৫৪—১২৭৯ খৃঃ
    - × (১২) ১২৭৯—১৩০৪ খৃঃ
    - দিমিরাব (১৩) ১৩০৪—১৩২৯ খৃঃ
    - উদয়রাব (১৪) ১৩২৯—১৩৫৪ খৃঃ
    - অপূর্ব্বচন্দ্র (১৫) ১৩৫৪—১৩৭৯ খৃঃ
    - (অধিরাট্) উদয়চন্দ্র (১৬) ১৩৭৯—১৪০৪ খৃঃ
    - জগদ্বন্ধ (১৭) ১৪০৪—১৪২৯ খৃঃ
    - ধর্ম্মপাল (১৮) ১৪২৯—১৪৫৪ খৃঃ
    - অনেক সিংহ (১৯) ১৪৫৪—১৪৭৯ খৃঃ
    - রামরাজ (২০) ১৪৭৯—১৫০৪ খৃঃ
    - চন্দ্র সেন (২১) ১৫০৪—১৫২৯ খৃঃ
    - রুদ্র সেন (২২-২৩) ১৫২৯—১৫৫৪ খৃঃ
    - মুকুন্দ সেন (২৪-২৫) ১৫৫৪—১৫৭৯ খৃঃ
      - মানিক সেন
      - বিহঙ্গ সেন
      - লোহঙ্গ সেন
      - বিনায়ক সেন (২৬-২৭) ১৫৭৯—১৬০৪ খৃঃ
        - জম্বু সেন (২৮) ১৬০৪—১৬২৯ খৃঃ
        - দামোদর সেন (২৯) ১৬২৯—১৬৫৪ খৃঃ
        - বলভদ্র সেন (৩০-৩১) ১৬৫৪—১৬৭৯ খৃঃ
        - অম্বর সেন (৩২-৩৩) ১৬৭৯—১৭০৪ খৃঃ
        - উদ্যোত সেন (৩৪) ১৭০৪—১৭২৯ খৃঃ
        - মুকুন্দ সেন (৩৫-৩৯) ১৭২৯—১৭৫৪ খৃঃ
          - শূরবীর সেন
          - করবীর সেন
          - চন্দ্রবীর সেন
          - ধ্বজবীর সেন
          - মহাদত্ত সেন (৪০-৪৩) ১৭৫৪—১৭৭৯ খৃঃ
            - রণবাহদুর সেন
              - রণবীর (৫৫)
            - সমরবাহাদুর সেন (নাদির সাহ)
            - পৃথ্বীপাল সেন (৪৪-৪৮) ১৭৭৯—১৮০৪ খৃঃ
              - রত্ন সেন (৫৩-৫৪) ১৮০৪ —

২। রত্নসেন-কুলবংশ-মুক্তাবলী

শ্রীগণেশায় নমঃ
সরস্বতীব্যক্তিস্মুভক্তিশক্তিভি-
র্নিজার্থসার্থেঽমুগতাগতাপ্লুতঃ।
বুধৈস্তু যোগ্যা সমুপাসিতা সতী
রসাম্বুকূলা জয়তীতি মে মতিঃ ॥ ১ ॥
আচার্যশ্রীবরাহার্যনির্দিষ্টেনামুনাধ্বনা।
চরিষ্ণোরস্তু মে পক্ষঃ ক্ষমাসৌকর্যভৃদ্বুধঃ ॥ ২ ॥
শক্তির্ন নৈপুণ্যমথো ন পুণ্যং
শিক্ষা কবীনাং প্রতিভা ন মেঽস্তি।
কিংত্বেকমাত্রং কাব্যতাবিধৌ মাং
শ্রীমদ্‌গুরূণাং হি কৃপা নিযুঙ্‌ক্তে ॥ ৩ ॥
কাব্যং নব্যং সৌষ্ঠবং চেত্তজ্জেত
জানীয়াৎ তদ্‌ গৌরবং বিজ্ঞ এব।
অহো হংহো সৌষ্ঠবং চেত্তজ্জেত
তন্মে লোকে লাঘবং শালিনী[১]দম্‌ ॥ ৪ ॥
রণবাহদুরমুখসেনমুখাদ্‌
অধিগম্য শাসনমধীতরসঃ।
ভবদত্তপণ্ডিত ইমাং কুরুতে
প্রমিতাক্ষরাং নৃপকুলাবলিকাম্‌ ॥ ৫ ॥

স্বস্তি শ্রীরত্নসেনোঽভবদতিদলিতাখর্বগর্বারিবর্গ-
গ্রাহব্যূহাশ্বনক্রদ্বিপকমঠঘটাবৈজয়ন্তীবিসারাৎ।
কোদণ্ডামন্দদণ্ডাৎ স তরলতরবার্যা[২]হবক্ষীরধের্যং
ভেজাতে চন্দ্রলক্ষ্ম্যো[৩] নিরবধিজলধিস্রগ্‌ধরায়াং ধরায়াম্‌ ॥ ৬ ॥

মহাকবীনাং কবিতেব বংশা-
বলী সুলভ্যাভিনবার্থসার্থা।
দরোদরালীনসপক্ষভূভৃৎ
সমুদ্রবৎ সিন্ধুরিবাধিকাঙ্কঃ ॥ ৭ ॥
অভূদযোধ্যানগরীতি শালিকা

১। অধোরেখযুক্ত শব্দগুলি ছন্দের নামও সূচিত করে।
২। এক অর্থে তরল-তরবারি, অপর অর্থে তরলতর-বারি।
৩। এক অর্থে চন্দ্রের লক্ষ্মী, অপর অর্থে চন্দ্র ও লক্ষ্মী।

চিতৌরনাম্নী নগরীস্থবংশিকা।
নৃপশ্চতুর্দ্ধাঽজনি তত্র তেজসা
স বিষ্ণুবৎ পুণ্যজনস্য ভূতয়ে ॥ ৮ ॥

শ্রীনাগসেন উরুবিক্রম এব পূর্ব্বঃ
সিংহোন্নতঃ[১] কমলসেন ইহ দ্বিতীয়ঃ।
সেনো মনোহর উদীত ইতশ্চ পশ্চা-
জ্জালীমসেন ইতি দক্ষিণ এব তুর্যঃ ॥ ৯ ॥

দিল্লীরাজস্পর্দ্ধয়া তীর্থরাজো
রাজস্থং তং যৌবরাজ্যেঽভিষিক্তম্।
সাম্রাজ্যে স্বে শালিনীতোঽধিচক্রে
চক্রং কিং বা ভাগ্যভাজং জহাতি ॥ ১০ ॥

তুরীয়ো যো[২] বাযোকসি দিশি সমুৎকণ্ঠিতমনা
মনাঙ্ মত্বা মধ্যং বিষয়মবিষাদাৎ সুবিষমম্।
তপস্তপ্তুং গচ্ছৎ কিমু শিখরিণী প্রথমতো
যতো রিথীকোটে নৃপতিরভবৎ তস্য তনয়ঃ ॥ ১১ ॥

জস্যসৌজস্যরাজস্য সৈন্যং তু হ্যযুতাধিকম্।
রণজীনানকং চাগ্রে কৃত্বা কিং কিং ন সাধিতম্ ॥ ১২ ॥

তদীয়সূনু র্দিমিরাবনামকো
ননাম নাগপ্রসূতৌ হরিঃ পরঃ।
প্রবীরবংশস্বজনপ্রসাধকঃ
সুসাধকঃ সাধুতৃষাং বভূব সঃ ॥ ১৩ ॥

উদৈরাবস্তস্মাদজনি জগতীজাগ্রদুদয়ে
যশশ্চন্দ্রে যস্যাবিরতমরতি গ্লানিজুষতাম্।
দ্বিষাং রাজ্ঞাং বামামুখকমলজালং মুকুলিতং
স সাক্ষাৎ ক্ষীরাব্ধিঃ প্রথমবুধলক্ষ্মী বিতরণাৎ ॥ ১৪ ॥

ততো গুণাব্ধেরুদিতঃ সদেষ্টা
কলঙ্ক আলোকয়তামনন্তঃ।
অপূর্ব্বচন্দ্রস্তমসাপ্যগ্রস্তো-
ঽবনৌ চতুঃষষ্টিকলানিধির্যঃ ॥ ১৫ ॥

১। বসন্ততিলকের অপর নাম।

২। মূলে 'তুখারায়ো' এইরূপ পাঠ আছে। হ্যামিল্‌টন তুল সেন ও রিবেলী সেন নামক দুই রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত 'তুখা রায়' ও এই শ্লোকের শেষ পংক্তির 'রিথীকোট'—এই দুইটি শব্দ উক্ত দুই রাজার নামরূপে পঠিত হইয়াছে।

তদীয়তনয়ো নয়োদযজ-রাজলক্ষ্যালযো
লযো নিজবিরোধিনাং বিধিজুষাং জযো দুর্জয়ঃ।
পরৈ রণমুখে বিরতএব পৃথ্বীতলে
হতুলে বিজয়স্তেস্য ভূভুগধিরাডুদৈচন্দ্রকঃ॥ ১৬॥
জগন্ন্ক্রন্তস্মাদজনি জনিভাজাং স্বভজতাং
সদালম্বো লম্বোভযভুজমনোজ্ঞোঽজ্ঞসুখদঃ।
জগদ্ব্রহ্মাধ্যস্তং সদসদপি ভাতীতি ধিষণঃ
সদৈবং দৈবং যো ভজতি নযমন্ত্রেষু ধিষণঃ॥ ১৭॥
তৎসুতোঽসুধনদারদারকাঃ
সর্বএব মম সন্তু ধর্মতঃ।
ইত্যুপাধিকলিতো ললিতোঽভূদ্
ধর্মপাল উচিতাভিধানভাক্॥ ১৮॥
অনেকসিংহঃ সহি শূরকুঞ্জরো-
হরিসৈন্যবদ্ধ্যাধ্বজপক্ষিঘস্মরঃ।
প্রতাপদাবো হরিণীমুখানিলৈঃ
সমেধিতো যস্য ততোঽভবদ্দ্বিষাম্॥ ১৯॥
শ্রীরামরাজঃ স ততো বভুব
দ্রাগিন্দ্রবজ্রাধিকশক্তিখড়্গঃ।
যদ্দাননীরার্দ্রতয়া নগেঽস্মি-
ন্নদ্যাপি দেশাঃ সরসা লসন্তি॥ ২০॥
বিরোধিনৃপনাগরীনয়ননীরশোষাপটুঃ
প্রতাপতপনোঽথ তন্মুখগকালিমানাশকঃ।
যশোবিধুরুভৌ হ্রিয়া কবিমুখে নিলীয় স্থিতৌ
ভ্রমিভ্রমমিতৌ চ যস্য হি স চন্দ্রসেনোঽভবৎ॥ ২১॥
তস্মাৎ সাক্ষাদ্ (?) রুদ্র এবাবিরাসী-
ন্মন্ম্যধ্বংসী রুদ্রসেনো বৃষাঙ্কঃ।
চন্দ্রোত্তংসঃ শঙ্করঃ সেবকানাং
দুর্গাধীশো নাগভূত্যাপ্তশোভঃ॥ ২২॥
নানাগ্রামললামধামকৃতিভির্যন্মণ্ডলং মণ্ডিতং
কামং কামধুগেব যত্র বসুধা দুগ্ধে বসূনি স্বয়ম্।
সাঙ্গোপাঙ্গশ্রুতিত্রয়ীমপি সদাধীতে চ বর্ণত্রয়ী
পালপাপত্তনমাজগাম জগতীজানির্জয়েনাশু সঃ॥ ২৩॥
কুতূহলাদেব বলাগ্রজন্ম-
চতুর্ভুজস্বাহবসম্মুখস্থে।

স্ববংশদেবব্রজরক্ষণে চ
ধ্রুবং মুকুন্দস্তত আবিরাসীৎ ॥ ২৪ ॥
চাতুর্যসন্তর্জ্জিতশক্রজন্তঃ
শৌর্য্যেণ বিদ্রাবিতশত্রুসৈন্তঃ।
দানেন দূরীকৃতদীনদৈন্তঃ
সেনো মুকুন্দো জয়তি স্ম নান্তঃ ॥ ২৫ ॥

অথ গদ্যানি।[1]

যশ্চাখণ্ডখেট-প্রচণ্ড-কুণ্ডলিকল্লোদ্দাম-চণ্ডিমোদ্দণ্ড-ভুজ-দণ্ডদ্বন্দ্ব-কুণ্ডলিত-কোদণ্ড-দণ্ডনিঃসরৎ-প্রকাণ্ড-তাণ্ডব-শরশু-শরকাণ্ড-খণ্ডখণ্ডীকৃত-ভূমণ্ডলাখণ্ডল-রিপুমুণ্ডপুণ্ডরীকচরুক-তন্মেদোঽবক্ষ-প্রতাপপাবক-চণ্ডীদৈবত-রণাধ্বরাবভৃথা-ধিকরণীকৃত ত্বগ্ধ[2]কৌশিকীকঃ, যশ্চ প্রলয়কালানল-জাল-জাজ্বল্যমান-প্রতপৎ-প্রতাপ-চিত্রভানু-সঙ্গত-খগ-জীবায়িত-প্রতিকূল-নৃপ-হারাবাকুল-কুলপালিকা-নয়ন-ঘনঘনাঘন-গলদবিকল-জলপূর-পূরিত-পূর্ব্বকেদার-স্থিরীকৃতোভয়মাতৃকতাকঃ, প্রতিক্ষণ-বিলক্ষণ-বিক্রমনিরীক্ষণ-বিলক্ষ-প্রতিপক্ষ-ক্ষিতিভৃৎ-পক্ষচ্ছেদক্ষম-কৌক্ষেয়কভৃদ্ভুজভ্রাজিষ্ণু-প্রত্যগ্রসমগ্র-ধরিত্রীজিষ্ণুঃ যশ্চাঙ্গবঙ্গকলিঙ্গতৈলঙ্গ-মগধমালবমরু-কুরু-কামরূপ-করবীর-সৌবীর-কীর-কশ্মার-কেল-কেরল-কোশলান্তর্বেদি-চেদি-মহারাষ্ট্র-সুরাষ্ট্র-লাট-ভোট-বরহাট-করহাট-কার্ণাট-মৌড়-গৌড় চোড়-দ্রবিড়ান্তনৃত্যৎকীর্ত্তি-নর্ত্তকীনিরূপণনিপুণগীর্ব্বাণগণ-স্তূয়মান-দোর্দ্দণ্ডঃ যশ্চ ফলিতশক্তিত্রয়েণ নীতিশাস্ত্রাথিয়বুদ্ধ্যা চ নলনহুষ-ভরত-ভগীরথ-পৃথু-সুরথ-দশরথ-সহোদরঃ যশ্চ সুরকুঞ্জরকরপীবরেণ রাজলক্ষ্মীলীলোপধানেন আশ্রিতা-দরাদর-বিতরণাধ্বর-দীক্ষাযুপেন স্ফুরদসি-মহাশীবিষ-মৌলিমণি-মরীচিজালজটিলেন প্রবলসকলরিপুকুল-প্রলয়-ধূমকেতুদণ্ডেন দোষোপার্জ্জিতগোমণ্ডলঃ কৃষ্ণ ইব প্রত্যূষ ইব নির্দ্দোষোঽপি চতুরুৎসাহানুভাবভাবন-চতুরচতুরধিকদোষশ্চতুর্ভুজ ইব, যশ্চ শূরকর-বিকাসিত-

---

১। অর্থ-সৌকর্য্যার্থে হাইফেন ও বিরামচিহ্ন যোগ করা হইয়াছে। ইহা মূলে নাই।

২। রক্ত কৌশিকীক—এইরূপ পাঠ অধিকতর সঙ্গত মনে হয়।

তামরসকরয়া শূরসমাগমব্যসনিন্যা পঙ্কজবনং বিহায় কেশববক্ষঃস্থলবসতিসুখং চাবগণয্য নির্ব্যাজমালিঙ্গিতো লক্ষ্ম্যা অবনিবনীপকবর্গ-দীনতা-ততি-হরণ-দ্রবিণৌঘ-বৃষ্টিভিঃ নবজলদঃ স নৃপঃ সুতান্ ভুজানিব চতুরাংশ্চতুরশ্চ লব্ধবান্।

বিনায়কং পুরং বিনায়কং চিরং
দ্বিষাং ররক্ষ নায়কো বিনায়কঃ।
স পঞ্চ চামরং[১] প্রদীপকোপরি
পরিপ্লবীকৃতং বিলাসিনীকরৈঃ ॥ ২৬ ॥

পালূপাং পুরীং মাণিকসেন আবস-
দ্বিহঙ্গসেনস্তনহুমপালয়ৎ।
লোহঙ্গসেনো মকবাননামকং
পুরং জুগোপাপরিমেয়বিক্রমঃ ॥ ২৭ ॥

জয়সেন উদীতবান্ বিনা-
যকসেনাদবনীবিনায়কঃ।
যদরাতিকসুন্দরীদরী-
শবরীগীর্ভিরতীববোধিতা ॥ ২৮ ॥

তস্মাদাবিরভূৎ স শ্রীদামোদরসেনঃ
কৃষ্ণাবাসসুখানাং স্মৃত্যা কিং চিরমাদৌ।
বীরশ্রীরনুরক্তা লোলা বিদ্যুদিবাপি
যদ্বাহূ উপধানীকৃত্য স্বাস্থ্যং রভূৎ সা ॥ ২৯ ॥

দামোদরস্যাদ্ভুতবিক্রমক্রমং
দৃষ্ট্বা তদা তৎসুতভাবলালসঃ।
নীলাম্বরঃ কিং বলভেদ্রসেনকো
লক্ষ্ম্যর্থমাজৌ জিতরুক্মিশক্রকঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীমান্ স তত্রাম্বরসেনসংজ্ঞং
সম্রাজমুৎপাদ্য সুতং বিনীতম্।
পালূপাপুরীচত্বর[২]নায়কত্ব-
মাসাদ্য কূটাদ্যশসাবশিষ্টঃ ॥ ৩১ ॥

১। এই ছন্দের প্রয়োগ খুবই কম। কেবল বৃত্তরত্নাকর-পরিশিষ্টে ইহার উল্লেখ আছে (লঘুগুর্ব্বদন্তি পঞ্চচামরম্)।

২। এই শব্দটি পরবর্তী ৫০ ও ৫৫ শ্লোকেও ব্যবহৃত হইয়াছে। নেপালের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর উপাধি ছিল চৌতরিয়া। সম্ভবতঃ 'চত্বর' এই পদটিই উহা সূচিত করে। অন্যথা 'চত্বর' কোন স্থানের নাম। ৫৫ শ্লোকের চন্দ্রেশো রণবাহাদুর হ্যামিল্টন কর্তৃক পাল্পার চৌতরিয়ারূপে উল্লিখিত হইয়াছেন (১৩০ পৃঃ)।

যস্মিন্ মহীপেঽম্বরসেন উক্তে
কাষ্ঠাজয়ার্থং পতিরেষ মে ভবেৎ।
ইত্যাশু কম্পং বসুধাপসাত্ত্বিকম্
পাম্পাং পুরীং পূরিতবান্ স আদিতঃ॥ ৩২॥

যদীয়পটহোদ্ধতধ্বনিমহোগ্রসংগর্জ্জনো-
ঽরুণ ধ্বজ-মিষাদ্রুষারুণরুচীরসজ্ঞাং যুধি।
প্রতাপপটুকেশরী দ্বিষদিভান্ পুরশ্চর্বিতুং
চচাল চ তদঙ্গজঃ স জয়তিস্ম গন্ধর্বরাট্॥ ৩৩॥

উদ্যোতসেনোঽবনিপস্য তস্য
পুত্রঃ সমস্তো জগতাং ত্রয়ং যঃ।
কীর্ত্ত্যা সমুদ্যোতিতবানিতীথং
সোম্বর্থনামা প্রবরাট্ বভূব॥ ৩৪॥

অসুহৃতঃ সুহৃদো সুহৃদো হৃদো-
দরবিদারণদরেণ দারণে।
কৃতমনা ন মনাঙ্ নিজনামতো
নৃহরিরেব মুকুন্দনৃপোঽভবৎ॥ ৩৫॥

সাপত্ন্যমাৎসর্য্যমুদস্য যস্য
মেধা ধৃতী পুষ্টিরথাপি লক্ষ্মীঃ।
কীর্ত্তিশ্চ কান্তিশ্চ চিরানুরক্তাঃ
সোঽভূন্মহারাজমুকুন্দসেনঃ॥ ৩৬॥

অথ গদ্যম্ :—

যশ্চাখণ্ডল-চণ্ডিমোদ্দণ্ডদোর্দ্দণ্ড-বিক্রমাক্রমণ-বিদ্রাবিত-পুরুরিপু-পুর-রাজপুর-হরিদ্বুত্তমোত্তরা-হরিণী-মনোহরা-ভরণীভূত-সুকৃত-সুকৃতভর-ভূযমান-নিভাদন-স্পর্শন-নিখিল-বিপুলাবলয়-কৈবল্যকুণ্ড-গণ্ডকীজল-তুঙ্গোত্তুঙ্গ-রিঙ্গত্তরঙ্গ-সঙ্গ-রাজৎ-পরিসর-ঘিরিঙ্গ-গোশৃঙ্গ-প্রাজ্য-রাজ্যকরণানুরঞ্জিতনিজপ্রজাজাতঃ।

গুল্মিং সখ্যো সখ্যায়া ষট্‌সহস্রং
জিত্বা দত্ত্বা তত্র পিণ্ডান্ পিতৃভ্যঃ।
গোর্খাক্রান্তং পূর্ব্বদেশং বিজিত্য
বন্ধূংস্তত্র স্থাপয়ামাস রাজা॥ ৩৭॥

যস্যাত্রা-ৈজত্র-বাজিব্রজ-খুরজ-রজো-রাজি-রাজদ্ধ্যরাজৌ
জিত্বা তং দ্রাঙ্ নবাপাভিধযবননৃপং তোয়তন্দোঽযুগ্মম্।

বীরশ্রীরম্যবাসো-ধ্বজত্রিতয়মপি প্রাগ্রহীদ্যঃ প্রসহ্য
স্বস্তিশ্রীমন্মুকুন্দঃ স জগতি জয়তিস্মাবনীন্দ্রো বনীন্দ্রঃ ॥ ৩৮ ॥

তৎসূনবো নূতনপাণ্ডবাঃ ক্রমাৎ
পঞ্চাভবন্ পঙ্কজনাভরঞ্জনাঃ।
তদ্বিক্রমপ্রীতমুকুন্দবাঞ্ছয়া
পুত্রা ইমে মে স্যুরিতীব ভারতে ॥ ৩৯ ॥

অরিপ্রাণবাতাশনানন্তকীর্ত্তি-
পয়ঃ পানশঃ শ্রীভুজঙ্গপ্রয়াতম্।
কচন্মৌলিরত্নং রণে যস্য রাজা
মহাদত্তসেনঃ সতেষাস্য এব ॥ ৪০ ॥

গাম্ভীর্যৌদার্যশৌর্যপ্রভৃতিগুণগণিত্যঙ্কপাতে রিপূণাং
ক্ষীণা মন্দাপি কীর্ত্তিঃ কিল ধবলশশী যস্য ভূভিত্তিকায়াম্।
সন্মংত্রামংত্রণে চাবিকলধিষণয়া জীব এব প্রদানাদ্
ভূমীনাং জামদগ্ন্যঃ স নরপতিমহাদত্তসেনো বিরেজে ॥ ৪১ ॥
শ্রীশূরবীরঃ করবীর এবং চন্দ্রাদিবীরধ্বজবীর এতে।
সেনোপনাম্নাপি যর্থাথসংজ্ঞাস্তদ্ভ্রাতরোঽদভ্রপরাক্রমাশ্চ ॥ ৪২ ॥

শ্রীমন্মহাদত্তনৃপাদ্ বভূবু-
র্ভূ‍য়িষ্ঠভূপালগুণাভিভাজঃ।
শক্তিত্রয়োদগ্রফলীভবন্তঃ
পুত্রাস্ত্রয়শ্চারুমহা মহান্তঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীমৎপৃথ্বীপালসেনো মহৌজাঃ
রাজা যস্যাং সাচ রাজন্বতী ভূঃ।
ইত্থং পূর্ব্বং চিন্তয়িত্বৈব বিজ্ঞে-
রন্বর্থাখ্যা চাস্য তাবৎ কৃতাভূৎ ॥ ৪৪ ॥

গদ্যে

যঃ ক্ষীরপারাবার-ডিণ্ডীর-পিংডপরিপাংডর-যশশ্শারদ-
সুধাকর-করনিকরাকূপার-পার-প্রচার-চাতুরী-মুকুলী-
কৃতাকৃত-সুকৃতভরপরভূধর-পরঃশতাতপত্র-শতপত্র-
সংততিকঃ যশ্চ কলিকালোল্বণ-দারিদ্র্য-দাবানল-
দংদহ্যমানামন্দ-দিগ্-বিদিক্-চর-ধীরবর-তাপাপনোদক-
দানোদক-সততার্দ্রকরতাবধীরিত-হরিৎকরিবরপ্রকরঃ--

যুধি ধবনিধনস্যাকর্ণনাচ্চাবিদীর্ণ-
প্রতিনরপতিরামোরঃস্থলপ্রস্তরেষু।

কৃতলিপিরিব ভূতা তাড়নব্যস্তহস্ত-
প্রখরনখরশৃঙ্গৈর্যস্য কীর্ত্তিপ্রশস্তিঃ ॥ ৪৫ ॥
বিশদযশোংশুকেন পরিবীতা
নিখিলজনানুরাগঘুসৃণাক্তা।
গুণগণবদ্ধকীর্ত্তিকুসুমৈর্য-
স্য চ নবমালিনীব নৃপলক্ষ্মীঃ ॥ ৪৬ ॥

জিহ্বা প্রহ্বায়তে যদ্গুণগণগণনারম্ভকালে কবীনাং
শ্বান্তং শ্বান্তং নিতান্তং প্রকটযতি তদা স্ফূর্ত্ত্যভাবাৎ পদানাম্।
হস্তস্তেষাং বিহস্তীভবতি বিলিখনে কাম্পকম্পোঽপ্যনল্পঃ
শ্রীপৃথ্বীপালসেনঃ স জযতি যুগপদ্ ভানমাত্রান্নুপোয়ম্ ॥ ৪৭ ॥

আজানজাজানুভূজাজতেজো
ব্যাপদ্দশাশাঃ শমিতারিতেজঃ।
প্রাক্ সপ্ততন্তূদ্ভবকীর্ত্তিবাস-
শ্চাম্বেতি চিত্রং নরনায়কস্য ॥ ৪৮ ॥
রণবাহদুরযুতসেন একিকা
রসনা কুহূনিনদমঞ্জুভাষিণী।
কিল যস্য বীরকমলালয়ঃশয়ঃ
শয়নং জয়শ্রিয় উরোঽপি সংহতম্ ॥ ৪৯ ॥
স সত্বরশ্চত্বরং চক্রবর্ত্তী
শ্রুতাশ্রুতানামবনেঽবনে নঃ।
বরস্তদীয়োঽবরজোঽপ্যনীতিঃ
সনীতিরপ্যাজনি রাজতেঽয়ম্ ॥ ৫০ ॥
বসুধাতলং সমরবাহদুর প্রভুঃ
স্বযশঃসুধাতিধবলীকরোতীতি কিম্।
স্ববিভাবলোকসমবেতচিত্তদ্রবৈ-
র্গুণবিক্রমান্ বিলিখিতুং তদীয়ানুজঃ ॥ ৫১ ॥

দানোৎসাহমদাৎ কদাপি ন হিতং সন্তং স্বকীযাত্মনি
কর্ণঃ কৈমুতিকান্ত বস্তসদপি ন্যায়াৎ তথেতি স্থিতে।
শ্রীমল্লাদরসাহ যদ্বিতরসি দ্বিড্ভ্যস্ত দুঃখং সুখী
চিত্রং তত্তদলীকমাত্রলিখিতং শার্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ৫২ ॥

রাজন্যপ্রমুখতয়া তু রত্নসেনো-
ঽম্বর্থাখ্যোঽজনি তত এব রাজরাজাৎ।

চিত্রং কিং ন বহুতুলাং প্রহর্ষিণীং তা-
মারূঢোঽপি চ সতুলাং[1] কদাপি নৈকাম্ ॥ ৫৩ ॥
কৌমারে বয়সি কুমারবিক্রমোঽয়ং
সৌন্দর্যে রতিপতিরেব কুৎসিতোঽতঃ।
মাদৃগ্ভির্বিবুধজনৈঃ কুমার ইত্যা-
খ্যাতোঽসৌ নরপতিপুত্ররত্নসেনঃ ॥ ৫৪ ॥
শ্রীচন্দ্রবংশো রণবাহদুর-
সেনস্তু লব্ধ্বা রণবীরসেনম্।
প্রাধান্যতোঽর্থো ব্যপদেশমর্হত্য-
মর্থসংজ্ঞং তনয়ং প্রমোদতে ॥ ৫৫ ॥
শাকে চতুর্ভুজধরাধরভূমিযুক্তে
রাত্রিং দিবং বৃষবলাদুপচীয়মানাম্।
শ্রীরত্নসেনকুলজাবনিজানিবংশ-
মুক্তাবলীং গ্রথিতবান্ ভবদত্তধীমান্ ॥ ৫৬ ॥
শুভং ভবতু সর্বদা।[2]

১। ইহা দ্বারা সম্ভবত 'তুলাদান' সূচিত হইতেছে। কিন্তু রাজ্যভ্রষ্ট রত্নসেনের পক্ষে ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

২। সংস্কৃত শ্লোকগুলির সম্পাদনায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

কবি ভবানীনাথ ও রাজা জয়চন্দ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে ভবানীদাস-রচিত তিনখানা গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ ও রামাভিষেক বা লক্ষ্মণদিগ্বিজয়। তিন গ্রন্থই একজনের রচিত বলিয়া কথিত হয়; কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা তিন জনই পৃথক্ প্রতিপন্ন হয়। তিনখানা গ্রন্থেরই বহু পুথি চট্টগ্রাম জিলায় পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে গোপীচন্দ্রের পাঁচালী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্র' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে—ইহা বস্তুতঃ সুবিখ্যাত পুথি-সংগ্রাহক মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের অন্যতম কীর্ত্তি। তিনি 'চারিখানি পুঁথির সাহায্যে এই পাঁচালীর একটী পাঠ স্থির করিয়া পাঠান' (ভূমিকা, পৃ. ৩)। এই গ্রন্থের কতিপয় স্থানে একই ভণিতায় কবির নাম উল্লিখিত রহিয়াছে :—

> "শুন হে রসিকজন একচিত্ত মন।
> কহেন ভবানীদাসে অপূর্ব্ব কথন॥"
> (গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, ৩১৫, ৩২৫, ৩২৯, ৩৩৬, ৩৫৪ ও ৩৬৪ পৃঃ)

এই ভবানীদাস খুব সম্ভবতঃ প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক (ভূমিকা, ৪৩ পৃঃ) এবং চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী (ঐ পাঁচালী, ৩২৬ পৃঃ)। গ্রন্থারম্ভে তিনি 'প্রভু' এবং 'নাথে'র চরণে নমস্কার করিয়াছেন (৩১৩ পৃঃ) এবং লিখিয়াছেন—"দিব্যজ্ঞান দিয়া গুরু সাক্ষাতে দিল পোতা।" এই সামান্য পরিচয় হইতে কবির জাতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য—তিনি সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন না।

রামের স্বর্গারোহণ গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ইহার দুইখানি পুথি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। 'গোপীচন্দ্র' গ্রন্থের ভূমিকায় (৪৩ পৃঃ) শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুমান করেন, গোপীচন্দ্রের পাঁচালী ও রাম-স্বর্গারোহণ এক কবির রচনা। কারণ, স্বর্গারোহণ-রচয়িতার "পাটিকারায় বসতি ছিল" (প্রমাণ লিখিত হয় নাই) এবং উভয়েই এক সময়ের লোক। পুথি আলোচনা করিয়া আমরা এই মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। গ্রন্থারম্ভে এইরূপ পাঠ আছে—

> "নবদ্বিপপুরি বন্দোম অতিবর ধন্য
> জাহাতে প্রবিন হইল ঠাকুর চৈতন্য।
> নিজদেশ বন্ধোম অতি মনুপাম
> গঙ্গার সহিতে বন্ধোম সক্কর প্রধান।
> জনক জাদব বর্ন্দোম জসদা জননি" ইত্যাদি (২ পাতা)

দ্বিতীয় পুথিতে পাওয়া যায় :—

> রাজ্য (? চ) দেস বঙ্গ আছে যতি মনুপাম।
> গঙ্গার সমিপে আছে দুহুরিজ্যা গ্রাম॥

তাহাতে বসতি করে ভবানিদাস নাম।
কথ দিন ছিল সেহি বদরিক্যাশ্রম ॥

পাটিকারায় বসতি থাকার কথা সম্পূর্ণ অমূলক। পুথির ৯ স্থলে ভণিতা আছে, তন্মধ্যে: ৫ স্থলে 'ভবানিদাস' এবং ৪ স্থলে 'ভবানন্দ দাস,' কিন্তু একটা ভণিতাও পাঁচালীর ভণিতার অনুরূপ নহে। স্বর্গারোহণের কবি আর একটী বিশেষ কারণে পাঁচালীর রচয়িতা হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রমাণিত হয়। পাঁচালীতে যে কয়টী 'লাচারী' বা 'দীর্ঘচ্ছন্দে'র কবিতা আছে, তাহাতে দুইটা ত্রিপদীর শেষে মিল নাই, মিল কেবল একটী ত্রিপদীর মধ্যগত প্রথম দুই চরণেই। স্বর্গারোহণে শেষেও সর্ব্বত্র মিল রক্ষিত হইয়াছে। যথা—

তুহ্মি গেলা সোর্গপুরি,　　সভারে অনাত করি
সকরুণা কর হনুমান।
ভবানি জে দাসের বানি,　　রামপদ মনে গুনি
শোক নাহি এহার সমান॥ (২৩ পাতা)
এই মতে উরমিলা　　বিলাপন্ত দির্ঘ রাএ
ভুমিতলে যাহে গরাগারি।
ভবানিদাসের বানি　　সুন তিন ঠাকুরানি
গোলকেত দেখিবা শ্রীহরি॥ (১৮-১৯ পাতা)

সাধারণভাবে ত্রিপদীতে মিলের অভাব প্রাচীনতার সূচক বলিয়া মনে হয়। সুতরাং স্বর্গারোহণের কবি পাঁচালীর কবি হইতে পৃথক্ এবং সম্ভবতঃ পরকালবর্ত্তী। তাঁহাকে চট্টগ্রামবাসী অনুমান করা ভুল (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা পুথির বিবরণী, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, p. XVII দ্রষ্টব্য)। "রাধাবিলাস" ও "গজেন্দ্রমোক্ষণ" রচয়িতা পাতওয়ানিবাসী "সঙ্কালিন ঘোষ" ভবানীও স্বর্গারোহণের কবি হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুমান হয়, যদিও এ বিষয়ে গবেষণা আবশ্যক।

উল্লিখিত সব গ্রন্থই ক্ষুদ্রাকার। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ 'রামচন্দ্র অভিষেক' তুলনায় বিপুলাকার বটে। এই গ্রন্থের রাশি রাশি পুথি চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জিলায় পাওয়া যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিপুরাশাখার সম্পাদক স্বর্গত অনুকূলচন্দ্র রায় ১০।১২ খানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং আমরা নানা স্থানে ২০।২৫ খানা দেখিয়াছি। উক্ত জিলাসমূহে যে কোন বাড়ীতে ৮।১০ খানা বাঙ্গলা পুথি থাকিলে তন্মধ্যে এক খণ্ড রামাভিষেক মিলিবেই। ভুলুয়া হইতে সংগৃহীত ১২৪৫ বঙ্গাব্দের অনুলিপি একখানি সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি আমরা দেখিয়াছি— উত্তরাকাণ্ডের ভিতর লিপিকর সমগ্র "রামাভিসেক" কাব্য ঢুকাইয়া দিয়া (৫৫-১৮৮ পত্র) ভণিতাগুলিতে ভবানীনাথের স্থলে কৃত্তিবাস লিখিয়াছে !! শতাধিক বৎসর যাবৎ বটতলার কৃপায় এই গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণ প্রচারিত আছে এবং লঙ্‌ সাহেবও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ সং, পৃ. ৭০২—"Lakshmi (Sic.) Digbijay pp. 312 Ram's brothers' conquests.")। আমরা ১৩১৬ সনের মুদ্রিত সংস্করণ

পাইয়াছি (১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)। ইহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ এবং বিশেষজ্ঞের আলোচনায় নির্ভরযোগ্য নহে। ৪৭ পৃ. পর্য্যন্ত ভবানীনাথের পরিবর্ত্তে "রামচরণ" ভণিতা দৃষ্ট হয় (৩৭ পৃ. কিন্তু ভবানীনাথ রহিয়া গিয়াছে)—পরবর্ত্তী অংশে যথাযথ কেবল ভবানীনাথের ভণিতাই আছে। প্রথমাংশে ত্রিপদীর শেষেও মিল সাধিত হইয়াছে। বোধ হয়, রামচরণ নামক কোন কবি অংশতঃ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রথম ইহা মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

এই বিশাল গ্রন্থের ভণিতায় কবি অধিকাংশ স্থলে নিজের নাম "ভবানি" এবং "ভবানিনাথ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল ৪।৫ স্থলে 'ভবানিদাস' নাম পাওয়া যায়, যথা :—

"বোলেন ভবানি দাস শ্রীরামের ইতিহাস
জয়চন্দ্র রাজার আদেশ।" (৮৭ পাতা)
পণ্ডিত ভবানিদাস শ্রীরামের দাস,
লাচারি প্রবন্ধে বোলে যুদ্ধের নাস। (৫৪ পাতা)

শেষোক্ত ভণিতায় অন্য পুথিতে 'ভবানিনাথে' পাঠই আছে (৫৯ পাতা)। সুতরাং ডাঃ দীনেশ বাবু মুদ্রিত গ্রন্থের একটি ভণিতা অবলম্বনে কবির নাম যে 'ভবানীদাস' লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের পুথির দ্বারা সমর্থিত হয় না। ছন্দের খাতিরে দুই এক স্থলে ভবানিদাস লেখা থাকিলেও কবির প্রকৃত নাম ভবানীনাথ ছিল এবং এই একটী কারণেই আলোচ্য গ্রন্থের কবি উল্লিখিত উভয় কবি হইতে পৃথক্ হইয়া পড়েন। এই গ্রন্থেরও সমস্ত 'লাচারী' কবিতায় প্রাচীনতাজ্ঞাপক মিলের অভাব রহিয়াছে। যথা :—

জয়চন্দ্র নরনাথ রামগুণ সহসাৎ
পদবন্ধ করাইল অনুক্রমে।
দ্বিজবর ভবানি বন্দি রাম চক্রপানি
রচিত করিল মধুভাণ্ড॥ (৩৫ পাতা)

এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'রামচন্দ্র অভিষেক,' কিন্তু সাধারণ লোকমধ্যে 'লক্ষ্মণদিগ্বিজয়' নামই বেশী পরিচিত। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় রামচন্দ্রের অভিষেক কার্য্যোপলক্ষে চারি ভ্রাতার দিগ্বিজয়কাহিনী। তন্মধ্যে লক্ষ্মণের পূর্ব্বদিকে বিজয়বার্ত্তাই ১-৭৩ পাতা ব্যাপিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্য তিন ভ্রাতার বিজয়কাহিনী অনেক সংক্ষিপ্ত—উত্তরখণ্ড বা শত্রুঘ্ন যুদ্ধ (৭৩-৮৬ পাতা), দক্ষিণ খণ্ড বা ভরত যুদ্ধ (৮৬-৯৬) এবং স্বয়ং রামচন্দ্রের পশ্চিমদিগ্বিজয় (৯৬-১১৩)। তৎপর লক্ষ্মণ পুনরায় ব্রহ্মলোক জয় করেন এবং সমারোহে অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয় (১১৩-৩৭)। সুতরাং গ্রন্থের নাম "লক্ষ্মণদিগ্বিজয়" হওয়া অনর্থক নহে। কবি স্পষ্টাক্ষরে কতিপয় স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ব্যাসরচিত পুরাণ অবলম্বনে এই ইতিহাস গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে :—

জয়চন্দ্র নরপতি রসিক সুজন অতি
সভাসদ ভবানি ব্রাহ্মন।

নৃপতি আদেশ পাইআ ব্যাসের সঙ্গিতা চাহিআ

সুরচিত কৈলা পদবন্ধ ॥ (৬৭ পাতা)

জয়চন্দ নরপতি এ সব জানিআ।

পদবন্ধ করাইল পুরান সুনিয়া ॥ (৫৭ পাতা)

রাজার আদেস পাইআ ব্যাসের সঙ্গিতা চাহিআ

সুরচিত কৈল পদবন্ধ। (১০১ পাতা)

জয়চন্দ নরপতি আদেস সুনিয়া।

রচিল ভবানিনাথে ব্যাসপোতা চাহিআ॥ (৯৬ পাতা)

এই "ব্যাসের সংহিতা" এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না জানি না। চাটিগ্রামের একজন শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছি—লক্ষ্মণবিজয়ের মূল সংস্কৃত গ্রন্থ "অদ্ভুত রামায়ণে"র অন্তর্গত এবং তাহার এক পুথি তিনি পুরীর গোবর্দ্ধনমঠে দেখিয়াছিলেন। শত্রুঘ্নের বিজয়-যাত্রার শেষে গ্রন্থের একটী নাতিক্ষুদ্র শ্রুতিফল ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে :—

জেই জনে সুনএ রামের ইতিহাস।

সর্ব্বপাপ বিনাসিআ অন্তে স্বর্গবাস॥

অপুত্রার পুত্র হএ নির্দ্ধনির ধন।

মোহারোগ খণ্ডে জেই সুন মারাঅন॥

এই পুস্তিকা জেবা লেখীআ রাখএ।

আইউ জস ধন কিত্তি মহিমা বারএ॥

বৈন্ধাএ প্রসবে পুত্র বিধির ঘটন।

ভক্তি করি সুনিলে অদ্ভুত্ত রামাঅন॥ (৮৬ পাতা)

এতদনুসারে এই গ্রন্থ 'অধ্যাত্ম রামায়ণে'র অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে ব্যাসদেব ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ১১ পাতায় যে একটী পুষ্পিকা দেওয়া আছে, তাহা ঠিক সংস্কৃত পুরাণের পুষ্পিকার মত—"ইতি শ্রীরামচন্দ্র অভিসেকে শ্রীলক্ষন-দিগবিজই ব্যাসজুধিষ্ঠিরসম্বাদে বিকর্ণজুদ্ধ সমাপ্ত।" 'অদ্ভুত রামায়ণ' বাল্মীকি-রচিত বলিয়া কথিত হয়; সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থের মূল পুরাণ অধ্যাত্মরামায়ণেরই উত্তরখণ্ড কিম্বা পরিশিষ্ট হওয়া বেশী সম্ভব। কারণ, অধ্যাত্মরামায়ণ ব্যাসরচিত পুরাণের অন্তর্ভূত বলিয়াই বর্ণিত হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থের অনেক স্থলই যে সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ, তাহা কোন কোন ভণিতা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যথা :—

জয়চন্দ নরপতি সোদেসি ব্রাহ্মন।

শ্লোলক ভাঙ্গি পদবন্ধ করিল রচন। (৯, ১৪ ও ৮৭ পাতা)

এই ভণিতাই ২০ পাতায়ও দৃষ্ট হয়; সেখানে পাঠ আছে 'সদেসি'। ২৭ পাতায় অনুরূপ আর একটী ভণিতায়ও পাঠ আছে "সদেসি ব্রাহ্মন"। এই ভণিতা হইতে কেহ কেহ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজা জয়চন্দ্র (?) "স্বদেশী ব্রাহ্মণ" ছিলেন!

(গোপীচন্দ্র, ভূমিকা, ৪৩ পৃ.)। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ; সংস্কৃত 'সদসি' শব্দটাই অপণ্ডিত লেখকের হাতে এই অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে—রাজা ব্রাহ্মণ ছিলেন না, রাজার সভায়ই ছিলেন ব্রাহ্মণ (ভবানী)। যাহা হউক, উল্লিখিত প্রমাণবলে তথাকথিত ব্যাসরচিত এক মূল সংস্কৃত ইতিহাস গ্রন্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে আলোচ্য বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রাচীনতা অনুমান-সিদ্ধ হয় ; কারণ, যে সংস্কৃত আকরগ্রন্থ বহু কাল হইল দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, এমন কি, যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার অনুবাদগ্রন্থ অন্ততঃ ৩০০-৪০০ বৎসর প্রাচীন হইবেই।

এই গ্রন্থ যাঁহারাই পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, গ্রন্থের রচনা অত্যন্ত একঘেয়ে—অসংখ্য যুদ্ধবৃত্তান্তগুলি একই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সৈন্যসংখ্যার উল্লেখকালে অক্ষৌহিণী, কোটি কিম্বা লক্ষের নীচে অঙ্ক পড়ে নাই। তৎকালে এইরূপ অতিরঞ্জিত বর্ণনা সাধারণের রুচিসিদ্ধ ছিল। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—চৈতন্যের জন্মকালে নবদ্বীপে 'লক্ষকোটি' অধ্যাপক ছিল। আর, বর্ণিত অনেক ঘটনাতেই কবির কল্পনা মানবজ্ঞানের সমস্ত পরিসীমা অবাধ গতিতে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, কিন্তু সমস্তই রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃত্রয়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি মাত্র। লক্ষ্মণ পূর্ব্বদিকে গিয়া এক অপূর্ব্ব সরোবরতীরে ইন্দ্রের নন্দিনী চন্দ্রকলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং পরিশেষে ইন্দ্রপুরীর স্বয়ম্বর-সভায় চন্দ্রকলা লক্ষ্মণকে বরণ করেন। শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণপুত্র কুমার পুষ্করকে সহচর করিয়া কুবেরের অলকাপুরী আক্রমণ করেন। কুবের ও তস্য নন্দন পরাস্ত হইলে স্বয়ং শিব, কার্ত্তিক, গণেশ এবং পার্ব্বতীকে লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ভগবতীর যুদ্ধযাত্রাটা পড়িতে সুন্দর বটে :—

> পঞ্চ হাতে টানে ধনু পঞ্চ হাতে বান।
> ঘিরে ঘিরে দসভুজা হইলা আগুআন॥

স্বয়ং শিব শত্রুঘ্নের বাণ-সন্ধানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন :—

> বৃস হোতে সদাএসিব পড়িল গরিআ।
> হাসিলেক সত্রুঘন হাতে তালি দিআ॥ (৮৪ পাতা)

সকলে পরাস্ত হইলে মহাদেব মূর্চ্ছাভঙ্গে স্তব আরম্ভ করিল।

> নমো নমো সত্রুঘন রঘুর নন্দন।
> মোহাবির সত্রুঘন হাসে খল ২।
> চারি পাসে দাণ্ডাইল দেবতা সকল॥

শিব প্রতিজ্ঞা করিল :—

> শুবন করিএ আহ্মি কর অবধান।
> সৈর্ত্য গিআ অভিসেক হইব অদিষ্ঠান॥
> জোগিনি ডাকিনি গন করিআ সঙ্গতি।
> ব্রহ্মা সঙ্গে জাইব মৈর্ক্ত্যগন জথি॥

দুর্ব্বাসা প্রভিতি সব জাইব জথ রিসি।
অজধ্যানগরে জাইব জথ স্বর্গবাসি ॥

দক্ষিণদিকে ভরত গিয়া বৈতরণী পার হইয়া যমপুরীতে যমকে আক্রমণ করেন। যমও যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অভিষেকে যাইতে স্বীকৃত হন।

এই গ্রন্থের দিগ্বিজয় বৃত্তান্তে যে সকল নগর ও দেশের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে একটী ব্যতীত সবই পৌরাণিক কিম্বা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু ঐ বিলক্ষণ একটী দেশই আমাদের আলোচ্য; কারণ, তদ্দ্বারা গ্রন্থকার ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজার বাসস্থান অনায়াসে নির্ণীত হইয়া যাইবে। গ্রন্থের অতিপ্রারম্ভেই যুধিষ্ঠির

প্রনাম করিয়া বোলে ব্যাসের চরনে ॥
কোনমতে রামচন্দ্র অভিসেক কৈল।
চক্রসালা কোনমতে লক্ষনে জিনিল ॥
বিস্তারিআ কহ শুনি ইত্যাদি। (১ পাতা)

রামচন্দ্রের প্রশ্নানুসারে গুরু বিশ্বামিত্র 'অভিষেক' কার্য্যের পূর্ব্বকল্পে অবশ্যকর্ত্তব্য যম, বরুণ, পার্ব্বতী, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের বিজয়ের পর মর্ত্ত্যলোকের রাজাগণের উল্লেখকালে সর্ব্বপ্রথমই বলেন—

চক্রশালা রাজাগন বরহি দুর্ব্বার।
জেমতে জিনিবা রনে রঘুর কুমার ॥

তার পর, পূর্ব্বদিকে মহারাজা সহস্র অর্জ্জুন।
পঞ্চদস পুরি তার বরহি দারুন ॥ (২ পাতা)

তার পুর্ব্বভাগে আছে কালদণ্ড রাজা।
দ্বারে বান্ধ থাকে তার দসলক্ষ প্রজা ॥

তার পুর্ব্বদিগে আছে ত্রিভঙ্গ নরপতি।
তাহার পূর্ব্বেতে আছে লিলাবতি পুরি
যুন রাম তার পূর্ব্বে চন্দ্রসেন রাজা
সোমের দক্ষিণভাগে **মনোভদ্র রাজা**।
তুহ্মি হেন কথ জন দ্বারবান্ধ প্রজা ॥
আহ্মি হেন লক্ষ মুনি পরে বেদ পাট। ইত্যাদি (৩ পাতা)

গ্রন্থকার (কিম্বা তাঁহার মূল ব্যাসদেব) মর্ত্ত্যলোকের সমস্ত বীর রাজগণকে এইরূপে অযোধ্যার পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে আবার 'চক্রশালা' জয় করাকেই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য এবং প্রধান ঘটনারূপে বর্ণন করিয়াছেন। লক্ষ্মণের প্রতিজ্ঞাবাক্যেও চক্রশালাবিজয়ই পূর্ব্বদিগ্বিজয়ের মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

রামের চরনে বোলে কুমার লক্ষ্মন।
সত্য ২ **চক্রসালা** জিনিবারে রন ॥ (৪ পাতা)

পূর্ব্বদিগ সকল জিনিব আজি রণে।
প্রতিজ্ঞা বচনে মোর যুনহ বচনে ॥
জদি আজি চক্রসালা জিনিতে না পারি।
সপ্তজুগ অঘোর নরকে পচি মরি ॥ (৬ পাতা)

বস্তুতঃ ভরতাদির সহিত স্বয়ং যমরাজ কিম্বা মহাদেবের যুদ্ধবৃত্তান্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সমগ্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্যকে রামচন্দ্রের অভিষেক ও চক্রশালা-জয়, এই দুইটী মাত্র ঘটনায় সংক্ষেপ করিয়া গ্রন্থকার যে প্রকারান্তরে নিজ জন্মভূমির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উপরিলিখিত পূর্ব্বদেশী রাজগণের সকলের বিজয়কাহিনী গ্রন্থমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই—যে সকল রাজাকে লক্ষ্মণ ক্রমান্বয়ে পরাস্ত করেন, তাঁহাদের নাম—কাঞ্চনপুরীর বিকর্ণ (১১ পাতা), "সারস্বত" নগরের সহস্র অর্জুন রাজা (ও তৎপুত্র কালঞ্জর বধ ২৮ পাতা) ; কালদন্ত রাজা (৪০ পাতা) ও তৎপর চন্দ্রসেন রাজা (ও তৎপুত্র বৃহদ্বত্ত বধ, ৫৪ পাতা)। সর্ব্বশেষে মনুভদ্র রাজার অপূর্ব্ব কাহিনী ও বধবৃত্তান্তে লক্ষ্মণদিগ্বিজয় সমাপ্ত হয় (৭০ পাতা)। আশ্চর্য্যের বিষয়, গ্রন্থারম্ভে যে 'চক্রসালা' বিজয় বহ্বাড়ম্বরে ঘোষিত হইয়াছে, প্রকৃত বর্ণনায় সেই রাজ্যের কোন পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কবি সম্ভবতঃ নিজদেশের নামটী চির-স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থমধ্যে ঘন ঘন ইহার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, পৌরাণিক আবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া বাস্তবকে অবাস্তবে পরিণত করিতে সাহসী হন নাই। চট্টগ্রামের অধিবাসিগণের মধ্যে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণসমাজে একটা কথা প্রচার আছে যে, চক্রশালা 'মনুভদ্র' রাজারই রাজ্য ছিল। "চট্টগ্রামের ইতিহাস" গ্রন্থেও এই প্রবাদ আলোচ্য গ্রন্থের প্রমাণমূলে উল্লিখিত হইয়াছে।(প্রথম খণ্ড, ১ম ভাগ, ২৬ পৃঃ)। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে আভাস পাওয়া যায়, "মনোভদ্রপুরী"তে আগমনের পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ চক্রশালা জয় করেন। চন্দ্রসেন ও তৎপুত্র বৃহদ্বতের বিনাশের পর (৫৭ পাতা) লক্ষ্মণ বহু দূর গিয়া

সমুখে দেখিল বির মনোভদ্রপুর ॥
বাউএ চালায় পুরি কটকের সম।
চুরার উপরে দেখী সংখচক্রধর ॥
ত্রিসুল হস্তেত ধরি দেব মহেশ্বর ॥ (৫৭ পাতা)

দুর্ব্বাসার নিকট লক্ষ্মণ এই মনুভদ্র রাজা ও তাঁহার পুরীর বৃত্তান্ত যাহা শুনিলেন, তাহা এই—

পূর্ব্বকালে কমভুজ ব্রাহ্মন আছিল।
লোরেশ্বরি নামে এক কন্তা উপজিল ॥
তপস্তা করিল কন্তাএ সহস্র বৎসর।
প্রসন্ন হইয়া দেখা দিল দামুদর ॥ (৫৭ পাতা)
কৈন্তাএ বোলে জদি সৈন্ত মোরে দিবা বর।
দির্ঘ এক পুরি হউক যুদ্ধের উপর ॥

সোমের সমান হোক এাচিয়ের চূরা।

তোমার প্রসাদে হউক পুত্র এক জন।

তার পর বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া বিষ্ণুর আদেশে সুমেরুর অনুকরণে এক অপূর্ব্ব পুরী শূন্যের উপর নির্ম্মাণ করিলেন। "মনপুরুষ"কে সম্বোধন করিয়া বিষ্ণু বলিলেন :—

তোমাঠাই মনপুরুষ দিলাম কৈন্যা বিহা।

পুরি প্রবেসিআ পুত্র জন্মাইবা গিয়া॥

মনের ঔরসে পুত্র দস দণ্ডে হইল

মনোভদ্রনাম তার যুন সর্ব্বজন।

তিন কোটি বৎসর করিআ রাজ্যভোগ।

লক্ষনের হস্তে পড়ি জাইব স্বর্গপুর॥ (৫৮ পাতা)

বিশ্বকর্ম্মার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিকে কবি স্পষ্টাক্ষরে কুত্রাপি চক্রশালার অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করেন নাই—"মনুভদ্রপুরী" কিম্বা তৎপুত্রের নামে "কাব্যকান্ত-পুরী" (৫৭ পাতা) বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন! পণ্ডিত ভবানীনাথের কাণ্ডজ্ঞান বোধ হয় এতটা লুপ্ত হয় নাই যে, বাস্তব জগতের এক ভূমিখণ্ডের উপর উদ্দাম কল্পনার এইরূপ একটা বিচিত্র সৃষ্টিভার স্পষ্টাক্ষরে আরোপ করিবেন। চক্রশালার সহিত মনুভদ্র রাজার সম্বন্ধকথা তাঁহার সময়ও হয়ত প্রচারিত ছিল, কিন্তু তিনি আভাস ইঙ্গিতেই তাহার উল্লেখ করিয়া সারিয়াছেন। মনুভদ্রপুরীর সহিত চক্রশালার অভিন্নতা কবি ইচ্ছাপূর্ব্বক চাপিয়া গেলেও উভয়ের সান্নিধ্য সহজে অনুমান করা যায়। চন্দ্রসেন বধ পর্য্যন্ত চক্রশালার উল্লেখ গ্রন্থের বৃত্তান্তমধ্যে নাই। হনুমান্ সুবর্ণমাছিরূপে মনুভদ্রের সমীপে গিয়া যখন লক্ষ্মণের বীরত্বের উল্লেখপূর্ব্বক তাহার আগমনপ্রয়োজন প্রকাশ করেন, তখনই হঠাৎ চক্রশালা-জয়ের উল্লেখ সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্ট হয় :—

অভিসেক করিবারে শ্রীরাম রাজার।

চক্রসালা জিনি আইসে লক্ষণ কুমার॥ (৬১ পাতা)

এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে যে সকল সৈন্য-সামন্ত ছিল, তাহাদের বর্ণনায়ও হঠাৎ পাওয়া যায় :—

বিংসতি অধিক জাম চক্রসালা রাজা।

ত্রিস কোটি রথ সর্জ্য আর জথ প্রজা ইত্যাদি (৬৩ পাতা)

মনুভদ্রবধের পর লক্ষ্মণের অগ্রদূত হইয়া হনুমান্ রামের নিকট যে বৃত্তান্ত বিবৃত করেন, তাহার প্রারম্ভেই আছে :—

চক্রসালা জিনি আইল প্রসাদে তোমার॥ (৬৭ পাতা)

ইহার পর হইতে গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত যখনই লক্ষ্মণের উল্লেখ আবশ্যক হইয়াছে, তখনই গ্রন্থকার ভুলিতে দেন নাই যে, ইনি "চক্রশালা"বিজয়ীরূপেই গৌরবান্বিত। পশ্চিমখণ্ডে রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন :—

জিনিলা রাবনমুত চক্রসালা অদভুত

আর আর জথ শক্রগন॥ (৯৮ পাতা)

গ্রন্থকারের এই অপূর্ব্ব 'চক্রশালা'-প্রীতি হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি

যে, তাঁহার বাসস্থান চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্ভূত "চক্রশালা" নামক স্থানেই ছিল। নিম্নলিখিত প্রমাণ হইতে এই অনুমান সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়। দক্ষিণখণ্ডে ভরত যমালয় বিজিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যমের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতে প্রশ্ন করেন—

কোন পাপ কৈলে জাএ তোহ্মার ভোবনে॥ ইত্যাদি (৯২ পাতা)

যমরাজের উত্তরমধ্যে আছে :—(মুদ্রিত সং ১২৮ পৃ. প্রচুর পাঠভেদ আছে)

চন্দ্রসিখরে জেবা না দেখে নআনে।
গমন না করে জেবা বারবের স্থানে॥
লবলক্ষ মোহাতীর্থ জেবা না দেখীল।
জোতির্ম্ময় অগ্নি জেবা পরস না কৈল॥
কর্ম্মলিশ্বর জেই না করে পুজন।
এইসব জন আইসে আহ্মার ভুবন॥
এই সব পুণ্যতির্থ করে জেই জন।
সেই সব জন জাএ হরির সদন॥ (৯৩ পাতা)

এখানে গ্রন্থকার "চন্দ্রশেখর" পর্ব্বত, "বাড়বকুণ্ড," "লবণাক্ষ," "জ্যোতির্ম্ময়" এবং "ক্রমদীশ্বর" (অর্থাৎ স্বয়ম্ভুনাথ) নামক তীর্থরাজ, সীতাকুণ্ডের প্রসিদ্ধ কতিপয় তীর্থের উল্লেখ করিয়া স্বকীয় স্বদেশপ্রেম ব্যক্ত করিয়াছেন। যমের বাক্যে এই কয়টী (এবং সাধারণ ভাবে গঙ্গাস্নানের উল্লেখ) ভিন্ন আর কোন তীর্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। 'জ্যোতির্ম্ময়' ও 'ক্রমদীশ্বর' নামদ্বয় চট্টগ্রামবাসী বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব্যতীত ভিন্নদেশী কোন লেখকের লেখনী হইতে বাহির হওয়া সম্ভব নহে। চট্টগ্রামের অন্যতর প্রাচীন কবি শ্রীকর নন্দীও এই "ক্রমদীশ" তীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন, "আপনি মহেশ তথা ক্রমতিশ নাম।"

ভবানীনাথের এই তীর্থবিবরণ হইতে একটী কথা ভাবিবার আছে—'শ্রীরামের ইতিহাস'-লেখক এই ব্রাহ্মণ কবি ক্রমদীশ্বর এবং জ্যোতির্ম্ময়ের পর্য্যন্ত উল্লেখ করিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে রাম-নাম-জড়িত "সীতাকুণ্ড" তীর্থেরই উল্লেখ নাই। শৈব তীর্থে বৈষ্ণবস্থাপিত এই কুণ্ডের আধুনিকতার ইহা পরোক্ষ প্রমাণ বলিয়া ধরা যায়।

(২)

রাজা জয়চন্দ—জয়চন্দ্র নহে।

কবি ভবানীনাথ প্রায় প্রত্যেক ভণিতায় তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের নাম সসম্মানে উল্লেখ করিয়া আপনার কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। রাজার সভামধ্যে ভবানীই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন :—

জঅছন্দ নরপতি পুজবন্ত বর।
সভাতে ভবানিনাথ সর্ব্বহোতে দর (দৃঢ়)॥ [৩৫ পাতা]

রাজার পরিচয়সূচক কোন কথাই এ সকল ভণিতায় পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যক্রমে একটী ভণিতায় কবি তাঁহার রাজদত্ত বৃত্তির পরিমাণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন :—

জঅছন্দ নরপতি রাম ইতিহাস জথি

জত্নে করাইল পদবন্ধ ।

দ্বিজবর ভবানি আপনা সাক্ষ্যাতে আনি

দিনে ২ দশ মুদ্রা দান ॥

যুন ২ দ্বিজবর ভবসিন্ধু পার কর

লিখীয়া রামের গুন গাথা ।

আদ্ধি রাজ্য অধিকার প্রজা সব দুর্ব্বার

দিনে ২ করে জথ পাপ ॥

তার অষ্টগুন লাব হঅএ আক্ষার পাপ

এহা হোতে উদ্ধার আক্ষারে ॥ (১৩০ পাতা)

দৈনিক দশ মুদ্রা অর্থাৎ মাসিক ৩০০৲ টাকা বৃত্তি দেওয়া ক্ষুদ্র নরপতির পক্ষে সম্ভব নহে। ভণিতায়ও স্থলে স্থলে তাঁহার 'মহারাজ' উপাধি দৃষ্ট হয় :—

জঅছন্দ মোহারাজা সভাতে সকল প্রজা

সভাসদ ভবানি ব্রাহ্মণ ।

(১০১ পাতা—৫৬ পাতাও দ্রষ্টব্য)

দুঃখের বিষয়, এই বিলুপ্তপ্রায় নরপতির নামের মধ্যেই যে সামান্য পরিচয়সূচক বৈশিষ্ট্য ছিল, 'বটতলা'র কৃপায় এবং সাহিত্যিক মহারথিগণের অনবধানতায় সেটুকুও বিলুপ্ত হইতে চলিল। সকলেই নির্ব্বিবাদে ধরিয়া লইয়াছেন "জয়চন্দ্র" নামটাই লিপিকর-প্রমাদে 'জয়ছন্দ' হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, কবির বাড়ী হয়ত শ্রীহট্ট কিম্বা অন্য কোন সন্নিহিত অঞ্চলে, যেখানে 'চ'এর উচ্চারণ 'ছ'এর মত হয়। একজন শ্রদ্ধেয় পুরাতত্ত্ববিদ্ এই জয়চন্দ্রকে ত্রিপুরা জিলার ময়নামতী পাহাড়ে আবিষ্কৃত এক বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ 'কুমার শ্রীজয়চন্দ্রের' সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন এবং গোপীচাঁদের গান-রচয়িতা ভবানীদাস ও আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা এক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন (ইতিহাস ও আলোচনা—চৈত্র, বৈশাখ, ১৩২৮-২৯)। "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে" লিখিত হইয়াছে (২য় খণ্ড, ৪র্থ ভাগ, পরিশিষ্ট, পৃ. ১১)—এই জয়চন্দ্র লাউড়ের "রাজা জয়সিংহ" হইতে অভিন্ন এবং কবি (ভবানী রায় ?) শ্রীহট্টনিবাসী ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন (ইতিহাস, ২য় সং, পৃ. ৪৭০—কবির বিবরণাদি এই বিপুল গ্রন্থে মাত্র ৯ পঙ্‌ক্তিতে সমাপ্ত), কি প্রমাণবলে জানি না, কবির পৃষ্ঠপোষককে ভুলুয়ার রাজা জয়চন্দ্র বা "জগৎ-মাণিক্য" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিপুরার বিদ্রোহী রাজা জগৎমাণিক্য ত্রিপুরাধিপতি ধর্ম্মমাণিক্যের (১৭১৩-২৯ খ্রীঃ) জ্ঞাতিবৈরী ছিলেন (শ্রীভারতী, চৈত্র ১৩৪৫, পৃ. ৪৭১-৭৫)। আমাদের পরীক্ষিত রামাভিষেকের পুথির মধ্যে একখানি অন্ততঃ ২৫০ বৎসর প্রাচীন এবং জগৎমাণিক্য "জয়চন্দ্র" নামে এই লোকপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত কল্পনা। বস্তুতঃ এই সমস্ত আলোচনাই প্রমাদপূর্ণ। কারণ, আমাদের পরীক্ষিত পুথিগুলির প্রায় সর্ব্বত্র "জয়ছন্দ" পাঠই আছে, অনেক পুথিতে ভুলক্রমেও একবার

"জয়চন্দ্র" লিখিত হয় নাই। মুন্সী আবদুল করিম সাহেবও এই গ্রন্থের পুথি আলোচনা-কালে 'জয়চন্দ্র' পাঠ পান নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইখানি পুথি রক্ষিত আছে (পুথি-বিবরণী, পৃ. ১৯১-৯৪ দ্রষ্টব্য)। ২৪৬ সংখ্যক খণ্ডিত পুথির ভণিতায় আছে "জএছন্দ," "জয়ছন্দ" ও 'জএচ্ছন্দ' (১ বার)। ২৪৭ সংখ্যক সম্পূর্ণ পুথিতেও অধিকাংশ স্থলে "জয়ছন্দ" আছে—কতিপয় স্থলে বর্ত্তমান সাহিত্যরথীদের ন্যায় লিপিকার সংশোধন-ক্রমে "জয়চন্দ্র" ও "জয়চ্চন্দ্র" লিখিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। অপণ্ডিত লেখকগণের প্রতিজ্ঞাবাক্য "যথাদৃষ্টং তথা লিখিতম্"ই এ স্থলে রাজার প্রকৃত নামটীকে সহজসাধ্য সংশোধন-বিকৃতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, এই গ্রন্থের পুথিগুলিতে 'চন্দ্র' শব্দটা অসংখ্য বার লিখিত হইয়াছে, লিপিকারগণ কুত্রাপি তাহা বিকৃত করিয়া 'ছন্দ' করে নাই। একই পঙ্ক্তিতে রহিয়াছে—"জয়ছন্দ নরনাথে রামচন্দ্র বন্দি মাথে" (৭০ পাতা), রামচন্দ্র শব্দটা এখানে কিম্বা অন্যত্র একবারও "রামছন্দ"-রূপে লিখিত হয় নাই। সুতরাং পুথির 'জয়ছন্দ' পাঠ যে 'জয়চন্দ্র' হইতে লিপিকরদোষে বিকৃত হইয়াছে, তাহা একেবারেই ভ্রান্ত কল্পনা, রাজার প্রকৃত নামই ছিল "জয়ছন্দ" এবং এই নাম সংস্কৃত 'জয়চন্দ্র' শব্দ হইতে উদ্ভূত হইলেও পৃথক্।

রাজার নামটী যখন "জয়ছন্দ" প্রতিপন্ন হইল, তখন সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই রাজা হিন্দুও নহেন, মুছলমানও নহেন; পরন্তু চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহু শতাব্দী ধরিয়া পরিচিত আরাকান বা 'মঘ' জাতীয় কোন নরপতি হইবেন। আরাকান দেশের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বহু শতাব্দী ধরিয়া আরাকান-রাজগণের দুইটী কিম্বা তিনটী করিয়া নাম থাকিত—একটী আরাকানী ভাষায়, একটি পালিভাষায় এবং খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে একটী মুছলমানী নাম। যেমন, বিখ্যাত আরাকান-রাজ "মেংখামাউঙ্গ" (Meng Khamaung 1612—22 A. D. Phayre : Hist. of Burma p. 177) তাঁহার মুদ্রায় আরও দুইটী নাম অঙ্কিত করিয়াছেন—"বর-ধম্ম-রাজ" (Wa-ra-dham-ma-Ra-dza) পালিভাষার এবং "হুসেন সাহা" (Oh-shyaung-shya) মুছলমানী (J. A. S. B. 1846 p. 233-4)। আরাকান-রাজগণের পালি নামগুলিতে সংস্কৃত 'চন্দ্র' হইতে 'ছন্দ' বহু পরিমাণেই পাওয়া যায়। যাঁর হস্তে সুজা সাহা নিহত হন, সেই বিখ্যাত আরাকান-রাজের নাম ছিল "ছন্দ-থু-ধম্ম রাজা" ('Tsanda Thudhamma' আলোয়াল এই নাম শুদ্ধ করিয়া "চন্দ্রসুধর্ম্ম" লিখিয়াছেন)। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কয় জন রাজার নামই 'ছন্দ' দিয়া আরম্ভ (Phayre : App. p. 303); তন্মধ্যে একটী নাম 'ছন্দ-বিজয়' (১৭১০-৩১ খ্রীঃ)। আমাদের আলোচ্য 'জয়ছন্দ' নামটীও সুতরাং আরাকান-বংশীয় কোন স্থানীয় নরপতির পালিভাষার নাম বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরা যায় ('Dza-ya-tsanda')। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার Hist. of Bengali Language & Lit. গ্রন্থে (p. 1011) রাজা জয়চন্দ্রকে চট্টগ্রামের লোক বলিয়াছেন, কিন্তু খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার কাল-নির্ণয় করিয়াছেন। এই কাল-নির্ণয়ের কোন প্রমাণই তিনি উল্লেখ করেন নাই। ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রাম-বিজয়ের পর চট্টগ্রামে মঘরাজত্ব

চিরতরে বিলুপ্ত হয়, সুতরাং 'জয়চন্দ্র' নামে কোন মঘ রাজা চট্টগ্রামে রাজত্ব করিয়া থাকিলে তাহা ঐ তারিখের পূর্ব্বে ত বটেই, বহু পূর্ব্বেই হওয়ার কথা।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কবি ভবানীনাথ (ও রাজা জয়চন্দ্র) খুব সম্ভবতঃ "চক্রশালা"র অধিবাসী ছিলেন। এই 'চক্রশালা' নামে বর্ত্তমানে একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, বহু পূর্ব্বে এই নামে একটী পরগণা ছিল। *"চক্রশালার ইতিবৃত্ত" নামক স্থানীয় গ্রন্থে* (রজনীকুমার বিশ্বাসকৃত, ১৩২২ সনে মুদ্রিত, ৬ অধ্যায়, পৃ. ৭০) ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় অধ্যায়ে (পৃ. ২১) লক্ষ্মণদিগ্বিজয় হইতে ইন্দ্রধন্থর (?) কন্যা চন্দ্রকলার কাহিনী লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে এই "চক্রশালা" নামটী সমগ্র চট্টগ্রাম জিলার পরিচায়ক ছিল। এই স্থানের মাহাত্ম্য-সূচক একটী শ্লোক স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে এখনও প্রচলিত আছে :—

"চক্রশালাপুরী কাশী শ্রীমতী মণিকর্ণিকা।
চক্রবর্ত্তিসুতো ব্যাসঃ কন্দর্পঃ কালভৈরবঃ॥"

শ্রীমতী একটী নদী। কন্দর্প রায় চৌধুরী ৮।৯ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী একজন বিখ্যাত জমীদার ছিলেন। রাজা জয়চন্দ্র এই সুপ্রসিদ্ধ স্থানের অধিপতি হইলেও তাঁহার নাম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে; ইহাই তাঁহার কাল-নির্ণয়ের একটী অস্পষ্ট নিদর্শন বটে। এই অঞ্চলে কখন্ 'মঘ'-রাজত্ব থাকার সম্ভাবনা ছিল, তাহা আরাকানের ইতিহাস পাঠে অনুমান করিয়া নেওয়া যায়। আরাকান-রাজ 'বৎসফ্যু' (Basoahpyu 1459-82 A. D.) সর্ব্বপ্রথম চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তাঁহার হত্যার পর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া (1482—1531 A. D.) আরাকান রাজ্য অন্তর্বিদ্রোহে জর্জ্জরিত ছিল এবং কয়েক জন রাজা আততায়ীর হস্তে নিহত হন। *এই সময়েও চট্টগ্রাম পাঠান-রাজগণের দুর্ব্বলতায় আরাকানেরই অধিকারে ছিল* (Phayre : Hist. of Burma pp. 78-79)। খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পর্ত্তুগীজগণ চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন এবং প্রায় এক শতাব্দীকাল যাবৎ আরাকান-রাজের সহযোগে সমগ্র বঙ্গদেশকে প্রকম্পিত করিয়া তুলেন। আমরা অনুমান করি, রাজা জয়চন্দ্র পর্ত্তুগীজগণের আগমনের পূর্ব্বেই চক্রশালা প্রদেশের নরপতি ছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ উল্লিখিত অর্দ্ধশতাব্দকাল (1482—1531 A. D.) মধ্যেই আরাকান-রাজ ও পাঠানরাজ, উভয়ের দুর্ব্বলতা ও ঔদাসীন্যের সুযোগ পাইয়া স্বাধীন নরপতিরূপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই অর্দ্ধ শতাব্দকালকেও সঙ্কুচিত করা যাইতে পারে; কারণ, পরাগলী মহাভারতের প্রমাণবলে জানা যায়, হোসেন সাহার রাজত্বের শেষ ভাগে চট্টগ্রামে পাঠান-রাজত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা-রাজগণের ইতিবৃত্তগ্রন্থ 'রাজমালায়' লেখা আছে, মহারাজ ধন্যমাণিক্য হোসেন সাহার সৈন্য পরাজিত করিয়া ১৪৩৫ শকাব্দে (১৫১৩ খ্রীঃ) চট্টগ্রাম জয় করেন (রাজমালা, ২য় লহর, ২২ পৃ.)। সুতরাং জয়চন্দ্র মহারাজা ১৪৮২-১৫১৩ খ্রীঃ মধ্যেই খুব সম্ভবতঃ চক্রশালা অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। "আহ্মি রাজ্য অধিকার প্রজা সব দুর্ব্বার" প্রভৃতি ভণিতা হইতে এবং 'মহারাজ' উপাধি হইতে তাঁহাকে আরাকান-রাজের একজন প্রতিনিধি কিম্বা সামন্ত মাত্র মনে করা যায় না। ষোড়শ

শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পর্ত্তুগীজগণের লিখিত সমসাময়িক বিবরণ পাঠে চট্টগ্রামের তাৎকালীন কয়েক জন মঘরাজপ্রতিনিধির নাম ও বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। পাদ্রী 'ম্যানরিক' (Manrique) ১৬২৯ খ্রীঃ অব্দে চট্টগ্রাম হইয়া আরাকানে যান। তাঁহার অপূর্ব্ব ভ্রমণকাহিনীতে আছে—আরাকানরাজের দ্বিতীয় পুত্রই সাধারণতঃ চট্টগ্রামের Governor নিযুক্ত হইত [The king of Chittagong was generally the second son of the King of Arakan. Manrique p. 162]। পাদ্রীর আগমনের অল্প পূর্ব্বে [১৬২৯ খ্রীঃ অব্দে] চট্টগ্রামের তৎকালীন রাজার মৃত্যু হইয়াছিল। দুর্দ্দান্ত পর্ত্তুগীজ দস্যু গঞ্জালিসের সময় চট্টগ্রামাধিপতি ছিলেন Anoporao—আরাকানরাজ "সলিম সাহা"র [1593—1612 A. D.] দ্বিতীয় পুত্র। Bocarro's *Decada* গ্রন্থে তাহাকে 'Lord of the lands of Dianga, "Saquecela" and Ramu' বলা হইয়াছে [p 439]। এই Saquecela 'চক্রশালা' নামের পর্ত্তুগীজ রূপান্তর সন্দেহ নাই, যদিও ইংরাজি গ্রন্থকারগণ ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই [Bengal Past & Present, No. 26, 1916 p. 56]। চট্টগ্রামাধিপতির এই রাজ্যনির্দ্দেশ হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, তৎকালে দেয়াং, চক্রশালা ও রামু, এই তিনটী ক্ষুদ্র [থানা বা] বিভাগ লইয়া সমগ্র চট্টগ্রাম প্রদেশ গঠিত ছিল। Manriqueএর সময় রামুতে পৃথক্ Governor ছিল [Bengal Past & Present, ibid p, 229]। Manriquc লিখিয়াছেন, আরাকানরাজ সলিম সাহার সময়ে (1593—1612) পর্ত্তুগীজ পাদ্রীগণকে 'চক্রশালা' প্রদেশে ("In the District of Sacassala" ibid p. 267) মূল্যবান্ ভূমি প্রদানের প্রস্তাব হইয়াছিল। Manrique-এর চট্টগ্রাম অবস্থানকালে (১৬২৯ খ্রীঃ) নবনিযুক্ত Governor পর্ত্তুগীজগণের অনিষ্ট সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া ঢাকার নবাবের নামে পর্ত্তুগীজগণের ও "চক্রশালার বাঙ্গালী অধিবাসিগণের" (the Bengalas residing in the territory of Sacassala: ibid p. 227) দুইটি গুপ্ত সন্ধিপত্র জাল করেন। এই সকল সমসাময়িক বিবরণ হইতে প্রমাণ হয়, বাঙ্গালীর দ্বারা অধ্যুষিত চট্টগ্রাম সহরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নাতিক্ষুদ্র ভূভাগ (territory or District) "চক্রশালা" নামেই পরিচিত ছিল এবং সম্ভবতঃ আরাকান অধিকারের প্রথম হইতেই (খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দের শেষভাগে) এখানে পৃথক্ একজন রাজা বা প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছে। সেই আদি মঘরাজের স্মৃতিস্বরূপ পর্ত্তুগীজ গ্রন্থে চট্টগ্রামপতিকে শুদ্ধ 'King of Chatigan' না বলিয়া "Lord of the lands of Diang, Saquecela and Ramu" বলা হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। বলা বাহুল্য, ১৬৩০ খ্রীঃ অব্দের পরে (১৬৬৬ খ্রীঃ মধ্যে) চক্রশালার কোন মঘরাজার পক্ষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দ্বারা রামায়ণ কাব্য লেখান সম্ভবপর নহে। তখন সমগ্র বঙ্গদেশ লণ্ডভণ্ড করাই তাহাদের চরম উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

সৌভাগ্যের বিষয়, চক্রশালার একজন আদি মঘরাজার বিবরণ অপ্রত্যাশিতভাবে পৃথক্ গ্রন্থ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রধান পার্ষদ মুকুন্দ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাসুদেব দত্ত চাটিগ্রামনিবাসী ছিলেন, ইহা চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

বাসুদেবের বংশধর চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ স্বর্গীয় রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহাদের এক পূর্ব্বপুরুষের রচিত একটী 'কুলজী' আবিষ্কার করেন—কয়েকটী ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ থাকায় এই সংক্ষিপ্ত কুলজী অতি মূল্যবান্ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। আমরা ইহার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। রচয়িতার নাম 'বিজয়রাম,' তিনি বাসুদেব হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ এবং রচনাকাল "বিন্দু পক্ষ ইন্দু ধাতা মঘি মার্গশিরে"—১১২০ মঘি অর্থাৎ ১৭৫৮ খ্রীঃ—পলাশী যুদ্ধের এক বৎসর পরে।

যবনের অত্যাচারে রাঢ়ে আর গৌড়ে
অরাজক হল সাতগ্রামের মাঝারে।
কাতারে কাতারে কায়স্থ আর বামন
যেবা যথা পারে গেল নাহি তার লেখন।
কাঞ্চনা হইয়া বসবাস দুর্গাপুরে
বনাইল দত্তকুল হরিষ অন্তরে।
কিছুকাল সেইখানে বসবাস কৈল
চক্রশালা বহুতর জমিন ধরিল।
তার পর ভুলুয়াতে অরাজক হৈল,
বহু লোক ধন মান জাতি হারাইল।
তাহার দক্ষিণে আছে নগর চট্টল
তথায় আছয়ে এক পুরী চক্রশাল।
সেখানে রাজাই করে রাকাক্রি মহান্
মঘরাজা দেবদ্বিজে অতি ভক্তিমান।
তান খোস্‌নামে মনে মনে হৈয়া খুসী
বাসুদেব মুকুন্দ হৈলা চক্রশালাবাসী।
ব্যাকরণ কবিরাজী পড়িবার তরে
ভাইয়রে পাঠাইয়া দিল নদীয়ার নগরে।

(শ্রীবাৎস্যচরিতম্—শ্রীজগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য-প্রণীত, ১১৬-৭ পৃঃ)

গৌড়রাজ্যের যে অরাজকতার সময় দত্তবংশ 'রাঢ়' হইতে পূর্ব্ববঙ্গে উঠিয়া আসেন, তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ "হাব্‌শী" ক্রীতদাসগণের অধিকারকালে ঘটিয়াছিল—হোসেন সাহার সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে দুর্দ্দান্ত শামসুদ্দিন মুজঃফর সাহার রাজত্ব-কালে (১৪৯০-৯৩ খ্রীঃ) এই অত্যাচার চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। এই সময়মধ্যেই যে বাসুদেব পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় নেন, তাঁহাতে সন্দেহ নাই। তিনি প্রথমতঃ "ভুলুয়ায়" (নোয়াখালি জিলায়) বাসস্থান স্থাপন করেন এবং পরে ভুলুয়া 'অরাজক' হইলে চক্রশালায় উঠিয়া আসেন। বর্ণনায় এ স্থলে কিছু গোলযোগ আছে—কাঞ্চনা ও দুর্গাপুরের যে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা অধুনা চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সম্ভবতঃ তৎকালে ভুলুয়ার শূররাজবংশের অধীন ছিল। যাহা হউক, যে "দেবদ্বিজে ভক্তিমান্" চক্রশালার মঘ-রাজার 'খোস্ নাম'

শুনিয়া বাসুদেব তথায় বাড়ী-ঘর করেন, আমরা তাঁহাকে রাজা জয়চন্দ বলিয়াই মনে করি—তিনি 'রাকাক্রি' অর্থাৎ আরাকানবংশীয় ছিলেন সন্দেহ নাই। এই রাজবংশ মূলতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; তাঁহাদের পক্ষে 'দেবদ্বিজে' ভক্তিমান্ হওয়া অস্বাভাবিক। সুতরাং একই সময়ে এইরূপ একাধিক মঘ রাজার অস্তিত্ব কল্পনা আরও অস্বাভাবিক। রাজা জয়চন্দ রামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন, এ কথা স্পষ্টভাবেই ভণিতায় পাওয়া যায়:—'জঅচন্দ নরপতি শ্রীরামের দাস' (৯২ ও ৯৮ পাতা)। ইহাকেই উক্ত মঘ রাজা বলিয়া ধরিয়া নেওয়াতে কোন কষ্টকল্পনা নাই। আরাকানের ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, এক সঙ্কীর্ণ কাল মধ্যেই (১৪৮২—১৫১৩ খ্রীঃ) চক্রশালায় কোন স্বাধীন মঘ রাজার অধিকার সম্ভব হয় এবং ঠিক সে সময় মধ্যেই আমরা সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রমাণ হইতে দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ মঘ রাজার উল্লেখ পাইতেছি।

বাসুদেব চক্রশালাবাসী হওয়ার পর মুকুন্দ নবদ্বীপে পড়িতে গিয়াছিলেন—চৈতন্যের জীবনীতে এই মুকুন্দকেই আমরা তাঁহার অধ্যয়নের সহচররূপে পাই। চৈতন্যের অধ্যয়নকাল ১৪৯৬ খ্রীঃ হইতে ধরা যায়। তৎপূর্ব্বেই চক্রশালায় রাজা জয়চন্দ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ভবানীনাথের একটী মূল্যবান্ উক্তি হইতে রাজা জয়চন্দের অভিষেককাল অতি সূক্ষ্মরূপেই গণনা করিয়া পাওয়া যাইবে। একখানি পুথির ১২৮ পাতায় রামচন্দ্রের অভিষেকের তারিখ স্বয়ং লক্ষ্মণ গণনা করিয়া নির্ণয় করেন:—(অন্য সকল পুথিতে চৈত্র শব্দ নাই)

চৈত্রে ত্রিতিঅ দিবস ধুক্লপঞ্চমি পাইব।
সেই দিন শ্রীরামের অভিসেক হইব॥

এই তারিখটী কবি ভবানীনাথের সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত। মূল রামায়ণে আছে—রামচন্দ্র লঙ্কা হইতে যে দিন ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হন, সে দিন "পঞ্চমী" ছিল, মাসের উল্লেখ নাই। ঠিক পরদিন "পুষ্যযোগে ভরত রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন" (যুদ্ধকাণ্ড, ১২৮ অধ্যায়, ৫৪ শ্লোক)। অভিষেক আরও পরে হইয়াছিল; কয় দিন পরে, রামায়ণে তাহার নির্দ্দেশ নাই। টীকাকার রামানুজ অনুমান করিয়াছেন, রামচন্দ্রের প্রত্যাবর্ত্তন আশ্বিন মাসের (কৃষ্ণ) পঞ্চমী তিথিতে সংঘটিত হয়—"আশ্বিন-শুক্লচতুর্দ্দশ্যামশ্বিনী তদ্বর্ষে ইতি ষষ্ঠ্যাং পুষ্যস্তু সম্ভবঃ পূর্ণিমায়ামশ্বিন্যামপি একক্ষ ক্ষয়েণ বা॥" শুক্লপক্ষ ধরিলে "পুষ্য"যোগ চৈত্র মাসেই পাওয়া যায়, কিন্তু কোন ভাবেই অভিষেকের সময় শুক্লপঞ্চমী হয় না। দ্বিতীয়তঃ "চৈত্রে তৃতীয় দিবস" এই অংশে সৌর মাস ও তারিখের উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদির রীতিবিরুদ্ধ। হিন্দুগণের সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য চান্দ্র মাস ও তিথির উল্লেখে সম্পাদিত হয়, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কোন কোন স্থলে 'সৌর মাসের'ও উল্লেখ থাকে; কিন্তু সৌর মাসের 'অংশ' বা তারিখের উল্লেখ কুত্রাপি কোন কালে কেহ শুনে নাই। রামচন্দ্রের অভিষেককালে "শুক্লপঞ্চমী" তিথি সৌর মাসের কোন্ 'অংশে' পড়িয়াছিল, তাহা ভবানীনাথের সম্পূর্ণ অবিদিত এবং তাঁহার আকরগ্রন্থ ব্যাসরচিত সংস্কৃত সংহিতায়ও তাহা লিখিত থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কবির নিজ জীবিতকালে সংঘটিত একটা বিশিষ্ট ঘটনার তারিখই এখানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের অনুমান

হয়, স্বয়ং মহারাজা জয়ছন্দের অভিষেকতারিখকেই কবি রামচন্দ্রের অভিষেকরূপ একটা প্রসিদ্ধ পৌরাণিক ঘটনার তারিখরূপে বর্ণনা করিয়া, রাজার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই অনুমান সত্য হইলে রাজা জয়ছন্দের অভিষেকই চৈত্র মাসের ৩ তারিখ শুক্লপঞ্চমীতে সম্পাদিত হইয়াছিল। উপরে আমরা তাঁহার যে প্রাদুর্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছি—১৪৮২-১৫১৩ খ্রীঃ, তন্মধ্যে গণনা দ্বারা দুইটী বৎসর পাওয়া যায়, যখন এই জ্যোতিষের 'যোগ' সংঘটিত হইয়াছিল :—

(১) ১৪০৮ শকাব্দ, ৩ চৈত্র (বুধবার) শুক্লপঞ্চমী ২৫। • দণ্ড (Feb. 28, 1487 A.D.)

(২) ১৪২৭ শকাব্দ ঐ ১৩। ০ দণ্ড (Feb. 28, 1506 A.D)

তৎপূর্ব্বে ১৩৮৯ শকাব্দেও এই যোগ পাওয়া যায় (1468 A. D.)। কিন্তু তখন চট্টগ্রামে মঘ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে উপরি উদ্ধৃত কুলজীর প্রমাণবলে যে আনুমানিক কাল পাওয়া যায়, তাহা ১৪৯৬ খ্রীঃএর পূর্ব্বে। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, ১৪০৮ শকাব্দেই (১৪৮৭ খ্রীঃ) মহারাজ জয়ছন্দ চক্রশালায় অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব ১৪৩৫ শকের (১৫১৩ খ্রীঃ) পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ অবসান হয়। কারণ, সেই বৎসর ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্য প্রথম চট্টগ্রাম অধিকার করেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ 'পরাগলী' মহাভারত হোসেন শাহার রাজত্বের শেষ ভাগে এবং নসরত সাহার রাজত্বের প্রথম ভাগে (সম্ভবতঃ ১৫২২-২৫ খ্রীঃ অব্দে, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩৪, ১৬৭-৮ পৃ.) রচিত হয়। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ তাহারও পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল (১৪৯০-১৫১০ খ্রীঃ মধ্যে)। সুতরাং চট্টগ্রামের গ্রন্থকারগণের মধ্যে আমাদের কবি ভবানীনাথই প্রাচীনতম, তাঁহার পূর্ব্বে রচিত কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার প্রাচীনতার নির্দ্দেশক কয়েকটী বিষয় পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এইরূপ একঘেয়ে রচনা যে কয়েকটী জিলায় বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহাও ইহার প্রাচীনতার প্রমাণ বলিয়া ধরা যায়। চট্টগ্রামে ১০ বৎসর পূর্ব্বেও লক্ষ্মণদিগ্বিজয়ের মুদ্রিত পুথি কিছু কিছু বিক্রয় হইত বলিয়া শুনিয়াছি। এই গ্রন্থের কোন একখানি সম্পূর্ণ পুথির সহিত কোন অপর পুথির পাঠে সম্পূর্ণ মিল নাই—শত শত পাঠভেদ বিদ্যমান। ইহাও এই গ্রন্থের প্রাচীনতার পরিচায়ক।

চক্রশালার এক মঘ নৃপতির উল্লেখ চট্টগ্রামের অপর একটী পরিবারের ঐতিহাসিক বিবরণে পাওয়া যায় এবং তাঁহাকেও আমরা রাজা জয়ছন্দ হইতে অভিন্ন মনে করি। চক্রশালার অন্তর্গত ভাটীখাইন গ্রামে "রুদ্র"-বংশ এক সময়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আদিপুরুষ মহেশ রুদ্রের পৌত্র ভরত রুদ্র 'রাজা' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে স্থানীয় একটী ইতিহাসগ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"ভরতরুদ্র **চক্রশালার মগনৃপতির** বশ্যতা স্বীকার না করিয়া স্বয়ং রাজা উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে মগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি তৎকালে জ্ঞাতিবর্গের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার সাহায্য করিলেন না। ভরতরুদ্র যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া মগরাজকর্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হন। তিনি শূলদণ্ডে

প্রাণত্যাগকালে জ্ঞাতিবর্গকে অভিসম্পাত দিয়া 'গিয়াছিলেন 'রুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবে'।" (শ্রীবাৎস্যচরিতম্, ১৮৩৭ শক, পৃ. ১৩৬)

ভরত রুদ্রের কালনির্ণয়ের দুইটী সূত্র আছে। তাঁহার ভ্রাতা অনন্তরামের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ শ্রীযোগেশচন্দ্র রুদ্র বি. এ. (ঐ, পৃ. ১৩৮) হইতে গণনা করিলে তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া ভরত রুদ্রের আনুমানিক জন্মকাল হয় প্রায় ১৪২৫ খ্রীঃ। দ্বিতীয়তঃ ভরত রুদ্রের পিতৃব্যকন্যা মেনকার সহিত সুপ্রসিদ্ধ কন্দর্প চৌধুরীর প্রপিতামহ রাঘব রায়ের বিবাহ হয় (ঐ, ঐ)। কন্দর্পের এক পৌত্রী "পার্ব্বতী" ১৬১৭ শাকে ("শৈলেন্দুকালামৃত-রশ্মিসংখ্যে") বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন (কেদারকুলপঞ্জিকা, ১৩৩২, পৃ. ৭৫)। পার্ব্বতীর জন্ম প্রায় ১৬৫০ খ্রীঃ ধরিলে রাঘবের জন্ম হয় অনুমান ১৪৮০ খ্রীঃ। সুতরাং ভরত রুদ্র রাজা জয়চন্দ্রের সমকালীন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায়। উক্ত "কেদার-কুলপঞ্জিকা" গ্রন্থে (পৃ. ৬) "বোমাংরাজ"কে ভরত রুদ্রের পরাজয়কারী বলা হইয়াছে—ইহা নিষ্প্রমাণ উক্তি। কারণ, পাঠানযুগে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের বর্ত্তমান অধিপতি বোমাংরাজের অস্তিত্বই ছিল না। উক্ত কুলপঞ্জিকাখানি এইরূপ বহুতর কল্পিত বিষয়ে পরিপূর্ণ, বিশেষতঃ ইহার কালনির্দ্দেশগুলি বহু স্থলেই নিতান্ত ভ্রমাত্মক।

ত্রিপুরা জেলার বুড়ীচঙ্গগ্রামনিবাসী রামরতন পাল (১৮৬০ খ্রীঃ ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগত) ১২০৯-৩২ সনের মধ্যে কতিপয় গ্রন্থের অনুলিপি করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানি সম্পূর্ণ "রামচন্দ্র অভিষেক" (২৪৭ পত্রে সমাপ্ত) আছে। লিপিকাল "সন ১২০৯ তারিখ ২৫ অগ্রাণ রোজ শনিবার"। ইহার ভণিতায়ও সর্ব্বত্র 'জয়ছন্দ' (অথবা জএছন্দ) পাঠ দৃষ্ট হয়; এক বারও জয়চন্দ্র নহে :—কহেন ভবানিনাথে রামচন্দ্র বন্দি মাথে জয়ছন্দ রাজার আদেস (১৩৯।২ পাতা)। ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লিপিকার রামরতনের একজন শিক্ষিত বংশধর জ্ঞাতসারে রামরতনকেই এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া খ্যাপন করিয়া কৃত্রিমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন (কায়স্থসমাজ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৩২; চুণ্টাপ্রকাশ, শারদীয়-সংখ্যা, ১৩৪১, পৃ. ১১)। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি সম্বন্ধে অবাস্তব কল্পনা বাঙ্গলা দেশে বিরল নহে। কিন্তু কৃত্তিবাস ও ভবানীনাথের ন্যায় সুপ্রচারিত কবির গ্রন্থ লইয়া এইরূপ আকাশকুসুম সৃষ্টির তুলনা নাই।

বাংলা সাময়িক-পত্র—৪

১২৮৫-১২৮৬ সাল (ইং এপ্রিল ১৮৭৮–এপ্রিল ১৮৭৯)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দবাজার পত্রিকা (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)।

ইহার আবির্ভাবে 'এডুকেশন গেজেট' (২২ ভাদ্র ১২৮৫) লিখিয়াছিলেন :—

> "আনন্দবাজার পত্রিকা (১ম ভাগ ১৭শ সংখ্যা)—অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরাজি হওয়ায়, তাহার স্থলে উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষদিগের প্রতিজ্ঞামতে এইখানি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার পরিচয়-স্থলে ইহা বলা বাহুল্য যে, এখানি নামান্তরিত ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালা অমৃতবাজার পত্রিকামাত্র।"

ইহাই প্রকৃতপক্ষে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ১ম পর্য্যায়; এই নামে বর্ত্তমানে যে পত্রিকাখানি সগৌরবে চলিতেছে, তাহা "নব পর্য্যায়"।

বীণা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৫ (এপ্রিল ১৮৭৮)।

১২৮৫ সালের বৈশাখ মাসে কবি রাজকৃষ্ণ রায় 'বীণা' নামে "নানাবিষয়িণী কবিতাপ্রসবিনী" একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের রচনা 'বীণা'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কয়েকটি প্রাথমিক রচনার সন্ধান ইহাতে মিলিবে; মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাঁহার প্রথম কবিতা "একদিন" ১ম বর্ষের (কার্ত্তিক ১২৮৫) 'বীণা'তেই প্রকাশিত হইয়াছিল। রামদাস সেন, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, অক্ষয়কুমার বড়াল, মনোমোহন বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি 'বীণা'র লেখক-শ্রেণিভুক্ত ছিলেন। ইহাতে বাংলা গানের স্বরলিপি, গ্রন্থসমালোচন ও গল্পাদিও মাঝে মাঝে স্থান পাইত। 'বীণা' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা চারি বৎসর জীবিত ছিল; বিভিন্ন খণ্ডগুলি এই ভাবে প্রকাশিত হয় :—

১ম খণ্ড : বৈশাখ ১২৮৫—চৈত্র	...	আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত
২য় খণ্ড : বৈশাখ ১২৮৬—চৈত্র	...	ঐ
৩য় খণ্ড : বৈশাখ ১২৮৮···	...	বীণা যন্ত্রে মুদ্রিত
৪র্থ খণ্ড : কার্ত্তিক ১২৯৩—আশ্বিন ১২৯৪	...	ঐ

বালকবন্ধু (পাক্ষিক···)। বৈশাখ ১৮০০ শক (এপ্রিল ১৮৭৮)।

'বালকবন্ধু' বালক-পাঠ্য সচিত্র পাক্ষিক পত্র। ইহার ৪র্থ সংখ্যায় "৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৮০০ শক, বৃহস্পতিবার"—এই প্রকাশকাল পাইতেছি, সুতরাং ১ম সংখ্যা ৬ই বৈশাখ ১৮০০ শকে (১৮ এপ্রিল ১৮৭৮) প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বালকবন্ধু' প্রতি বৃহস্পতিবার ৬ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইত। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-

পাঠে জানা যায়, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন ইহার পরিচালক ছিলেন। ইহাতে বালকদের উপযোগী গল্প, কবিতা, ব্যাকরণ, মানসাঙ্ক, হেঁয়ালি, সঙ্গীত, নীতিবচন প্রভৃতি স্থান পাইত। বালকদের রচনাও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত।

'বালকবন্ধু' ১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে মাসিকপত্রে পরিণত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১২৮৯, ৩রা আষাঢ় 'এডুকেশন গেজেট' লেখেন :—"আমরা বালকবন্ধু নামে একখানি মাসিক পত্রের কয়েক খণ্ড পাইয়াছি।" 'বালকবন্ধু'র "নূতন প্রকরণ" মাসিক আকারে ১২৯৮ সালের বৈশাখ মাসে "বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত" হয়। ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা।

প্রকৃতি-রঞ্জন (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৫ (মে ১৮৭৮)।

১২৮৫ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'প্রকৃতি-রঞ্জন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা "৭৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট রাজকীয় যন্ত্রালয়" হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা "একখানি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক মাসিক পত্র প্রজাসাধারণের পাঠার্থ...মূল্য ৵০ আনা।" 'প্রকৃতি-রঞ্জন' সম্পাদন করিতেন—শারদাচরণ মিত্র, এম-এ, বি-এল। 'ভারতী' (কার্ত্তিক ১২৮৫) সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

> "বাস্তবিক 'অশিক্ষিত বা সামান্য-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বোধগম্য' এমন পরিপাটী একখানি মাসিক পত্রের এত দিন অভাব ছিল।"

কৌমুদী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)।

১২৮৫, বৈশাখ মাসে সুসঙ্গ দুর্গাপুর (ময়মনসিংহ) হইতে "শ্রীযুক্ত মহারাজ শিবকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর মহোদয়ের সাহায্যে" রুক্মিণীকান্ত ঠাকুরের সম্পাদকতায় 'কৌমুদী' নামে মাসিকপত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা "বিবিধ সঙ্গীত ও নানাবিষয়িণী কবিতাবিকাশিনী মাসিক পত্রিকা...মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাকমাশুল সমেত ১।৵০ মাত্র।"

উৎকল-ময়ূখ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)।

১২৮৫, ১৪ই বৈশাখের 'এডুকেশন গেজেটে' এই মাসিকপত্র ও সমালোচনের প্রাপ্তিস্বীকার আছে। ইহা বাংলা মাসিকপত্র হওয়াই সম্ভব।

পরিচারিকা (মাসিক)। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ (৮ মে ১৮৭৮)।

'পরিচারিকা' একখানি স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা; প্রকাশকাল—৮ মে ১৮৭৮। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> "পরিচারিকা...অঙ্গনে বালিকাকুলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে চাহেন। কন্যাসমানা হইয়া শিক্ষিতা সতীকুলের অবকাশকালে নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথোপকথন করিতে চাহেন; বৃদ্ধাদিগের সঙ্গে অপরাহ্ণে রোয়াকে বসিয়া গল্প করিতে চাহেন। তাই বলিয়া পরিচারিকা বেশালঙ্কার বিষয়ে অমনোযোগিনী নহেন। কিন্তু সাধারণের রুচির সঙ্গে তাঁহার রুচি মিলে না, অতএব তিনি নিজের বিবেচনানুসারে এই সকল বিষয়ে মত প্রকাশ করিবেন। বস্ত্রালঙ্কার নারী জীবনের লক্ষ্য নহে, অতএব পরিচারিকা জ্ঞান, নীতি, সভ্যতা

বিষয়ে কথা কহিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তবে তিনি এখনো জ্ঞান সভ্যতাতে এত অজ্ঞান হয়েন নাই যে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে কুসংস্কার মনে করিয়া বুট-সংলগ্ন চরণে ময়দানে দাঁড়াইয়া হাওয়া ভক্ষণ করাকেই মনুষ্য জীবনের চরমোন্নতি মনে করিবেন। সুতরাং তিনি এক দিনের জন্যও ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিবেন না। ধর্ম্মই শিক্ষিতা নারীর পক্ষে একমাত্র অলঙ্কার ও শিরোভূষণ। সেই জন্য যে তিনি নির্দ্দোষ আমোদের নিন্দা করিবেন এরূপ মনে করা উচিত নয়। বিশুদ্ধ আহ্লাদে কত ধর্ম্ম ও কত শিক্ষা আছে তাহা কে জানে? তবে যিনি দিবারাত্রি দুই পাঁতি দন্ত বাহির করিয়া অদ্ভুত চীৎকার করা, ও অবিচ্ছেদে পান চর্ব্বণ করা, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাস পেটাকে আমোদ বলেন, তাঁহার সহিত পরিচারিকার মতে মিলিবে না। ঈদৃশ নানা বিষয় আলোচনা করিবার জন্য যদি পরিচারিকা মধ্যে মধ্যে সভা আহ্বান করেন তো পাঠিকাদিগকে উপস্থিত হইতে হইবে। পরিচারিকা পাকশালার প্রতি বিলক্ষণ অনুরক্ত। তিনি মধ্যে মধ্যে পাঠিকাবর্গের ক্ষুধা নিবারণ জন্য সুস্বাদু ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন পত্রিকা পৃষ্ঠে রন্ধন করিবেন। কিন্তু আপাততঃ গো, মহিষ, উষ্ট্রাদি রন্ধন বিষয়ে কোন বিধান প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। সূচী ও শিল্প কার্য্যে স্ত্রীজাতির গৌরব, অতএব সে বিষয়েই বা কিরূপে তিনি অমনোযোগিনী হইতে পারেন?...নারীজাতির উপকারার্থে আর যে দুই একখানি পত্রিকা প্রচলিত আছে, পরিচারিকা তাঁহাদিগের কনিষ্ঠা ভগিনী হইলেন।"

'পরিচারিকা' সম্পাদন করিতেন—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কেশবচন্দ্রের জীবনীকার। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় সম্পাদক-রূপে তাঁহার নাম আছে। কয়েক বৎসর পরে 'পরিচারিকা'র পালনের ভার পড়ে—আর্য্য নারীসমাজের উপর। আটাশ বৎসর চলিবার পর নানা কারণে 'পরিচারিকা'র প্রচার রহিত হয়।

১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে কুচবিহারের রাণী নিরুপমা দেবী সচিত্র আকারে 'পরিচারিকা'র নব পর্য্যায় প্রকাশ করেন। ইহার ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত "পূর্ব্বকথা" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"নববিধান ব্রাহ্মসমাজ হইতে পরিচারিকার প্রথম প্রকাশ। শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইহার প্রবর্ত্তক এবং তিনিই ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।...পরিচারিকা প্রথমে ব্রতের ন্যায় মঙ্গল উদ্দেশ্য বক্ষে ধারণ করিয়া মাতৃজাতির সেবার জন্য আপনার ক্ষুদ্র ও সামান্য শক্তিকে উৎসর্গ করিয়াছিল। বিবিধ ঘটনা ও বিচিত্র অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিতে পারে নাই বলিয়াই আজ তার চিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে। তাহা যাউক, কিন্তু তার সেবা নিষ্ফল হয় নাই।...

কিছু কাল পরে ইহা আর্য্যনারীসমাজের মুখ্য পত্রিকারূপে বাহির হয়। তখন ইহার সম্পাদনের ভার ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী মোহিনী দেবীর উপর পড়ে। তিনি বিদুষী ও সুলেখিকা ছিলেন; কর্ম্মের বোঝা নামাইয়া সংসারের

নিকট যখন তিনি ছুটি লইলেন, তাঁহার অতি সাধের পরিচারিকাও তখন কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় কিছু কাল ভাসিয়া বেড়াইয়া কালসাগরে ডুবিয়া গেল।

প্রথম বারের পালা শেষ হইবার পরে আর্য্যনারীসমাজের চেষ্টায় পরিচারিকার পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। শেষে ইহার পরিচালনার ভার আর্য্যনারীসমাজের তরফ হইতে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী সুচারু দেবীর উপর অর্পিত হয়। তিনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদনের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাহার পর নানা কারণে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করেন, তখন পত্রিকার ভার তদীয়া চতুর্থা সহোদরা শ্রীমতী মণিকা দেবী গ্রহণ করেন। অষ্টবিংশতি বর্ষ জীবন ধারণ করিয়া অবশেষে নানা কারণে কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়।

তত্ত্ব-কৌমুদী (পাক্ষিক)। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৮০০ (২৯ মে ১৮৭৮)।

'তত্ত্ব-কৌমুদী' একখানি পাক্ষিক পত্রিকা; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫। 'তত্ত্ব-কৌমুদী' প্রতি বাংলা মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত হইত। ইহার ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া 'এডুকেশন গেজেট' (২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫) লিখিয়াছিলেন :—

"তত্ত্ব-কৌমুদী নামক একখানি নূতন পাক্ষিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কেশব বাবুর দল ভাঙ্গিয়া যে নূতন ব্রাহ্ম সম্প্রদায় হইয়াছে, ঐ পত্রিকাখানি সেই সম্প্রদায়ের মুখস্বরূপ।"

'তত্ত্ব-কৌমুদী' সম্পাদন করিতেন—শিবনাথ শাস্ত্রী ; তাঁহার আত্মচরিতে প্রকাশ :—

"এই 'তত্ত্ব-কৌমুদী'র প্রকাশ ও পরিচালনের ভার আমার উপরেই পড়িয়াছিল। আমরা কয়েক মাস পূর্ব্বে 'সমালোচক' নামে যে কাগজ বাহির করিয়াছিলাম, এবং যাহা বন্ধুগণ আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বন্ধুবর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়াছিলেন, তাহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র করা উচিত বোধ হইল না। সে নামটা ভাল লাগিল না এবং যে ভাবে তাহা চলিতেছে, তাহারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ হইল। তাই তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব একজন ব্রাহ্মবন্ধুকে দিয়া আমরা নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজের নামে এক নূতন কাগজ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নূতন কাগজের নাম কি হয়, কি হয়, ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এক কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল 'কৌমুদী'। আদিসমাজের কাগজের নাম 'তত্ত্ববোধিনী'; ভারতবর্ষীয় সমাজের কাগজের নাম 'ধর্ম্মতত্ত্ব'। শেষোক্ত দুই কাগজ হইতে "তত্ত্ব" এবং রাজা রামমোহন রায়ের "কৌমুদী" লইয়া আমাদের কাগজের নাম হউক 'তত্ত্বকৌমুদী'। আমার মনের ভাব ছিল যে রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যে আধ্যাত্মিক ও সার্ব্বজনীন মহাধর্ম্মের ভাব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, 'তত্ত্বকৌমুদী' তাহাই প্রচার করিবে। অনেক দিন এরূপ হইত তত্ত্বকৌমুদীর প্রত্যেক পংক্তি আমাকে লিখিতে হইত। সাহায্য করিবার কাহাকেও পাইতাম না।" (পৃ. ২৫৩-৪)

সুহৃৎ (মাসিক)। আষাঢ় ১২৮৫ (জুন ১৮৭৮)।

১২৮৫, ১লা আষাঢ়ের 'এডুকেশন গেজেটে' এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় :—"সুহৃন্নামক মাসিকপত্র আষাঢ়ে দিনাজপুর ভাটপাড়া উন্নতি-সাধিনী সভা হইতে প্রকাশিত।... ডাকমাশুল সহ ৸৶০ ।...শ্রীহলধর গুহ সহঃ সম্পাদক।"

কল্পদ্রুম (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮৫ (সেপ্টেম্বর ১৮৭৮)।

১২৮৫ সালের ভাদ্র মাস হইতে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'কল্পদ্রুম' নামে একখানি মাসিক-পত্র প্রকাশ করেন। এই সময় তাঁহার সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রের প্রচার বন্ধ ছিল; ১৮৭৮ সনের মার্চ মাসে ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি হইলে "রাজকোপে পড়িয়া সোমপ্রকাশের এক বর্ষ আয়ু ক্ষয় হইয়া যায়।" 'কল্পদ্রুম' একখানি উচ্চ শ্রেণীর মাসিকপত্র; ইহাতে 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' ধারাবাহিক ভাবে প্রথমে প্রকাশিত হয়। অপটু স্বাস্থ্য লইয়া দ্বারকানাথ বেশী দিন 'কল্পদ্রুম' পরিচালন করিতে পারেন নাই। পাঁচ বৎসর—১২৯১ সাল পর্য্যন্ত চলিয়া ইহা লুপ্ত হয়।

পঞ্চা-নন্দ (মাসিক...)। ভাদ্র ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)।

১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে (ইং ১৮৭৮) সুরসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চুঁচুড়ার সাধারণী যন্ত্র হইতে **'পঞ্চা-নন্দ'** নামে "রস-প্রধান পত্র ও সমালোচন" প্রকাশ করেন। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> "এই ত ভবের হাটে রসের পসরা মাথায় উপস্থিত হওয়া গেল! এই ত ভবসাগরে রঙ্গিল পান্সী ভাসান গেল! এই ত ভবের ঘানিতে আত্ম-যোড়ন করা গেল! এই ত ভবের আসরে নামা গেল! এই ত ভবলীলা আরম্ভ হইল! এখন দেখা যাউক—তোমারই এক দিন, কি আমারই এক দিন!
>
> পঞ্চা-নন্দ বাহির হইল. লোকসমাজে এই অলোক-সামাজিক—অলোকসামান্যই বলিতাম, কিন্তু তাহা হইলে অনুপ্রাস ভঙ্গ হয়—এই অলোক-সামাজিক বর্ত্তিকা এখন নয়নানন্দদায়িনী হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এ আলোক কত দিন অন্তরে ভারত-উজ্জ্বল করিবে? সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হন, কিন্তু সূর্য্যের আলোক অতি তীব্র—অসূর্য্যম্পশ্যরূপা! চন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলা প্রদর্শনপূর্ব্বক মাসে একবার মাত্র পূর্ণমাত্রায় আত্মবিকাশ করেন; তদ্ভিন্ন, পুরাতন কাহিনী অনুসারে চন্দ্রের কলঙ্ক আছে! নিত্য নৈমিত্তিক গৃহস্থের প্রদীপ—
>
> "সুবর্ণ দেউটি যথা তুলসীর মূলে"—
>
> মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলে, বাতাসে নিবিয়া যায়, এবং টিকা ধরাইবার সময়ে দীপ ছায়া উপস্থিত হয়। তবে এ আলোক কেমন?
>
> এ আলোক কেমন? গম্ভীর ভাবে এই গুরু প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা বাধ্য। এ আলোক—বলিয়াই ফেলি—এ আলোক করাল কাদম্বিনীর অভ্রবিদারিণী সৌদামিনী সদৃশ; ভৈরবী শ্যামার সমর-রঙ্গ-কালীন হাসির মত! ইহাতে জগৎ চকিত হইবে, স্তম্ভিত

হইবে, মন বিকম্পিত হইবে, মোহিত হইবে ! ভয়ে বিহ্বল হইবে, অথচ আনন্দে অধীর হইবে। তবে আমাদের মুখে এ কথা শোভা পায় না। নাই পাইল, লেখা ত জমিয়া গেল ! যাহা হইবে তাহা হইবে। অদৃষ্টবাদ, কারণবাদ, বিবাদ, বিসম্বাদ, কিছুতেই তাহার প্রতিবাদ হইবে না।

অসময়ে যে বন্ধু, সেই বন্ধু—"শ্মশানেচ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।" পঞ্চা-নন্দ সেই অসময়ের বন্ধু, পঞ্চা-নন্দ সেই শ্মশান বন্ধু। ষড় দর্শনের লোপে ভারতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল ; ঔরস পুত্রের অভাবে আরও একাদশ প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা মনুসংহিতায় আছে ; সেই জন্য ষড় দর্শনের অভাব দূরীকরণ জন্য বঙ্গ-দর্শন, আর্য্য-দর্শন শ্যাম-দেশোদ্ভব যমজ ভ্রাতার ন্যায় কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। এখন তাঁহাদেরও অন্তিম দশা—মুখ ব্যাদান করেন বটে, কিন্তু সে খাবি খাওয়ার জন্য—আর কি নীরব থাকিবার সময় ? অতএব উঠ বন্ধুগণ উঠ ! জাগ ভারতের হিতব্রত, জাগো !—পঞ্চা-নন্দ স্বয়ং উপস্থিত। (এখানে বুঝিতে হইবে)—অতএব উপস্থিত।

পঞ্চা-নন্দ মুমূর্ষ দেহে জীবন সঞ্চার করিবে, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিবে, অর্থাৎ যাহারা পত্রিকার গ্রাহক হইয়া মূল্য না দেয়, তাহাদিগকে খুব—খুব শক্ত—আরও শক্ত—আশীর্ব্বাদ করিবে। দীর্ঘায়ুরস্তু !

'বঙ্গ-দর্শন' প্রভৃতি সাময়িক পত্র ; সেই জন্য মাসে মাসে দেখা দিবার আশ্বাস দিয়াছিল। পারে নাই, কারণ বাঙ্গালী—স্ত্রী-জাতি। স্ত্রী-জাতির এমন প্রতিজ্ঞা থাকে না ; প্রথম প্রথম দুদিন দশ দিন ; তাহার পরে—ভগবান্‌কি হাত !

পঞ্চা-নন্দ দুঃসময়ের বন্ধু, সেই জন্য অসাময়িক, যখন ফুরসৎ, তখনি সাক্ষাৎ। পঞ্চা-নন্দ স্ত্রীলোক নহে।

পঞ্চা-নন্দের দর্শনী—যে বার যেমন মর্জ্জি। আধুনিক "দর্শন" সমূহের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কেহ কেহ দিয়া থাকেন ; সে শ্রেণীর লোককে এইমাত্র বলা যাইতেছে যে তাঁহারা যখন চব্বিশ মাসে বৎসর গণনা করিয়া পরিতুষ্ট, তখন পঞ্চা-নন্দকেও যাহা ইচ্ছা দিয়া রাখিতে পারেন, অগ্রাহ্য হইবে না !

এখন আশীর্ব্বাদ করি এই শুক্তির মুক্তা, দেবতার ইন্দ্র, নন্দনের পারিজাত, স্নেহের পঞ্চা-নন্দ—দীর্ঘজীবী হইয়া নিজের আয়ুবৃদ্ধি এবং যশোবৃদ্ধি এবং অর্থবৃদ্ধি এবং সর্ব্বসমৃদ্ধির কামনা করিতে রহুন।—এমেন্।"

কিন্তু প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর 'পঞ্চা-নন্দ' ধূমকেতুর মত সাহিত্যাকাশ হইতে সহসা অদৃশ্য হন।

১৮৭৯ সনে ইন্দ্রনাথ ভবানীপুরে বাসা করেন। এই সময় স্থানীয় যুবকবৃন্দ—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি 'পঞ্চা-নন্দ' পুনঃপ্রকাশের জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন ; তাঁহারাই কাগজ চালাইবেন, ছাপাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দেওয়ায় ইন্দ্রনাথ লিখিতে সম্মত হন। পুনর্জ্জীবিত 'পঞ্চা-নন্দ' এবার দেড় বৎসর এই ভাবে চলিয়াছিল :—

১ম কাণ্ড :	১ম সংখ্যা (পাক্ষিক)	ভবানীপুর,	সুধাকর প্রেস	১৬ মাঘ ১২৮৬	(২৯-১-৮০)
	১১শ "	(মাসিক) বর্দ্ধমান,	বর্দ্ধমান প্রেস	১২৮৭ সাল	(১৯-১-৮১)
	১২শ "	"	"	"	(৮-২-৮১)
২য় কাণ্ড :	১ম সংখ্যা (মাসিক)	বর্দ্ধমান,	বর্দ্ধমান প্রেস	১২৮৭ সাল	
	৩য় "	"	"	১২৮৮ সাল	
	৪র্থ "	"	"	"	(৩০-৮-৮১)
	৫ম-৬ষ্ঠ "	"	"	"	(২০-৬-৮২)

'পঞ্চা-নন্দে' মাঝে মাঝে ব্যঙ্গচিত্র থাকিত, কিন্তু ইহা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় নাই ; ইহার শেষ যুগ্ম-সংখ্যাটির মলাটে আছে :—"দ্বিবল খণ্ড…পঞ্চা-নন্দ অর্থাৎ যাহা পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মূর্খে লাগে ধন্দ। রস-প্রধান অসাময়িক পত্র ও সমালোচন।"

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের অনেক প্রাথমিক রচনা—যেমন, 'বঙ্গীয় সমালোচক' প্রথমে 'পঞ্চা-নন্দে' (৭ম সংখ্যা, ১৬ বৈশাখ ১২৮৭) স্থান পাইয়াছিল। 'স্বর্ণলতা'-রচয়িতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও ইহার লেখক ছিলেন। 'পঞ্চা-নন্দ' সত্য সত্যই "জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, সরস ব্যঙ্গ, তীব্র বিদ্রূপ এবং পবিত্র আমোদের খনি" ছিল। ইহার বহু রচনা ইন্দ্রনাথের 'পাঁচু ঠাকুর' গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক এগুলির সরস রহস্য উপভোগ করিতে পারেন।

চন্দ্রশেখর (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)।

১২৮৫, ৩০এ কার্ত্তিক তারিখের 'এডুকেশন গেজেট' পত্রে প্রকাশ :—"চন্দ্রশেখর (*মাসিক পত্র, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা*)—চট্টগ্রাম হইতে শ্রীকালীকুমার তর্কভূষণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।"

আর্য্য-প্রদীপ (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)।

১২৮৫ সালের কার্ত্তিক মাসে সুসঙ্গ দুর্গাপুর হইতে আর একখানি মাসিকপত্র ও সমালোচন "সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনার্থে" প্রকাশিত হয়। 'এডুকেশন গেজেট' (১৪ অগ্রহায়ণ ১২৮৫) ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন :—

> "আর্য্য-প্রদীপ (মাসিক পত্র)—সুসঙ্গ দুর্গাপুর হইতে শ্রীযুক্ত শিবদয়াল দ্বিবেদী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। এখানির লেখা পরিপাটী হইতেছে। ময়মনসিংহ জেলা হইতে অনেকগুলি পত্রিকাদি প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিতেছি। আর্য্য-প্রদীপের বার্ষিক মূল্য ১৷৷০।"

বঙ্গদর্পণ (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)।

১২৮৫, ৫ই আশ্বিন তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় :—

> "নূতন পুস্তক। বঙ্গদর্পণ। মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন। কলেবর আপাততঃ ৪ ফর্ম্মা। আগামী কার্ত্তিক মাস হইতে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে তন্ত্র রহস্যও প্রকাশ

হইবে, ঘন বিকম্পিত হইবে, মোহিত হইবে। ভয়ে বিহ্বল হইবে, অথচ আনন্দে অধীর হইবে। তবে আমাদের মুখে এ কথা শোভা পায় না। নাই পাইল, লেখা ত জমিয়া গেল! যাহা হইবে তাহা হইবে। অদৃষ্টবাদ, কারণবাদ, বিবাদ, বিসম্বাদ, কিছুতেই তাহার প্রতিবাদ হইবে না।

অসময়ে যে বন্ধু, সেই বন্ধু—"শ্মশানেচ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।" পঞ্চা-নন্দ সেই অসময়ের বন্ধু, পঞ্চা-নন্দ সেই শ্মশান বন্ধু। ষড়্‌দর্শনের লোপে ভারতে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল; ঔরস পুত্রের অভাবে আরও একাদশ প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা মনুসংহিতায় আছে; সেই জন্য ষড়্‌দর্শনের অভাব দূরীকরণ জন্য বঙ্গ-দর্শন, আর্য্য-দর্শন শ্যাম-দেশোদ্ভব যমজ ভ্রাতার ন্যায় কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। এখন তাঁহাদেরও অন্তিম দশা—মুখ ব্যাদান করেন বটে, কিন্তু সে খাবি খাওয়ার জন্য—আর কি নীরব থাকিবার সময়? অতএব উঠ বন্ধুগণ উঠ! জাগ ভারতের হিতব্রত, জাগো!—পঞ্চা-নন্দ স্বয়ং উপস্থিত। (এখানে বুঝিতে হইবে)—অতএব উপস্থিত।

পঞ্চা-নন্দ মুমূর্ষ দেহে জীবন সঞ্চার করিবে, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিবে, অর্থাৎ যাহারা পত্রিকার গ্রাহক হইয়া মূল্য না দেয়, তাহাদিগকে খুব—খুব শক্ত—আরও শক্ত—আশীর্ব্বাদ করিবে। দীর্ঘায়ুরস্তু!

'বঙ্গ-দর্শন' প্রভৃতি সাময়িক পত্র; সেই জন্য মাসে মাসে দেখা দিবার আশ্বাস দিয়াছিল। পারে নাই, কারণ বাঙ্গালী—স্ত্রী-জাতি। স্ত্রী-জাতির এমন প্রতিজ্ঞা থাকে না; প্রথম প্রথম দুদিন দশ দিন; তাহার পরে—ভগবান্‌কি হাত!

পঞ্চা-নন্দ দুঃসময়ের বন্ধু, সেই জন্য অসাময়িক, যখন ফুরসৎ, তখনি সাক্ষাৎ। পঞ্চা-নন্দ স্ত্রীলোক নহে।

পঞ্চা-নন্দের দর্শনী—যে বার যেমন মর্জ্জি। আধুনিক "দর্শন" সমূহের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কেহ কেহ দিয়া থাকেন; সে শ্রেণীর লোককে এইমাত্র বলা যাইতেছে যে তাঁহারা যখন চব্বিশ মাসে বৎসর গণনা করিয়া পরিতুষ্ট, তখন পঞ্চা-নন্দকেও যাহা ইচ্ছা দিয়া রাখিতে পারেন, অগ্রাহ্য হইবে না!

এখন আশীর্ব্বাদ করি এই শুক্তির মুক্তা, দেবতার ইন্দ্র, নন্দনের পারিজাত, স্নেহের পঞ্চা-নন্দ—দীর্ঘজীবী হইয়া নিজের আয়ুবৃদ্ধি এবং যশোবৃদ্ধি এবং অর্থবৃদ্ধি এবং সর্ব্বসমৃদ্ধির কামনা করিতে রহুন।—এমেন্।"

কিন্তু প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর 'পঞ্চা-নন্দ' ধূমকেতুর মত সাহিত্যাকাশ হইতে সহসা অদৃশ্য হন।

১৮৭৯ সনে ইন্দ্রনাথ ভবানীপুরে বাসা করেন। এই সময় স্থানীয় যুবকবৃন্দ—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি 'পঞ্চা-নন্দ' পুনঃপ্রকাশের জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন; তাঁহারাই কাগজ চালাইবেন, ছাপাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দেওয়ায় ইন্দ্রনাথ লিখিতে সম্মত হন। পুনর্জ্জীবিত 'পঞ্চা-নন্দ' এবার দেড় বৎসর এই ভাবে চলিয়াছিল:—

১ম কাণ্ড :	১ম সংখ্যা (পাক্ষিক)	ভবানীপুর,	সুধাকর প্রেস	১৬ মাঘ ১২৮৬	(২৯-১-৮০)
	১১শ „ (মাসিক)	বর্দ্ধমান,	বর্দ্ধমান প্রেস	১২৮৭ সাল	(১৯-১-৮১)
	১২শ „ „	„		„	(৮-২-৮১)
২য় কাণ্ড :	১ম সংখ্যা (মাসিক)	বর্দ্ধমান,	বর্দ্ধমান প্রেস	১২৮৭ সাল	
	৩য় „ „	„		১২৮৮ সাল	
	৪র্থ „ „	„		„	(৩০-৮-৮১)
	৫ম-৬ষ্ঠ „ „	„		„	(২০-৬-৮২)

'পঞ্চা-নন্দে' মাঝে মাঝে ব্যঙ্গচিত্র থাকিত, কিন্তু ইহা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় নাই ; ইহার শেষ যুগ্ম-সংখ্যাটির মলাটে আছে :—"দ্বিবল খণ্ড···পঞ্চা-নন্দ অর্থাৎ যাহা পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মূর্খে লাগে ধন্দ। রস-প্রধান অসাময়িক পত্র ও সমালোচন।"

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের অনেক প্রাথমিক রচনা—যেমন, 'বঙ্গীয় সমালোচক' প্রথমে 'পঞ্চা-নন্দে' (৭ম সংখ্যা, ১৬ বৈশাখ ১২৮৭) স্থান পাইয়াছিল। 'স্বর্ণলতা'-রচয়িতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও ইহার লেখক ছিলেন। 'পঞ্চা-নন্দ' সত্য সত্যই "জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, সরস ব্যঙ্গ, তীব্র বিদ্রূপ এবং পবিত্র আমোদের খনি" ছিল। ইহার বহু রচনা ইন্দ্রনাথের 'পাঁচু ঠাকুর' গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক এগুলির সরস রহস্য উপভোগ করিতে পারেন।

চন্দ্রশেখর (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)।

১২৮৫, ৩০এ কার্ত্তিক তারিখের 'এডুকেশন গেজেট' পত্রে প্রকাশ :—"চন্দ্রশেখর (মাসিক পত্র, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা)—চট্টগ্রাম হইতে শ্রীকালীকুমার তর্কভূষণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।"

আর্য্য-প্রদীপ (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)।

১২৮৫ সালের কার্ত্তিক মাসে সুসঙ্গ দুর্গাপুর হইতে আর একখানি মাসিকপত্র ও সমালোচন "সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনার্থে" প্রকাশিত হয়। 'এডুকেশন গেজেট' (১৪ অগ্রহায়ণ ১২৮৫) ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন :—

> "আর্য্য-প্রদীপ (মাসিক পত্র)—সুসঙ্গ দুর্গাপুর হইতে শ্রীযুক্ত শিবদয়াল দ্বিবেদী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। এখানির লেখা পরিপাটী হইতেছে। ময়মনসিংহ জেলা হইতে অনেকগুলি পত্রিকাদি প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিতেছি। আর্য্য-প্রদীপের বার্ষিক মূল্য ১॥০।"

বঙ্গদর্পণ (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮)।

১২৮৫, ৫ই আশ্বিন তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় :—

> "নূতন পুস্তক। বঙ্গদর্পণ। মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন। কলেবর আপাততঃ ৪ ফর্ম্মা। আগামী কার্ত্তিক মাস হইতে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে তন্ত্র রহস্যও প্রকাশ

করা যাইবে।…মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ২॥৶০…। শ্রীচন্দ্রকুমার দত্ত। বঙ্গদর্পণ কার্য্যাধ্যক্ষ। পোষ্ট চাঁদপুর, জেলা ত্রিপুরা।"

ইহা শেষ-পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই।

আর্য বিদ্যা সুধানিধি (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮৫ (নবেম্বর ১৮৭৮)।

ইহা একখানি বাংলা-সংস্কৃত পত্রিকা; সম্পাদক—ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী।

রজনী-রহস্য (মাসিক)। পৌষ ১২৮৫ (১ জানুয়ারি ১৮৭৯)।

এই মাসিক পত্রিকায় কেবল উপন্যাস স্থান পাইত। ইহার ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—"১২৮৫ সাল, ১লা জানুয়ারি, শ্রীশ্যামাচরণ কুণ্ডু দ্বারা প্রকাশিত।" পত্রিকার মলাটে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

"—স্নিগ্ধ ধনসি জীমূত বারিধারা ন মুঞ্চসি।
খগচঞ্চু পুট দ্রোণী পুরণে তব কঃ শ্রম॥

কৃষি-তত্ত্ব (মাসিক)। মাঘ ১২৮৫ (জানুয়ারি ১৮৭৯)।

কৃষি-বিষয়ক এই সচিত্র মাসিকপত্রখানি বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পাইকপাড়া নর্শরি হইতে প্রকাশিত।

সাহিত্য ভাণ্ডার (মাসিক)। ফাল্গুন ১২৮৫ (মার্চ ১৮৭৯)।

এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে 'এডুকেশন গেজেট' (৮ চৈত্র ১২৮৫) যাহা লেখেন, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"সাহিত্য ভাণ্ডার (প্রথম সংখ্যা)—কলিকাতা বড়বাজার কটন ষ্ট্রীট ১৪৭ নং ভবন হইতে শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভট্ট কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। সাহিত্যভাণ্ডারের বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে, 'এই পত্রিকা স্থলবিশেষে চেম্বর্স ও স্থলে স্থলে পেনি এন্‌সাইক্লোপেডিয়ার অনুকরণে লিখিত হইবে। কোথাও বা অবিকল অনুবাদ করা হইবে, কোথাও বা অন্যান্য গ্রন্থকারের পুস্তক হইতে বিষয়বিশেষ সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধার করা হইবে।…এখানি বাঙ্গালায় নুতন প্রণালীর এবং অতি উপাদেয় গ্রন্থ হইতেছে।"

সমাচার সার (সাপ্তাহিক)। ফাল্গুন ১২৮৫ (ইং ১৮৭৯)।

"সমাচার সার—সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার দুই সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি" ('এডুকেশন গেজেট,' ৮ চৈত্র ১২৮৫)।

রজনী (মাসিক)। ফাল্গুন ১২৮৫ (ইং ১৮৭৯)।

"রজনী—মাসিক পত্রিকা। ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইতেছে।…রজনীর লেখা মন্দ হয় নাই।" ('এডুকেশন গেজেট,' ৮ চৈত্র ১২৮৫)

নববিভাকর (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৮৬ (ইং ১৮৭৯)।

২৭ বৈশাখ ১২৮৬ তারিখে 'এডুকেশন গেজেট' লেখেন :—

"দেশীয় সম্বাদপত্র সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে আইন প্রচলিত করিয়াছেন, আমরা সেই আইনের

তাদৃশ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে না পারিয়া তাহার অনুকূল পক্ষ নহি। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন যে, ঐ আইনের উৎকট পীড়নে দেশীয় সংবাদপত্রাদি যথোপযুক্ত স্বাধীনভাবে চলিতে পারে না অথবা নূতন সংবাদপত্রাদির আবির্ভাব হইতে পারে না, আমরা তাঁহাদিগের সহিতও একমত হইতে পারি না। সম্প্রতি প্রাচীন সোমপ্রকাশের তিরোভাবে যে আতঙ্ক হইয়াছিল, তাহা নববিভাকর নামক নূতন পত্রের আবির্ভাবে অবশ্যই দূরীভূত হইবে। নববিভাকরের নূতন সম্পাদক যেন তাহা বুঝিয়াই তাঁহার পত্রের শীর্ষকে শকুন্তলা হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

> যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনামা-
> বিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
> তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
> লোকোনিয়ম্যতইবৈষ দশান্তরেষু॥"

১৮৮৩ সনের ৬ই আগষ্ট হইতে ইহার একটি সুলভ সংস্করণ 'সুলভ নববিভাকর' নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ৭ই সেপ্টেম্বর 'এডুকেশন গেজেটে' এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> "বিশেষ দ্রষ্টব্য।—...অনেক লোক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নববিভাকর যে দরের কাগজে ছাপা হইতেছে, তাহা অপেক্ষা সস্তা কাগজে অতিরিক্ত কয়েক খণ্ড পত্রিকা ছাপাইয়া সুলভ মূল্যের নববিভাকর প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ৬ই আগষ্ট হইতে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫৲ টাকা অথবা যাণ্মাসিক মূল্য ৩৲ টাকায় এই সুলভ নববিভাকর দেওয়া যাইতেছে।...ভাল কাগজের নববিভাকরের মূল্য পূর্ব্ববৎ ১০৲ টাকাই রহিল। শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্য্যসম্পাদক। নববিভাকর কার্য্যালয়, ৩৫ নং বেণিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা কলিকাতা।"

'নববিভাকর' সম্পাদন করিতেন ভবানীপুর এল. এম. এস. কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে 'নববিভাকর' অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'সাধারণী'র সহিত সংমিলিত হইয়া যায়। অক্ষয়চন্দ্র 'নববিভাকর—সাধারণী' সম্পাদন করিতে থাকেন। চতুর্থ ভাগ, ২১ সংখ্যা (১৮ ভাদ্র ১২৯৬) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া ইহার প্রচার রহিত হয়।

খেয়াল। বৈশাখ ১২৮৬ (ইং ১৮৭৯)।

'খেয়াল' বহরমপুর অরুণোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। ইহা অনিয়মিত ভাবে কখনও এক পক্ষ পরে, কখনও বা এক মাস পরে বাহির হইত। প্রথম চারি সংখ্যায় কোন তারিখ নাই; ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যার তারিখ যথাক্রমে ১২৮৬ সালের ২৩এ আষাঢ় ও ৪ঠা শ্রাবণ। 'খেয়ালে' কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও রস-রচনা স্থান পাইত।

১২৮৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে পত্রিকাখানি 'মাসিক সমালোচকে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। ১২৮৯, ২৭এ জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশ :—

"নূতন পুস্তক।—মাসিক সমালোচক ও খেয়াল সংযোজিত (মাসিক পত্র)—শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।"

প্রভাত-পঙ্কজ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৬ (ইং ১৮৭৯)।

'খেয়াল' পত্রের ৩য় সংখ্যায় প্রকাশ:—"প্রভাত-পঙ্কজ—সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, অত্রত্য [বহরমপুরস্থ] কালেজের কয়েকটি ছাত্রের প্রযত্নে প্রকাশিত। এরূপ যত্ন প্রশংসনীয়।"

মাসিক সমালোচক। বৈশাখ ১২৮৬ (ইং ১৮৭৯)।

১২৮৬ সালের বৈশাখ মাসে বহরমপুর হইতে 'মাসিক সমালোচক' প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

পূর্ব্ব প্রতিধ্বনি (পাক্ষিক)। বৈশাখ ১২৮৬ (ইং ১৮৭৯)।

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত ইহাই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। ১২৮৬, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ 'এডুকেশন গেজেট' ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন:—

"আমরা পূর্ব্ব প্রতিধ্বনি নামক একখানি পাক্ষিক পত্রিকার দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞ হইলাম। এখানি চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইতেছে। চট্টগ্রামে এই প্রথম সংবাদপত্রের প্রচার দেখিয়া আমরা আহ্লাদলাভ করিলাম।"

খ্রীষ্টীয় বান্ধব (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৬ (এপ্রিল ১৮৭৯)।

রেঃ জে. ডবলিউ টমাস কলিকাতা ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস হইতে ১২৮৬ সালের বৈশাখ মাসে 'খ্রীষ্টীয় বান্ধব' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। "এই পত্রে খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রস্তাব, সাময়িক প্রবন্ধ, নীতিগর্ভ উপন্যাস, মনোরঞ্জন আখ্যান, খ্রীষ্টীয় বার্ত্তা এবং নানাবিধ সংবাদ প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ৸০ বারো আনা।"

প্রভাতী (দৈনিক)। শ্রাবণ ১২৮৬ (ইং ১৮৭৯)।

"নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।…প্রভাতী প্রাত্যহিক বাঙ্গালা সংবাদপত্র শিয়ালদহ হইতে প্রকাশিত।" ('এডুকেশন গেজেট,' ৭ ভাদ্র ১২৮৬)

শারদ-কৌমুদী (সাপ্তাহিক ?)। শ্রাবণ ১২৮৬ (ইং ১৮৭৯)।

"সাপ্তাহিক সংবাদ।…আমরা শারদ-কৌমুদী নাম্নী একখানি নূতন সংবাদপত্রিকা পাইয়াছি। উহার মূল্য এক পয়সা, কলিকাতা ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে।" ('এডুকেশন গেজেট,' ২৮ ভাদ্র ১২৮৬)

দুঃখিনী (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮৬ (জুলাই ১৮৭৯)।

ইহার পরিচালক—ভগবতীচরণ চক্রবর্ত্তী। ঢাকা ঈষ্ট বেঙ্গল প্রেসে ইহা মুদ্রিত হইত।

নিরামিষভোজী বালক (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮৬ (জুলাই ১৮৭৯)।

এই মাসিকপত্রের পরিচালক ছিলেন—বলরাম লাহিড়ী। ইহা ১১ নং ময়রাহাটা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হইত। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—২৩ জুলাই ১৮৭৯।

বিশ্ববন্ধু (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮৬ (আগষ্ট ১৮৭৯)।

কিশোরীলাল রায় বগুড়া হইতে এই মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৫ আগষ্ট ১৮৭৯।

কল্পনা লতিকা (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮৬ (আগষ্ট ১৮৭৯)।

৪৪ রসা রোড, ভবানীপুর হইতে ভূধর গঙ্গোপাধ্যায় 'কল্পনা লতিকা' নামে এই "সমালোচনী মাসিক পত্রিকা" প্রকাশ করেন। গোপালচন্দ্র দত্ত ইহা সম্পাদন করিতেন।

সপ্তম সংখ্যা (মাঘ ১২৮৬) হইতে পত্রিকার নামকরণ হয়—'কল্পলতা' এবং 'স্বর্ণলতা'-রচয়িতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। এই সংখ্যা হইতেই তাঁহার 'হরিষে বিষাদ' উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে স্বরু হয়।*

ইহা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। তৃতীয় বর্ষের 'কল্পলতা'র সহিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'প্রকৃতি' সম্মিলিত হয়। 'এডুকেশন গেজেটে' (১৯ আশ্বিন ১২৯০) প্রকাশ :—

"প্রাপ্তি স্বীকার।—কল্পলতা ও প্রকৃতি (মাসিক পত্রিকা, ৩য় খণ্ড ১ম সংখ্যা) শ্রাবণ ১২৯০।"

মেদিনী (সাপ্তাহিক)। আশ্বিন ১২৮৬ (ইং ১৮৭৯)।

"সাপ্তাহিক সংবাদ"-বিভাগে 'এডুকেশন গেজেট' (১১ আশ্বিন ১২৮৬) এই সংবাদটি প্রকাশ করেন :—

> "আমরা মেদিনী নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রার্থনা করি, পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবী হউক।"

হৃদয়নাথ দাস 'মেদিনী' পত্রিকা পরিচালন করিতেন। ইহাতেই বোধ হয় কবি কামিনী রায়ের রচনা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন :—

> "মেদিনী নামে মেদিনীপুরে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। পিতা তাহার জন্ত আমাকে কবিতা দিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে "প্রার্থনা" ও "উদাসিনী" শীর্ষক দুইটি কবিতা দিয়াছিলাম, ইহাদের একটিও 'আলো ও ছায়া'য় স্থান পায় নাই।"

চিন্তা (সাপ্তাহিক)। কার্ত্তিক ১২৮৬ (নবেম্বর ১৮৭৯)।

ভূধর চট্টোপাধ্যায় ইহার পরিচালক ছিলেন।

ভারত ভিখারিণী (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮৬ (নবেম্বর ১৮৭৯)।

পরিচালক—হরকুমার মুখোপাধ্যায়।

ভারতদর্পণ (মাসিক…)। অগ্রহায়ণ ১২৮৬ (নবেম্বর ১৮৭৯)।

"ভারতদর্পণ (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা) এখানি মাসিক পত্র, কলেবর এক ফরমা মাত্র।

---

* ৫৭-সংখ্যক সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়' পুস্তকে 'কল্পলতা'র যে প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে।

কলিকাতার পটুয়াটোলা বান্ধব-সভা হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।" ('এডুকেশন গেজেট,' ১৯ পৌষ ১২৮৬)

ইহার চারি মাস পরে 'ভারতদর্পণ' সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে পরিণত হইয়াছিল মনে হইতেছে। ১২৮৭, ২৬ জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

"আমরা এ সপ্তাহে ভারতদর্পণ নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইলাম। ইহাতে যে প্রস্তাবগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহার মূল্য এক পয়সার মত নয়, তাহার মূল্য অধিক।...পত্রখানি পটোলডাঙ্গা ৪৬ নং পটুয়াটোলা লেনে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"

নক্ষত্র (মাসিক)। ফাল্গুন ১২৮৬ (ইং ১৮৮০)।

শান্তিপুর হইতে প্রকাশিত এই মাসিকপত্রের একটি বিজ্ঞাপন ১২৮৬, ২১এ চৈত্রের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হয়। উহা এইরূপ :—

"নক্ষত্র।—অভিনব মাসিক পত্র ও সমালোচন, পত্রখানি কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদ্বারা সম্পূর্ণ নূতন ধরণে লিখিত। অগ্রিম বার্ষিক ডাকমাশুল সমেত ১৷৹ টাকা। বিনা অগ্রিম মূল্যে পত্র বিদেশে প্রেরিত হইবে না। শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। খাঁপাড়া—শান্তিপুর।"

আভাস (মাসিক)। ফাল্গুন ১২৮৬ (ফেব্রুয়ারি ১৮৮০)।

"আভাস—এই নামে একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানির কলেবর এক ফরমা, এবং নগদ মূল্য এক পয়সা মাত্র। এ দেশের ইদানীন্তন বিরূপতা-প্রাপ্ত আচার ব্যবহারাদির প্রতি লক্ষ্য করা এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা সহসাই বোধ হয়।" ('এডুকেশন গেজেট,' ২১ চৈত্র ১২৮৬)

বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী (সাপ্তাহিক)।

'বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী' ১২৮৬ সালে প্রকাশিত বলিয়া মনে হইতেছে। ২ ফাল্গুন ১২৮৬ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' "সংবাদপত্র"-বিভাগে ইহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

আলোচ্য সময়ের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা ছাড়া অন্যান্য দেশীয় ভাষায় যে-সকল পত্র-পত্রিকার উল্লেখ পাইয়াছি, তাহার তালিকা :—

হিন্দী : ১২৮৬ সালের ৭ই ভাদ্র তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশ :—"নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।...সারসুধানিধি—হিন্দী সংবাদপত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।"

হিন্দী-সংস্কৃত : বাঁকীপুর বেহারবন্ধু প্রেস হইতে, হাসান আলির সম্পাদনায় 'ধর্ম্মনীতিতত্ত্ব' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়—১২৮৬ সালের ফাল্গুন মাসে (১১-২-১৮৮০)।

বাংলার পুরাণকাহিনী

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পৌরাণিক কাহিনী ভারতের তথা ভারতীয় সাহিত্যের এক অক্ষয় অমূল্য সম্পদ্। পুরাণের কাহিনীগুলি দুঃখ-দারিদ্র্য-নিপীড়িত সাধারণ ভারতবাসীর চিত্তকে সজীব ও সরস করিয়া রাখিয়াছে—ব্যথায় তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, নৈরাশ্যের মধ্যে আশার বাণী শুনাইয়াছে—সমস্ত বাধা-বিপত্তির মধ্যে কর্তব্যের পথে অবিচলিত থাকিবার উৎসাহ ও শক্তি জোগাইয়াছে। পুরাণের রাম লক্ষ্মণ সীতা সাবিত্রী কৃষ্ণ অর্জুন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের আদর্শ ভারতবাসীর জীবনযাত্রাকে প্রতি পদে নিয়মিত করিতেছে। পরম শ্রদ্ধাভরে ভারতবাসী ইঁহাদের কথা স্মরণ করে—ইঁহাদের স্মৃতি-পূত স্থান দর্শন করিয়া—ইঁহাদের নামবিজড়িত কাহিনী সাগ্রহে শ্রবণ করিয়া আজ পর্যন্ত ভারতবাসী নিজেকে কৃতার্থ বিবেচনা করে। যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহনীয়, সমস্তই ইঁহাদের উপর আরোপ করিতে সে কখনও দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করে নাই। তাই যুগে যুগে প্রদেশে প্রদেশে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাষায় ইঁহাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া অজস্র কাহিনী রচনা করিয়াছেন। ইহাদের রচনার কাল জানিবার উপায় নাই—অনেক ক্ষেত্রে মূল রচয়িতার নাম উদ্ধার করিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। এই সব কাহিনীরই কতকগুলি ব্যাস ও বাল্মীকির অমর গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে—পুরাণগুলির মধ্যেও এই জাতীয় অনেক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। সর্বোপরি, বিভিন্ন প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রাদেশিক ভাষায় রচিত রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-বিষয়ক গ্রন্থে অসংখ্য আখ্যান বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পূর্বে পাঠ ও গানের মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে ইহাদের বহুল প্রচারের ব্যবস্থা ছিল। আজ সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে ইহারা অনেকাংশে অপ্রচলিত ও অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিতসমাজে ইহারা একরূপ উপেক্ষিত। তাই ইহাদের ক্রমশঃ বিলুপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। অথচ ইহাদের অনেকগুলির প্রাচীনতা অবিসংবাদিত—লোকসাহিত্যের দিক্ দিয়া ইহাদের মূল্য অপরিসীম। তাই ইহাদের একত্র সংকলন, সমালোচনা ও বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। দেশের বিভিন্ন অংশে এ জন্য সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আশা করি, ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি অচিরে এ দিকে আকৃষ্ট হইবে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি বাংলায় প্রচলিত অজ্ঞাতমূল কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারতের পরিচিত কাহিনীর বাংলা প্রতিরূপের আলোচনার প্রয়োজন এখানে নাই। যে সব কাহিনীর সন্ধান এই সব গ্রন্থে পাওয়া যায় না, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহই বর্তমান ক্ষেত্রে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে, ইহাদের মধ্যে কোন কোন কাহিনী কিছু দিন আগেও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল—যাত্রা ও গীতাভিনয় আকারে ইহারা দেশবাসীকে আনন্দ জোগাইয়াছে।

তেমন প্রচলনের অভাবে অনেক কাহিনী যে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহাও বলা চলে না।

বাংলা রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে এই জাতীয় বহু কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। প্রচলিত বাংলা রামায়ণের মধ্যে এমন বহু কাহিনী আছে, যাহাদের কোনও প্রসঙ্গ বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণে নাই। কোন কোন কাহিনী অবশ্য প্রচলিত সংস্কৃত পুরাণে বা অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায়—অনেকগুলির কোনও মূলই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রত্নাকরের উপাখ্যান সংস্কৃত রামায়ণে নাই বটে, তবে অধ্যাত্মরামায়ণে এই জাতীয় উপাখ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই বিষয়ে যে বিবরণ আছে, অধ্যাত্ম-রামায়ণে সে সমস্তই আছে—কেবল 'রত্নাকর' এই নামের উল্লেখ তাহাতে নাই। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার Bengali Ramayanas নামক গ্রন্থে ইহাকে দেশজ আখ্যান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল—ইহার কোনও সংস্কৃত মূল নাই। অবশ্য অধ্যাত্মরামায়ণের কাহিনীর সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন—অধ্যাত্মরামায়ণকার কোন্ সূত্র হইতে এই কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। তবে সংস্কৃত গ্রন্থেও যে দেশজ উপাদান বহুল পরিমাণে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহারও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বাল্মীকির জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান কোথাও কোথাও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কর্ণাল জেলায় প্রচলিত এইরূপ একটি কাহিনীর কথা ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে Indian Antiquary নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।[১] রামের চণ্ডীপূজার কাহিনীও মূল রামায়ণে না থাকিলেও কালিকাপুরাণে আছে বলিয়া দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রিত কালিকাপুরাণে ইহা নাই। অশ্বমেধের অশ্বনিরোধব্যাপারে লবকুশের সহিত রামের বিরোধের বিবরণ ভবভূতির উত্তর-রামচরিতে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু রাম না জন্মিতে রামায়ণ রচিত হইবার কাহিনী, মহীরাবণ, ভস্মলোচন, মকরাক্ষ, তরণিসেন, বীরবাহু, কালনেমির উপাখ্যান, গয়াশ্রাদ্ধ সম্পর্কে রাম সীতার কাহিনী, লক্ষ্মণের চতুর্দশ বৎসর উপবাস ও সীতাকর্তৃক রাবণের প্রতিকৃতি অঙ্কনের বিবরণের কোনও প্রাচীন সংস্কৃত মূলের সন্ধান পাওয়া যায় না। যযাতির নরমেধ যজ্ঞ এইরূপ আর একটি কাহিনী। ইহা এক সময় বাংলা দেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। প্রচলিত এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ রায় গীতাভিনয় রচনা করিয়াছিলেন। তবে ইহা এবং শিবরামের যুদ্ধ ও বজ্রপাতবধ মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে নাই। বিভিন্ন পুথিসংগ্রহে সংরক্ষিত একাধিক স্বতন্ত্র পুথি ইহাদের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য হিসাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে শ্রীবৎস ও চিন্তার প্রসিদ্ধ উপাখ্যান সংস্কৃত মহাভারতে নাই। বহু দিন পূর্বেই রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক

১। প্রবাসী—আশ্বিন ১৩৩৫—পৃঃ ৯০৭-৮।

প্রস্তাব' গ্রন্থে এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মহাভারত-বর্ণিত চরিত্র অবলম্বনে রচিত সবিশেষ জনপ্রিয় দণ্ডীপর্বকাহিনীর মূল হিসাবে পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার ও জৈমিনিভারতের উল্লেখ করা হয়[২]। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সংকলিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে' (১।২।২৩) বর্ণিত একখানি পুথিতে দণ্ডীপর্ব কাহিনীকে ভাগবতের অন্তর্গত বলা হইয়াছে। উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়-রচিত দণ্ডীপর্বকাহিনীর এক খণ্ড পরিষদ্‌গ্রন্থালয়ে আছে। ইহাতে এই কাহিনীকে বৃহৎ কূর্মপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সব নানা মুনির নানা মতের মধ্যে কাহিনীটীর গৌরব খ্যাপনের ঐকান্তিক আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র।

বহুলপ্রচলিত দাতা কর্ণের পালা এবং কাশীদাসের নামাঙ্কিত পাণ্ডবমিলন, যানপর্ব, বৃহদ্‌দ্রোণপর্ব, স্বপ্নপর্ব, অম্বুশৌচিকপর্ব, অম্বুশান্তিপর্ব, অভিষেকপর্ব প্রভৃতিতে বর্ণিত উপাখ্যানেরও কোন মূল সংস্কৃতে পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনেতিহাস সম্পর্কেও এমন অনেক কাহিনী বাংলায় পাওয়া যায়, যাহাদের কোনও উল্লেখ ভাগবতাদি গ্রন্থে নাই। অথচ এগুলি বাঙ্গালী সমাজে বিশেষ পরিচিত ও সমাদৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অধ্যয়ন ও গুরুদক্ষিণা এবং দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতির কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শিব, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে যে সব কাহিনী বাংলা দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সহিতও সংস্কৃতপুরাণের বিশেষ কোনও যোগাযোগ নাই—প্রসিদ্ধ পুরাণগুলির মধ্যে তাহাদের কোনও সন্ধান মিলে না। এই বিষয়ের পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিরও বাংলা অনুবাদ যে প্রস্তুত হয় নাই, তাহা নহে। তবে জনপ্রিয়তার দিক্ দিয়া অপৌরাণিক উপাখ্যানগুলির তুলনায় পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি নিতান্ত নিম্ন স্থান অধিকার করে। তাই শিবের মাহাত্ম্যবিষয়ক শিবচতুর্দশীর উপাখ্যানের ব্যাধের বৃত্তান্ত, মহিষাসুরবধ, মধুকৈটভবধ, শুম্ভনিশুম্ভবধ, চণ্ডমুণ্ডবধ, রক্তবীজবধ প্রভৃতি চণ্ডীর অলৌকিক বীরত্বব্যঞ্জক মাহাত্ম্যকাহিনী বাঙালীর চিত্তকে বিশেষ আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু শিবের চাষবাসের বিবরণ, হরগৌরীর কন্দলের কথা, কালকেতু ফুল্লরার সুখদুঃখের বৃত্তান্ত, শ্রীমন্ত সদাগরের অপূর্ব সাহসিকতার কাহিনী প্রভৃতি অপৌরাণিক উপাখ্যানগুলি বাঙ্গালীর রসগ্রাহী মনকে অলৌকিক তৃপ্তি দান করিয়াছে—আজ পর্যন্ত অগণিত দেশবাসীর নিকট ইহারা যথেষ্ট আদর ও শ্রদ্ধালাভ করিয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে বিভিন্ন পুরাণ বা পৌরাণিক আখ্যানের বঙ্গানুবাদগুলি কেবল ঐতিহাসিকের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছে।

সত্য বটে, বাংলা বা অন্য প্রাদেশিক ভাষায় উপনিবদ্ধ পুরাণবিষয়ক সমস্ত কাহিনীই প্রাচীনতার দাবী করিতে পারে না—অর্বাচীন কবিদের বিচিত্র কল্পনা যে যুগে যুগে কত

২। বিশ্বকোষ; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড—সুকুমার সেন—দ্বিতীয় সংস্করণ।

শত উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সংস্কৃতে লিখিত পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যেও যে এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই, তাহা বলা চলে না। বস্তুতঃ প্রাচীন অপ্রাচীন ভাল মন্দ সমস্ত বস্তু মিলিয়া দেশের লোকসাহিত্যকে স্ফীত পরিপুষ্ট করিয়াছে। ইহাদের মধ্য হইতে যাহা প্রাচীন, তাহা বাহির করিতে হইলে সর্বাগ্রে দরকার ব্যাপক অনুসন্ধানের, সযত্ন সংগ্রহের ও সুনিপুণ বিশ্লেষণের। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী সঙ্কলিত ও আলোচিত হইলে পুরাণকাহিনীর প্রাচীন ধারা আবিষ্কার করা সম্ভবপর হইবে—সংস্কৃত পুরাণসাহিত্যের মূল সূত্রও খুঁজিয়া বাহির করার সম্ভাবনা দেখা দিবে। সংস্কৃত পুরাণকাহিনী অপেক্ষা প্রাচীন কাহিনী অনেক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক ভাষার অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাহাদের উদ্ধারসাধনের জন্য যে চেষ্টা, যে পরিশ্রম স্বীকার করা দরকার, তাহা উপেক্ষা করিলে অচিরকালমধ্যে অনাদরে অনেক মূল্যবান্ বস্তু চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইবে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫৬শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা
১৩৫৬

বাংলা সাময়িক-পত্র—৫

১২৮৭-১২৮৮ সাল (এপ্রিল ১৮৮০-এপ্রিল ১৮৮২)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বারে একখানি সংবাদপত্রের উল্লেখ করিতে ভুল হইয়াছে ; উহা চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত 'সংশোধিনী'—খুব সম্ভব একখানি সাপ্তাহিক পত্র ; প্রকাশকাল—১২৮৬ সাল আশ্বিন (?) মাস। ১২৮৮ সালের ৮ই মাঘ 'এডুকেশন গেজেট' লেখেন :—

> "সাপ্তাহিক সংবাদ।...আমরা সংশোধনী নামক একখানি সংবাদপত্র (৩য় খণ্ড ১৭শ সংখ্যা) এই প্রথম প্রাপ্ত হইলাম। এখানি চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে স্থানীয় সংবাদাদি ও অপরাপর বিষয়ও লিখিত হয়।"

আরও দুইখানি সাময়িক-পত্রের বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে ; সেগুলি—

(১) **জ্ঞানদীপিকা পত্রিকা**। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৭৯৭ শক (ইং ১৮৭৫)। ইহাকে মোটামুটি সাম্বৎসরিক পত্রিকা বলিয়া গণ্য করিলে অন্যায় হইবে না। 'জ্ঞানদীপিকা পত্রিকা'র ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশকাল—৩ জুলাই ১৮৭৯। পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন—কালীচন্দ্র লাহিড়ী। "সর্ব্বসাধারণের হিতপ্রদ নীতিশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রাদি ব্যক্ত করাই এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য।"

(২) **ভারত-সুহৃদ্** নামে একখানি মাসিকপত্র ঢাকা নায়ার হইতে অম্বিকাচরণ রায়ের সম্পাদকত্বে ১২৮৫ সালের ফাল্গুন মাসে (৮-৩-১৮৭৯) প্রকাশিত হয় ; ৯ম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৫ মে ১৮৮০। অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইলেও 'ভারত-সুহৃদ্' অনেক দিন স্থায়ী হইয়াছিল। ১২৯০, ১৯এ শ্রাবণ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' ইহার "৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা"র প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

বিষ-বৈরী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৭ (এপ্রিল ১৮৮০)।

নন্দলাল সেন এই মাসিকপত্রের পরিচালক ছিলেন। ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে ব্যাণ্ড অব হোপ দ্বারা ইহা প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত হইত। ১৮ এপ্রিল ১৮৮০ তারিখে কৃষ্ণবিহারী সেন-সম্পাদিত *The Sunday Mirror* লেখেন :

> "The young members of the 'Band of Hope' of Calcutta have brought out a monthly journal in the interests of total abstinence. They call it the *Bish Bairi*, or the 'Enemy of Poison.' The first number leaves on us a very favourable impression regarding its merits. The journal is to be distributed gratis."

প্রকৃতি (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৭ (এপ্রিল ১৮৮০)।

এই "বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা" ৩৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড হইতে প্রকাশিত হইত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল দেড় টাকা। প্রথম সংখ্যা 'প্রকৃতি'র প্রকাশকাল—বৈশাখ ১২৮৭।

১২৯০ সাল হইতে 'প্রকৃতি' তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'কল্পলতা'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

কৃতজ্ঞতা-কাব্য-কুসুমোপহার (ত্রৈমাসিক)। বৈশাখ ১২৮৭ (এপ্রিল ১৮৮০)।

এই ক্ষুদ্র পত্রিকার ১ম খণ্ড পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। মহারাণী স্বর্ণময়ীর বদান্যে ইহার ২য় বা বর্ত্তমান খণ্ড ত্রৈমাসিক আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ইহা সম্পাদন করিতেন —অঘোরচন্দ্র ঘোষ। ইহাতে কবিতাই—বিশেষ করিয়া মহারাণীর গুণগরিমা-সূচক কবিতাই স্থান পাইত।

নলিনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৭ (মে ১৮৮০)।

নরেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় এই মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী প্রকাশিত হয়। প্রথম তিন "পল্লবে"র 'নলিনী'তে কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের অপ্রকাশিত অনেকগুলি গদ্য-পদ্য রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল।

ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৮৭ (ইং ১৮৮০)।

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই পত্রিকার প্রাপ্তিস্বীকার আছে। পত্রিকাখানি বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

আর্য্যপ্রভা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৭ (১০ মে ১৮৮০)।

ময়মনসিংহ, দুর্গাপুর হইতে এই মাসিকপত্র রুক্মিণীকান্ত ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বপ্রকাশিত 'আর্য্যপ্রদীপ' পত্রেরই ইহা নামান্তর মাত্র।

উপহার (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ (ইং ১৮৮০)।

"উপহার।—সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাধুরহস্য ও সমালোচনা-পূর্ণ মাসিক পত্রিকা। ...বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০।...শ্রীরাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ। ২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, সভাবাজার কলিকাতা।"—'সোমপ্রকাশ,' ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭।

সমীরণ (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ (জুলাই ১৮৮০)।

'সমীরণে'র জন্মস্থান—পল্লীগ্রাম জশড়ায়। ইহার পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন— কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'সমীরণ' নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। ইহার ২য় খণ্ডের (মাখনলাল দত্ত-সম্পাদিত) আরম্ভ ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে।

কুসুম (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮৭ (আগষ্ট ১৮৮০)।

পরিচালক—রাধামাধব হালদার।

বঙ্গরহস্য (সাপ্তাহিক)। ২২ আগষ্ট ১৮৮০।

পরিচালক—দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। ইহা পূর্ব্বে 'বাঁদরামী' নামে প্রকাশিত হইত। 'নলিনী' (১ম পল্লব, ৬ষ্ঠ সংখ্যা) লিখিয়াছিলেন :—

> 'বঙ্গরহস্য' The Bengal Punch আমরা ইহার তিন সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা পূর্ব্বে বাঁদরামী আখ্যায় প্রকাশিত হইত। ইহার দিন দিন উন্নতি দেখিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। প্রথম সংখ্যায় "রাজনৈতিক বঙ্গের মহোৎসব" ও তৃতীয় সংখ্যায় "ঈসপ্ লিখিত পুরাণ" এই দুইটী প্রবন্ধ অর্থপূর্ণ ও অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে।

অপূর্ব্ব রহস্য (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮৭ (আগষ্ট ১৮৮০)।

ইহা ঢাকা গিরিশ-যন্ত্র হইতে প্রকাশিত একখানি হাস্যপ্রধান পত্র। পরিচালক—হরিহর নন্দী।

লাঠৌষধি (সাপ্তাহিক)। ২৬ আগষ্ট ১৮৮০।

পরিচালক—দেবকণ্ঠ বাগচী।

হিন্দুদর্শন (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮৭ (ইং ১৮৮০)।

স্বল্প মূল্যের এই মাসিকপত্র ও সমালোচন "৬৬ নং পটুয়াটোলা লেন হিন্দুদর্শন কার্য্যালয় হইতে শ্রীকালীচরণ পাল দ্বারা প্রকাশিত।" ইহার বার্ষিক মূল্য ১।০ ; সম্পাদক—বিধুভূষণ মিত্র। প্রথম সংখ্যায় "পত্র সূচনা"য় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> "আমরা 'হিন্দুদর্শন' নামধেয় এই ক্ষুদ্র কলেবর মাসিক পত্রখানি জনসাধারণের হস্তে প্রদান করিলাম।...অনেক কৃতবিদ্য এবং প্রসিদ্ধ লেখকগণ ইহাতে লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই পত্রের এত ক্ষুদ্র কায় দেখিয়া অনেকে হাস্য করিবেন ;—অনেকে বলিবেন 'বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, কল্পদ্রুম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্র সকল থাকিতে এরূপ ক্ষুদ্রকায় পত্রের আবশ্যক কি ?' তদুত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, ইহার কোনই আবশ্যক ছিল না, আমরাও ইহা প্রচার করিতাম না, কিন্তু ঐ সকল পত্র নিতান্ত উচ্চদরের হওয়াতে সর্ব্বসাধারণে তাহা পাঠ করিতে পারেন না। যাহাতে তাঁহারা স্বল্প মূল্যে উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্র পাঠ করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহাদের সেই পাঠলিপ্সা চরিতার্থ হয়, তদ্বিধায় আমরা এই পত্রখানি প্রচার করিলাম। পূর্ব্বে 'সাহিত্য মুকুর' 'সুধাকর' প্রভৃতি সাময়িক পত্র সকল এই ভার লইয়া বঙ্গ-সাহিত্য সমাজে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু পাঠকগণের অননুগ্রহে তাঁহারা শৈশবাবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।"

'হিন্দুদর্শন' নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ২য় খণ্ড আরম্ভ হয়—১২৮৮ সালের ভাদ্র হইতে ; বেঙ্গল লাইব্রেরির প্রাপ্তিকাল—১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২।

নব ভারতী (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮৭ (আগষ্ট ১৮৮০)।

পরিচালক—কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী।

জ্ঞানপ্রভা (সং-বা" মাসিক)। ভাদ্র ১২৮৭ (সেপ্টেম্বর ১৮৮০)।
পরিচালক—কুমার উমেশচন্দ্র রায় ও শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী।

রহস্য-মঞ্জরী (মাসিক)। ভাদ্র (?) ১২৮৭ (সেপ্টেম্বর ১৮৮০)।
পরিচালক—যশড়া-নিবাসী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কল্পনা (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮৭ (ইং ১৮৮০)।
ইহা স্বল্পমূল্যের (বার্ষিক দেড় টাকা) একখানি সমালোচনী মাসিক পত্রিকা; হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"শুনিতে পাই বঙ্গদেশ নাকি আজ কাল সভ্য হইয়াছে।…কিন্তু সভ্যতার প্রধান অঙ্গ সে সাহিত্য সুলভ হইল কৈ?—সভ্যসমাজ যাহাকে Diffusion of knowledge বলেন সে জ্ঞান প্রচার হইল কৈ? মনুষ্য মাত্রেরই যাহা অবশ্যজ্ঞেয় সে সকল বিষয় অতি সহজে সাধারণের গোচর হইতেছে কৈ? বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব প্রভৃতি চিন্তাশীল, ধীশক্তি-সম্পন্ন বহুদর্শী পত্রগণ এ বিষয়ে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন,…কিন্তু, ভাগ্যগুণে তাঁহারা নিজে যেমন উচ্চ, আবার ভাগ্যদোষে তাঁহাদিগের মূল্যও সেইরূপ উচ্চ, সকলের অদৃষ্টে তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার-লাভ ঘটিয়া উঠে না। বড় আক্ষেপের বিষয় যে সেই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশমূলক কথাসকল সর্ব্বদা সাধারণের নিকট পৌঁছিতে পারে না।

তাই যাহাতে হয় তাহাই আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই দর্শন, সেই বিজ্ঞান সেই সকল বিষয় যাহাতে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে সেই জন্যই এত যত্ন, এত চেষ্টা, এত আয়াস।"

প্রথম বর্ষের 'কল্পনা'য় মুদ্রিত রচনাগুলির মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "মোহিনী" নামে খণ্ডকাব্য (চৈত্র ১২৮৭) ও "স্ত্রীবিপ্লব" (শ্রাবণ ১২৮৮), এবং পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণের "মনু ও চাতুর্ব্বর্ণের আশ্রমবিভাগ" উল্লেখযোগ্য। 'কল্পনা'র চতুর্থ বর্ষটি রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, রজনীকান্ত প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের রচনায় শোভিত হইয়াছিল। ইহার ৫ম বর্ষ আরম্ভ হয়—১২৯৪ সালে এবং ষষ্ঠ বর্ষ ১২৯৬ সালে।

ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিবাদ (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮৭ (সেপ্টেম্বর ১৮৮০)।
কালীঘাটে 'হিন্দু মিশনরী সোসাইটি' নামে একটি সমাজ গঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল—খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত তুলনা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা। 'ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিবাদ' এই সমাজেরই মুখপত্র ছিল।

মাধবী (দ্বিমাসিক)। কার্ত্তিক ১২৮৭ (অক্টোবর ১৮৮০)।
পরিচালক—মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পরিদর্শক (সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৮০।

ইহা শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত একখানি দীর্ঘায়ু সাপ্তাহিক পত্রিকা। ইহার ৩য় ভাগ, ১৬শ-১৭শ সংখ্যার প্রকাশকাল—২৮ ফাল্গুন ১২৮৯, রবিবার। স্বনামধন্য বিপিনচন্দ্র পাল 'পরিদর্শকে'র প্রথম সম্পাদক। তাঁহার স্মৃতিকথায় পত্রিকাখানি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

> ..a new Bengalee weekly was started in Sylhet about the middle of 1880, and I was invited to be its editor...The name of our new Bengalee weekly was 'Paridarshak'...Like the 'Bharat Mihir' of Mymensingh, the 'Paridarshak' of Sylhet also almost from its birth commended public attention and soon became one of the most powerful exponents of educated public opinion not only of the district of Sylhet but more or less of the whole province of Bengal...It was my first independent charge in journalism, and my subsequent career in this line has been very largely indebted to this first opportunity that my Sylhet friends found me."—*Memories of My Life and Times* (1932), pp. 373-74.

আদরিণী (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮৭ (ডিসেম্বর ১৮৮০)।

এই মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী প্রকাশ করেন—তারকনাথ বিশ্বাস। ইহার কার্য্যালয় ছিল—বালোড়, রাজহাট পোষ্ট আফিস, হুগলী। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত "অবতরণিকা"য় প্রকাশ :—

> "অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে সহসা ও অকারণে আদরিণী প্রকাশিত করিবার কারণ কি ? আমাদের উত্তর যে সমুদ্রতীরস্থ বালুকা স্তূপের ন্যায় মাসিক পত্রিকার অভাব না থাকিলেও তৎসম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ অভাব আছে। প্রথমতঃ, আমাদের দেশে এক্ষণে মাসিক পত্রিকা আখ্যাধারী নানাবিধ পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশকেই ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বাৎসরিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি প্রধান প্রধান কয়েকখানি মাসিক পত্রিকাও এই দোষে বিশেষ দূষিতা। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ও আশা যে আদরিণী এই দোষে দূষিতা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, মাসিক পত্রসমূহের মূল্যাধিক্যবশতঃ অনেকে তাহা পাঠ করিতে পারেন না। আমরা তন্নিমিত্ত আদরিণীর মূল্য অতি ন্যূন নির্দ্ধারণ করিয়াছি।...
>
> আমরা যে কোন বিষয়ে পাঠোপযোগী রচনা পাইলেই সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্রিকা কোন বিশেষ পক্ষ সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের হিত সাধনার্থে প্রকাশিত হইল না। কৃতবিদ্যদিগের ও আপামর সাধারণের যাহাতে মনোরঞ্জন হয় তদ্বিষয়ে যত্ন পাইবে। আমরা আদরিণীকে সমালোচনী পত্রিকা করিয়াছি, অতএব যাহাতে আদরিণী-মধ্যে যথার্থ সমালোচনা হয় ও পক্ষপাতিত্ব না থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে।"

ভিষক্ (ইং-বাং মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৮১।

পরিচালক—দুর্গাদাস রায়। ইহা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইত।

খৃষ্টীয় মহিলা (মাসিক)। মাঘ ১২৮৭ (জানুয়ারি ১৮৮১)।

এই মাসিক-পত্রিকা সম্পাদন করিতেন—কুমারী কামিনী শীল। ইহাতে মহিলাদের রচিত সহজবোধ্য গদ্য-পদ্য রচনা স্থান পাইত। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেট' (২৯ এপ্রিল ১৮৮১) লিখিয়াছিলেন :—

"খৃষ্টীয় মহিলা—মাসিকপত্র—কুমারী কামিনী শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে কেবল স্ত্রীলোকেরাই লিখিয়া থাকেন, যে সকল স্ত্রীলোক ইহাতে প্রবন্ধাদি লেখেন, প্রবন্ধগুলি পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা সুশিক্ষিতা। এক একটি পদ্য প্রবন্ধ অতি সুন্দর লেখা হয়।"

ভারতবন্ধু (সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৮১।

১২৮৭ সালের শেষাশেষি 'ভারতবন্ধু' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের আবির্ভাব হয়। ১২৮৮ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'কল্পনা'য় ইহার প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

রসিকরাজ (মাসিক)। বৈশাখ (?) ১২৮৮ (ইং ১৮৮১)।

"রসিকরাজ—হাস্যোদ্দীপক, বিদ্রূপাত্মক, সচিত্র মাসিক পরিদর্শক ও সমালোচক। কলিকাতা গড়পার ১৮ নং ভবন হইতে প্রকাশিত। আকার রয়েল দুই ফর্ম্মা। বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। আমরা বহু দিবসের পর একখানি সচিত্র বিদ্রূপাত্মক মাসিক পরিদর্শক ও সমালোচক পাঠ করিলাম, হরবোলা ভাঁড় প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক পত্র সকল অকালে কালকবলিত হইলে পর, বঙ্গে কোন বিদ্রূপাত্মক (Punch) পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি রসিকরাজ এই ভার লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।...পত্রের আবরণ-পত্রে সম্পাদকের নাম নাই। সম্পাদক যিনিই হউন না তিনি যে একজন রসিক চূড়ামণি তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই, রসিকরাজ বাস্তবিকই রসিকরাজ। ইহাতে যে সমস্ত বিষয় প্রকটিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিবার সময় আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। বুজরুকের চিত্রটি প্রকাশ করিয়া, রসিকরাজ আধুনিক বকাণ্ডভণ্ড ধার্ম্মিকদিগকে (যাহারা রেতে হরি দিনে যীশু খৃষ্ট ভজে) বিশেষ শিক্ষা দিয়াছেন। আর আর প্রস্তাবগুলি ঐরূপ বিদ্রূপ ছলে নীতি ও উপদেশ পূর্ণ।"—'হিন্দুদর্শন,' বৈশাখ ১২৮৮।

চারুবার্ত্তা (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৮৮ (ইং ১৮৮১)।

"চারুবার্ত্তা নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সহর শেরপুর হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার প্রথম সংখ্যা দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। প্রবন্ধাদি উৎকৃষ্টরূপ হইয়াছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৫ বৈশাখ ১২৮৮।

পূর্ব্ববঙ্গের কবি দীনেশচরণ বসু কিছু দিন এই সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সজ্জনতোষণী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৮ (এপ্রিল ১৮৮১)।

"সজ্জনতোষণী, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা (বৈশাখ ১২৮৮)—শ্রীকেদারনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮।

ইহার ২য় খণ্ডের প্রারম্ভে এইরূপ লিখিত হয় :—"প্রায় দুই বৎসর হইল সজ্জনতোষণী নিদ্রিতা ছিলেন। নানাবিধ ঘটনাবশতঃ আমরা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে অবসর লাভ করি নাই। এক্ষণে বৈষ্ণবপত্রিকার অভাববশতঃ, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সভা ও অন্যান্য সজ্জনগণ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া এই বৈষ্ণবী বালাকে নিদ্রাত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় হরিগুণগান ও হরিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলাম।..."

'সজ্জনতোষণী' একখানি দীর্ঘায়ু পত্রিকা।

সদানন্দ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৮ (মে ১৮৮১)।

ইহা একখানি "রস-প্রধান বিদ্রূপ পত্র ও সমালোচন। ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত ও হরিহর নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।"

পাটনা ধর্ম্মসভা মাসিক পত্রিকা (বা°-ইং-হিন্দী)। বৈশাখ ১২৮৮ (ইং ১৮৮১)।

'এডুকেশন গেজেটে' (২৫ আষাঢ় ১২৮৮) ইহার উল্লেখ আছে। ইহা বাঁকীপুর হইতে প্রকাশিত হইত; পরিচালক—অম্বিকাচরণ ঘোষ।

সাহস (সাপ্তাহিক)। জুন ১৮৮১।

"আমরা সাহস নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম। সংবাদপত্রখানি এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সাহস সাহসের সহিত সম্পাদিত হইতেছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১ জুলাই ১৮৮১।

কিছু দিন পরে ইহা দ্বিভাষিক পত্রে পরিণত হয়। 'আর্য্যদর্শনে' (চৈত্র ১২৮৯) প্রকাশ :—"কিছু দিন হইল, ইহা অমৃতবাজার পত্রিকার ন্যায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষা লিখিত হইতেছে।"

বেঙ্গল মিস্‌লেনি (ইং-বা° মাসিক)। জুন ১৮৮১।

"বেঙ্গল মিস্‌লেনি (জুন ১৮৮১। ১ম সংখ্যা)—ইংরাজি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা। সম্পাদকের নাম নাই। প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৮ জুলাই ১৮৮১।

বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পত্রিকাখানির পরিচালক।

তত্ত্বকল্পতরু (মাসিক)। আষাঢ় ১২৮৮ (ইং ১৮৮০)।

১২৮৮, ২৯এ মাঘ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' ইহার "চতুর্থ সংখ্যার (আশ্বিন ১২৮৮)" প্রাপ্তিস্বীকার আছে। ইহা সম্পাদন করিতেন প্রসন্নকুমার কর চৌধুরী।

হালিসহর প্রকাশিকা (সাপ্তাহিক)। আষাঢ় (?) ১২৮৮ (ইং ১৮৮১)।

"হালিসহর প্রকাশিকা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ও সমালোচন। নং ৮ হোগলকুঁড়িয়া গলি হইতে শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত...। হালিসহর প্রকাশিকা কেবল রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আন্দোলন করেন না, সামাজিক বিষয়ে ইহার বিশেষ লক্ষ্য আছে। ইহার ভাষা উত্তম হইতেছে। মূল্য অত্যন্ত সুলভ করা হইয়াছে।"—'হিন্দুদর্শন,' জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮।

১২৮৮, ৮ই শ্রাবণ তারিখের 'এডুকেশন গেজেটে' পত্রিকাখানির প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

বিশ্বাসী (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮৮ (আগষ্ট ১৮৮১)।

পরিচালক—নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। ইহা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পত্রিকা বটে, কিন্তু কোন বিশেষ সমাজের মুখপত্র ছিল না; প্রকৃতপক্ষে উন্নত ব্রাহ্মদিগের মুখপত্রস্বরূপ ছিল।

চন্দ্রিকা (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮৮ (সেপ্টেম্বর ১৮৮১)।

"উদয়পুর হইতে প্রকাশিত চন্দ্রিকা নাম্নী মাসিক পত্রিকা (ভাদ্রপদ সংবৎ ১৯৩৮)।"—'এডুকেশন গেজেট,' ৮ আশ্বিন ১২৮৮। ইহা সম্ভবতঃ একখানি বাংলা সাময়িক-পত্র।

ধর্ম্মবন্ধু (পাক্ষিক...)। ১ আশ্বিন ১২৮৮ (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮১)।

"ধর্ম্মবন্ধু নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা ১লা আশ্বিন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সাধারণের পাঠোপযোগী ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত ও সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকা সকল প্রকাশিত হইবে। ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য এক পয়সা।" ('তত্ত্ব-কৌমুদী,' ১৬ আশ্বিন ১৮০৩ শক)

'ধর্ম্মবন্ধু' সম্পাদন করিতেন—ধর্ম্মপ্রচারক শশিভূষণ বসু। পত্রিকাখানি নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ৩য় ভাগ ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—১ বৈশাখ ১২৯০। এই সংখ্যায় মুদ্রিত কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদনে প্রকাশ :—"আমরা কোন বিশেষ কারণবশতঃ ১লা এবং ১৬ই চৈত্রের 'ধর্ম্মবন্ধু' প্রকাশ না করিয়া বৈশাখ মাস হইতে ধর্ম্মবন্ধুর নূতন বৎসর আরম্ভ করিলাম।"

চারি বৎসর পরে—১৮০৭ শকের বৈশাখ মাস হইতে 'ধর্ম্মবন্ধু' মাসিক আকার ধারণ করে। 'তত্ত্ব-কৌমুদী'তে (১ আশ্বিন ১৮০৭ শক) প্রকাশ :—

> "ধর্ম্মবন্ধু—পূর্ব্বে এই পত্রিকাখানি ১ ফরমা আকারে মাসে মাসে দুইবার করিয়া বাহির হইত। গত বৈশাখ মাস হইতে ইহা মাসিক তিন ফরমা করিয়া বাহির হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনে যেমন বাহ্যিক আকারগত বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, তেমনি ইহার লেখা প্রভৃতিরও বিশেষ পারিপাট্য সাধিত হইয়াছে। আমরা জানি এই পত্রিকা দ্বারা যুবক এবং ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ স্কুলের ছাত্রগণ ইহাদ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকেন। এই পত্রিকাখানির উন্নতি দর্শনে আমরা সুখী হইলাম।"

১৮৯০ সনে মাসিক 'ধর্ম্মবন্ধু'র সম্পাদক হন—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সরস্বতী (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮৮ (সেপ্টেম্বর ১৮৮১)।

'এডুকেশন গেজেটে' (৮ আশ্বিন ১২৮৮) আশ্বিন মাসে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার আছে। নন্দলাল ঘোষ ইহার পরিচালক ছিলেন।

হোমিওপ্যাথিক প্রচারক। আশ্বিন ১২৮৮ (সেপ্টেম্বর ১৮৮১)।

"হোমিওপ্যাথিক প্রচারক—শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মাসিক খণ্ডে প্রকাশিত, (১ম সংখ্যা, ১ম খণ্ড আশ্বিন ১২৮৮)।"—'এডুকেশন গেজেট,' ১৫ আশ্বিন ১২৮৮।

শ্রীক্ষেত্র চিত্র (মাসিক)। আশ্বিন (?) ১২৮৮ (সেপ্টেম্বর ১৮৮১)।

ইহা ঢাকা হইতে ক্ষেত্রচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রকাশিত হইত।

সাহিত্য দর্পন (মাসিক)। ১২৮৮ সাল (ইং ১৮৮১)।

ইহা চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত এক ফর্ম্মার একখানি মাসিক পত্র। ১২৮৮ সালের ভাদ্র-সংখ্যা 'হিন্দুদর্শনে' সমালোচিত ; 'হিন্দুদর্শন' অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইত।

আচার্য্য (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৮৮ (অক্টোবর ১৮৮১)।

ইহা নড়াইল হইতে প্রকাশিত হইত। সম্পাদক—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বালক হিতৈষী (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৮৮ (অক্টোবর ১৮৮১)।

বালকদের উপযোগী কবিতা, গল্প প্রভৃতি ইহাতে স্থান লাভ করিত। পরিচালক—জানকীপ্রসাদ দে।

বঙ্গ-সুহৃদ (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৮৮ (নবেম্বর ১৮৮১)।

"বঙ্গ সুহৃদ !!! কার্ত্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে উক্ত নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম (বার্ষিক) মূল্য ॥৵০ ।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৯ শ্রাবণ ১২৮৮।

ইহা শেরপুর, ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইত। সম্পাদক—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আর্য্যকাহিনী (সাপ্তাহিক)। ৮ নবেম্বর ১৮৮১।

ইহাতে বালক-বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী বিষয় সন্নিবিষ্ট হইত। সম্পাদক—সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

নিরপেক্ষ ধর্ম্মতত্ত্ব (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৮৮ (নবেম্বর ১৮৮১)।

নিরপেক্ষ ধর্ম্মরক্ষিণী সভার মুখপত্র।

বঙ্গবাসী (সাপ্তাহিক···)। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৮ (১০ ডিসেম্বর ১৮৮১)।

সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী'র আবির্ভাব—১২৮৮ সালের ২৬এ অগ্রহায়ণ। 'এডুকেশন গেজেটে' (১১ অগ্রহায়ণ) মুদ্রিত ইহার বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

বঙ্গবাসী

অল্প মূল্যে বৃহৎ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা, ডাকমাশুল সমেত ২৲ টাকা। কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী উপনগর, হুগলী, চুঁচুড়া, ফরেশডাঙ্গা, বর্দ্ধমান এবং কৃষ্ণনগর,—কেবল এই কয়েক স্থানের গ্রাহকগণ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা দিলেই এক বৎসর কাগজ পাইবেন।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ইহার লেখক :—

বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ উকীল বর্দ্ধমান; সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত; রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণেতা বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র উকীল, হুগলী; বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় উকীল, কৃষ্ণনগর; চারুবার্ত্তার সম্পাদক বাবু অদ্বৈতচরণ বসু; বাবু কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় উকীল, হুগলী।

বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার। রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞানবিষয়ক সংবাদপত্র। ২৬শে অগ্রহায়ণ শনিবার হইতে নিম্নলিখিত ঠিকানায় বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকগণ ঐ ঠিকানায় আমার নামে পত্র লিখিবেন।

২৪ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট
মৃজাপুর, কলিকাতা।

উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

স্বনামধন্য যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, বন্ধু উপেন্দ্রনাথের সহযোগে, 'বঙ্গবাসী' পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা শীঘ্রই হিন্দুসমাজের মুখপত্রে পরিণত হয়। 'বঙ্গবাসী' এরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, মফস্বলে সংবাদপত্র বলিতে 'বঙ্গবাসী'কেই বুঝাইত। কয়েক বৎসর পরে উভয় বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে; উপেন্দ্রনাথ 'বঙ্গবাসী'র সংস্রব ত্যাগ করিলে 'বঙ্গবাসী' যোগেন্দ্রচন্দ্রের নেতৃত্বেই প্রকাশিত হইতে থাকে। 'বঙ্গবাসী' যোগেন্দ্রচন্দ্রের অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহার প্রথম সম্পাদক—জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

চিত্তরঞ্জিনী (ত্রৈমাসিক)। অগ্রহায়ণ-পৌষ ১২৮৮ (ইং জানুয়ারি ১৮৮২)

ইহা একখানি সচিত্র ঋতুপত্রিকা; শ্রীবাটী চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভা হইতে শ্রীরাজরাজেন্দ্র চন্দ্র সম্পাদিত। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় (হেমন্ত কাল) প্রকাশ :— "সংক্ষেপতঃ সামাজিক বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনাই এই চিত্তরঞ্জিনী বা সচিত্র ঋতুপত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।"

The Indian Homeopathic Review (ইং-বাং মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৮২।

সম্পাদক—বিহারীলাল ভাদুড়ী, এল. এম. এস্।

অতিথি (মাসিক)। মাঘ ১২৮৮ (ফেব্রুয়ারি ১৮৮২)।

বেহালার রায় এণ্ড ফ্রেণ্ডস্ এই মাসিক পত্র ও সমালোচন প্রকাশ করিতেন। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় প্রকাশ :—"আমি বঙ্গের প্রতি বিষয় লইয়া আন্দোলন

করিব। বঙ্গবাসিগণকে দেখাইব, কোন্‌টির পরিবর্ত্তন আবশ্যক, আর কোন্‌টির পরিবর্ত্তন শুদ্ধ অনাবশ্যক নয়—দূষণীয়। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ রাজকীয় চর্চ্চা লইয়াই অধিক উন্মত্ত, কেহ কেহ বঙ্গের বিজ্ঞান, বঙ্গের পুরাতন শাস্ত্র লইয়া অধিক ব্যস্ত, কিন্তু আমি বঙ্গের সামাজিক প্রথা লইয়া অধিক বকিব।"

বিক্রমপুর প্রকাশ (মাসিক)। মাঘ ১২৮৮ (ফেব্রুয়ারি ১৮৮১)।

পরিচালক—মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইহা ঢাকা গিরিশ-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত।

অবকাশ (মাসিক)। মাঘ ১২৮৮ (ফেব্রুয়ারি ১৮৮২)।

ইহা একখানি "নবন্যাসপূর্ণ মাসিক পত্র," 'কল্পনা'-কার্য্যালয় হইতে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত।

বঙ্গবিলাপ (মাসিক)। মাঘ (?) ১২৮৮ (ফেব্রুয়ারি ১৮৮২)।

পরিচালক—কাশীনাথ চৌধুরী। ইহা ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইত।

পারিজাত (মাসিক)। ফাল্গুন (?) ১২৮৮ (মার্চ ১৮৮২)।

পরিচালক—হরচন্দ্র দাস।

শিবদায়িকা পত্রিকা (মাসিক)। ফাল্গুন (?) ১২৮৮ (মার্চ ১৮৮২)।

ইহা কালীচন্দ্র লাহিড়ী সম্পাদিত 'জ্ঞানদীপিকা পত্রিকা'র নামান্তর।

কল্পতরু (মাসিক)। ১২৮৮ সাল।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাও ১২৮৮ সালের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়—দ্র° 'হিন্দুদর্শন,' কার্ত্তিক ১২৮৮।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের বেলওয়ালিপি

(৭ই কার্ত্তিক, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে প্রাপ্ত)

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বি-এস্.সি

এই লিপির প্রাপ্তি ও প্রাপ্তিস্থানের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে পরিষৎ-পত্রিকায় (৫৪শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে মূল পাঠটি প্রকাশ করিতেছি। যেখানে লিপিতে বর্ণাশুদ্ধি আছে, তাহা চিহ্নিত করিব এবং আর সম্পূর্ণ পাঠের বঙ্গানুবাদ দিব না। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধেই মহীপালের বেলওয়ালিপির বঙ্গানুবাদ, টীকা ইত্যাদি দিয়াছি। তাহার অধিকাংশ এই লিপিতেও প্রযোজ্য। যে সকল স্থান সম্পূর্ণ পৃথক, তাহার বিবরণ এই পাঠের সঙ্গে দিতেছি।

সম্মুখভাগ

শ্রীবিগ্রহপালদেব

পংক্তি

১ (ম) ॥ । স্বস্তি মৈত্রীং কারুণ্যরত্ন প্র মুদিতহৃদয়প্রেয়সীং সন্দধান (ণ)

২ : । সম্যকসম্বোধিবিদ্যাসরিদ মলজলক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ ।

৩ জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবম ভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ্য শান্তিং স

৪ শ্রীমান* লোকনাথো জয়তি দ শবলো অন্যশ্চ গোপালদেবঃ ॥ [১]

৫ লক্ষ্মীজন্মনিকেতনং সমকরো বোঢুং ক্ষমক্ষাভরং পক্ষচ্ছেদভয়া

৬ দুপস্থিতবতামেকাশ্রয়ো ভূভৃতাং। মর্যাদাপরিপালনৈকনিরতঃ শৌর্যালয়োহস্মাদ-
ভূদ্দুগ্ধাম্বোধিবিলাসহাসি মহিমা শ্রীধর্ম্ম

৭ পালো নৃপঃ। [২] রামস্যেবগৃহীতসত্যতপসঃ তস্যানুরূপো গুণৈঃ।
সৌমিত্রেরূ[১]পোদিতুল্যমহিমা বাক্‌পালনামানুজঃ। যঃ শ্রীমান্

৮ য় বিক্রমৈকবসতিঃ ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে শূন্যাঃ শত্রুপতাকিনীভি
রকরোদেকাতপত্রা দিশঃ ॥ [৩] তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগ

৯ তীং পুনানঃ পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা। ধর্ম্মদ্বিষাং সম[২]
য়িতা যুধি দেবপালে যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ। [৪] শ্রী

১০ মান বিগ্রহপালস্তৎসূনু[৩]রজাতঃ শত্রুরিব জাতঃ। শত্রুবণিতাপ্রসাধন
বিলোপিবিমলাসি জলধারঃ ॥ [৫] দিকপালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধ

১১ তং দেহে বিভক্তান গুণান শ্রীমন্তংজনয়াম্বভূবতনয়ং নারায়ণং সপ্রভুঃ ॥
যঃ ক্ষোণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাশ্লিষ্টা[৪]ঙ্ঘ্রিপীঠোপলং

---

* হসন্ত ই ১ রূপাদি। ২ শময়িতা। ৩ স্তৎসূনুরজাতঃ। ৪ শ্লিষ্টাঙ্ঘ্রি।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের বেলওয়ালিপি

(সম্মুখ ভাগ)

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের বেলওয়ালিপি
(পশ্চাদ্ভাগ)

পংক্তি
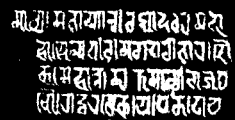
১২ ন্যায়োপাত্তমলংচকার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনং ॥ [৬] তোয়াশয়ৈঃ জলধিমূলগভীরগর্ভৈঃ
দেবালয়ৈশ্চকুলভূধরতুল্যকক্ষৈঃ। বি

১৩ খ্যাতকীর্ত্তিরভবত্তনয়শ্চ তস্য শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যম লোকপালঃ ॥ [৭]
তস্মাৎপূর্ব্বক্ষিতিন্দ্ৰা ন্নিধিরিব মহসাং রাষ্ট্রকূটান্বয়েন্দোঃ তুঙ্গ

১৪ স্যোত্তুঙ্গমৌলেদুর্হিতরিতনয়োভাগ্যদেব্যাংপ্রসূতঃ। শ্রীমান
গোপালদেবশ্চিরতরমবনেরেকপত্ন্যাইবৈকোভর্ত্তাভূন্নৈকরত্নদ্যু-

১৫ তি খচিত চতুস্তি১ন্ধুচিত্রাংশুকায়াঃ ॥ [৮] যং স্বামিনং রাজগুণৈরনূনমাসে
বতে চারুতয়ানুরক্তা ॥ উৎসাহমন্ত্রপ্রভুশক্তিলক্ষী

১৬ : পৃথ্বীসপত্নীমিব শীলয়ন্তী ॥ [৯] তস্মাদ্বভুবসবিতুর্বসুকোটিবর্ষঃ*
কালেনচন্দ্রইব বিগ্রহপালদেবঃ। নেত্রপ্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন

১৭ যেনোদিতেন দলিতোভুবনস্যতাপঃ ॥ [১০] হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরেবাহুদর্পা
দনধিকৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্যপিত্র্যম্। নিহিতচরণপদ্মো

১৮ ভূভৃতাম্মুর্দ্ধিতস্মাদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ ॥ [১১] ত্যজন্দোষাসঙ্গং
শিরসিকৃতপাদঃ ক্ষিতিভৃতাং বিতন্বন্ সর্ব্বাশাঃ প্রস

১৯ ভমুদয়াদ্রেরিবরবিঃ। †হতধ্বান্তস্নিগ্ধপ্রকৃতিরনুরাগৈকবসতি
সুতোধন্যঃ পুণ্যৈরজনি নয়পালোনরপতিঃ ॥ [১২] পীতঃ সজ্জনলোচনৈঃ স্ম

২০ ররিপোঃ পূজানুরক্তঃ সদাসঙ্গ্রামেচবলোঽধিকশ্চহরিতঃ
কালঃ কুলেবিদ্বিষাং। চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাশ্রয়ঃসিতযশঃ পূরৈর্জ্জগল্লম্ভয়ংস্ত

২১ স্মাদ্বিগ্রহপালদেব নৃপতিঃ পুণ্যোর্জ্জিনানামভূৎ ॥ [১৩] দেশে প্রাচিপ্রচুর
পয়সিস্বচ্ছমাপীয়তোয়ং স্বৈরংভ্রান্ত্বাতদনুমলয়োপত্যকা চন্দনেষু।

২২ *কৃত্বাসান্দ্রৈমরুষু জড়তাং শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ প্রালেয়াদ্রেঃ কটকম্
ভজ‡ যস্যসেনা গজেন্দ্রাঃ [১৪] সখলুভাগীরথীপথপ্রবর্ত্তমান না

২৩ নাবিধ নৌবাটক সংপাদিত সেতুবন্ধনিহিত শৈলশিখর শ্রেণীবিভ্রমাত।
নিরতিশয় ঘনঘনাঘনঘটাশ্যামায়মান বাসরলক্ষী

২৪ সমারব্ধসন্তত জলদসময় সন্দেহাৎ। উদীচীনানেক নরপতি
প্রাভৃতিকৃতাপ্রমেয় হয়বাহিনী খরখুরোৎখাত ধূলীধূসরি

২৫ ত দিগন্তরালাৎ। পরমেশ্বর সেবাসমায়াতা শেষজম্বুদ্বীপভূপালান্
ন্ত পাদাতভরণমদবনেঃ। বিলাসপুর সমাবাসিত শ্রীম

২৬ জ্জয়স্কন্ধাবারাৎ। পরমসৌগতো মহারাজাধীরাজ§ শ্রীনয়পাল
—দেব পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বর পরমভট্টারকো মহারাজাধিরা

---

১ চতুঃসিন্ধু। * কোটিবর্ষী। † হতধ্বান্তঃ। ‡ ভজন। § রাজাধিরাজ।

পংক্তি

২৭ জ শ্রীমদ্বিগ্রহপালদেবকুশলী ॥ শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তৌ কাশিত
বীথীবিষয়ান্তঃপাতিপুণ্ডরিকামণ্ডল সম্বদ্ধস্থধন্ত(?)হলকুলি
২৮ নফল্লাবণিকা [ ] রাজখণ্ডীকৃত সার্দ্ধউদমানত্রয়োত্তর
সপদাটবাপত্রয়াধিক দ্রোণদ্বয়োপেতকুল্যপ্রমাণাংশবর্জ্জিতস্ব
২৯ সম্বদ্ধাতি [বিচ্ছিন্নতলোপেত] একাদশোদমানাধিক সার্দ্ধসপ্ত-
দ্রোণোপেতকুল্যাত্রয়প্রমাণাং। [(× ×)] সমুপগতা শেষরাজপুরুষান্।

পশ্চাদ্ভাগ

১ রাজরাজন্যক। রাজপুত্র। রাজা মাত্য। মহাসান্ধিবিগ্রহিক। মহা
২ ক্ষপটলিক। মহাসামন্ত। ম হা সেনাপতি। মহাপ্রতিহার। দৌ
৩ ঃসাধসাধনি[১]। মহাদণ্ডনায় ক। মহাকুমারামাত্য। রাজস্থা
৪ নোপরিক ॥ দাশাপরাধিক। চৌরোদ্ধরণিক। দাণ্ডিক। দাণ্ড-
৫ পাশিক। শৌল্কিকক। গৌল্মিক। ক্ষেত্রপ। প্রান্তপাল। কোট্টপাল।
অঙ্গরক্ষ। তদাযুক্ত বিনিযুক্তক। হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যাপৃতক।
৬ কিশোরবড়বা গোমহিষ্যজাবিকাধ্যক্ষ। দূতপ্রেষণিক। গমাগমিক।
অভিত্বরমাণ। বিষয়পতি। গ্রামপতি। তরিক। গৌড়।
৭ মালব। খস। হূণ। কুলিক। কর্ণাট। লাট। চাট। ভট। সেবকাদীন।
অন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্। রাজপাদোপজীবিনঃ। প্রতিবা
৮ সিনো ব্রাহ্মণোত্তরান্। মহত্তমোত্তমাকুটুম্বিপুরোগ(?)মে
দান্ধ্রচণ্ডালপর্যন্তান্। যথাহং মানয়তি। বোধয়তি। সমাদিশতি
৯ চ। বিদিতমস্তু ভবতাং। যথোপরিলিখিতোঽয়ং গ্রামঃ
স্বসীমাতৃণপুতিগোচরপর্যন্তঃ সতল। স্বোদ্দেশঃ সাম্রমধূকঃ।
১০ স্বজলস্থলঃ। সদশাপচারঃ স চৌরোদ্ধরণঃ। পরিহৃতসর্বপীড়ঃ
অচাটভটপ্রবেশঃ। অকিঞ্চিৎগ্রাহ্যঃ। সমস্তভাগ
১১ ভোগকর হিরণ্যাদি প্রত্যায়সমেতঃ। ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন।
*আক্রার্কক্ষিতিসমকালম্। মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চপুণ্যযশোহ
১২ ভিবৃদ্ধয়ে ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য। ভরদ্বাজস্বগোত্রায়
ভারদ্বাজাঙ্গিরসবার্হস্পত্য প্রবরায়। শ্রীঅনন্তসব্রহ্মচা-
১৩ রিণে। পিপ্পলাদশাখ্যাধ্যায়িনে মীমাংসাব্যাকরণ তর্কবিদ্যা-
বিদে। বাহড়া গ্রামবিনির্গতায়। বেল্লাবা গ্রামবাস্তব্যায়।

---

১ দৌঃসাধসাধনিক। * আচন্দ্রা।

পংক্তি

১৪ মিত্রকরদেবপ্রপৌত্রায়। হৃষীকেশদেবপৌত্রায়। শ্রীপতিদেব
পুত্রায়। শ্রীজয়ানন্দদেবশর্ম্মণে। বিশুবসংক্রান্তৌ বিধিবৎ

১৫ গঙ্গায়াং স্নাত্বা শ(া)সনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। অতোভবদ্ভিঃ
সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যম। ভাবিভিরপি ভূপতিভিঃ। ভূমের্দ্দানফল

১৬ গৌরবাৎ। অপহরণেচ মহানরকপাতভয়াৎ। দানমিদমনুমোদ্য
পালনীয়ম্[1]। প্রতিবাসিভিশ্চ ক্ষেত্রকরৈঃ আজ্ঞাশ্রব

১৭ ণ বিধেয়ীভূয় যথাকালং সমুচিতভাগ ভোগকরহিরণ্যা
দি প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্যইতি॥ সম্বৎ ১১ ভাদ্রদিনে ১৯

১৮ ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ বহুভির্ব্বসুধা দত্তা
রাজভি সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্যতস্য তদা ফল

১৯ ম্॥ ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিম্প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ
পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥ গামেকাং স্বর্ণমেক

২০ ঞ্চ। ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলং হরন্নরকমায়াতি যাবদাহুতস

ম্লবম্। ষষ্টিম্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদাত ভূমিদঃ। আক্ষে

২১ প্তা চানুমন্তাচ তান্যেব নরকে বসেৎ॥ স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা
যো হরেত বসুন্ধরাম্। স বিষ্ঠায়াং কৃমি ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ প

২২ চ্যতে॥ সর্ব্বানেতান্ভাবিনঃ প্রার্থিবেন্দ্রা ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থয়তেষ
রামঃ। সামান্যোঽয়ং ধর্মসেতুর্নৃপাণাং কালে কালে পা[1]ল

২৩ নিয়ঃ ক্রমেণ। ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রীয়মনু[2] চিন্ত্য
মনুষ্যজীবিতঞ্চ। স[ক]ল মিদং মুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন হি

২৪ পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা ইতি॥ শ্রীমদ্বিগ্রহপালেন
ক্ষ্মাপাল-কুলমৌলিনা। তাম্রানুশাসনেদূতঃ [স্বীকৃ]তঃ

২৫ শ্রীত্রিলোচনঃ॥ সিনিগড়া গ্রামনির্ষাত হরদেবস্য
সু[3]না। ইদং শাসনমুৎকীর্ণং পৃথ্বী [দেবেন শি]ল্পিনা॥

বিগ্রহপালদেবের এই বেলওয়া-লিপির [১২] ও [১৩] নম্বর শ্লোকের বঙ্গানুবাদ মহীপালের বেলওয়া-লিপির বঙ্গানুবাদের সঙ্গে প্রদত্ত হয় নাই। কারণ, উহাতে এই শ্লোকগুলি ছিল না, থাকিবার কথাও নহে। এই কারণ উহার বঙ্গানুবাদ এখানে প্রদত্ত হইল।

"উদয়গিরি হইতে রবির ন্যায় মহীপালদেবের মহনীয় পুণ্যবলে নয়পাল জন্মগ্রহণ করেন, যিনি রমণী-আসক্তি ত্যাগ করিয়া রাজাদের মাথায় পা রাখিয়া আশা সকল বিস্তার করিয়াছিলেন এবং যিনি ফলশোভিত বৃক্ষের ন্যায় স্নিগ্ধপ্রকৃতি ও অনুরাগের আধার।" [১২]

---

১ পালনীয়ঃ। ২ শ্রিয়মনুবিচিন্ত্য। ৩ সুনুনা।

"তাঁহা হইতে লোকদিগের পুণ্যহেতু বিগ্রহপালদেব জন্মগ্রহণ করেন। যিনি সজ্জনদের লোচনদ্বারা পীত হইতেন, সর্বদা স্মররিপুর পূজায় অনুরক্ত, যাঁহার বাহুবল সংগ্রামস্থলে দর্শিত হইত, অধিক যুদ্ধকারী শত্রুকুলের যিনি কালস্বরূপ, চারি বর্ণের আশ্রয়, যাঁহার যশোরাশিতে দিক্‌মণ্ডল ধবলিত হইয়াছিল।" [১৩]

এই শাসনের দত্ত বস্তু হইতেছে; ২৭, ২৮, ২৯ পংক্তি, সম্মুখভাগ।

"পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত ফাণিতবীথী বিষয়ান্তঃপাতি পুণ্ডরিকামণ্ডলসম্বন্ধ স্বধচ্ছ(?)হল-কুলিন-ফল্লাবনিক (অর্থাৎ যে ভূমিতে উৎকৃষ্ট হলের ফলক সুধচ্ছ অর্থাৎ (?)ফলবান্ হইয়াছে)...রাজখণ্ডীকৃত সাড়ে তিন উদমানের অধিক সপণাট তিন বাপের অধিক দুই দ্রোণ পাঁচ কুল্য প্রমাণ এবং সবঙ্গিত সম্বন্ধ একাদশ উদমানের অধিক সাড়ে সাত দ্রোণ সমন্বিত তিন কুল্যপ্রমাণ (ভূমি)"

দানগ্রহীতার পরিচয়-সংশ্লিষ্ট শাসন-অংশে নিম্নরূপ পাওয়া যায়—১২, ১৩, ১৪ পংক্তি; পশ্চাদ্ভাগ। "ভরদ্বাজ গোত্র, ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবর, শ্রীঅনন্তের সব্রহ্মচারী, পিপ্পলাদশাখাধ্যায়ী, মীমাংসাব্যাকরণ-তর্ক-বিদ্যাবিৎ, বাহড়া গ্রাম হইতে বিনির্গত, বেল্লাবা-গ্রামবাসী মিত্রকরদেবের প্রপৌত্র, হৃষীকেশদেবের পৌত্র, শ্রীপতিদেবের পুত্র শ্রীজয়ানন্দ দেব-শর্ম্মাকে বিশুবসংক্রান্তি সময়ে বিধিবৎ গঙ্গায় স্নান করিয়া শাসনবদ্ধ করিয়া আমরা প্রদান করিলাম।" এই গ্রাম বেল্লাবা হইল এখনকার বেলওয়া এবং এখনকার পার্শ্ববর্ত্তী চকবয়ড়া গ্রাম হইল বাহড়াগ্রাম।

বেলওয়ায় ছয়ঘাটির বিরাট্ দীঘির পাড়ে একটি উচু ইষ্টকস্তূপ দেখিয়াছিলাম। স্থানীয় মুসলমানরা বলিলেন, "ঐটি একটি পীরের দরগা ছিল। ঐ পার্শ্বে ছিল তাঁহার ব্যবহারের ইন্দারা, এখন মাটিতে ঢাকা পড়িয়াছে, তাহাতে বড় ঘাস গজাইয়াছে, উহা গরুতেও খায় না দেখুন; চাষীও ও জমিটুকু ছাড়িয়া দিয়াই হাল চালায়।"

স্বভাবতই যেমন হয়: উহা কোন হিন্দু দেবমন্দিরের আদিস্থান বলিয়া আমার ধারণা জন্মিল। অল্প দূরে পরিখাবেষ্টিত স্থানে 'গুদির ধাপ' নামক যে স্তূপ দেখিলাম, তাহা খুঁড়িলে হয় ত কিছু এমন চিহ্ন পাওয়া যাইতে পারে, যাহা দ্বারা মহীপালের শাসনটি কেমন করিয়া বেলওয়ায় আসিল, তাহা ধরা যাইত। অথবা ঐ শাসনের দানগ্রহীতা শ্রীজীবধর দেবশর্ম্মা (হস্তিদাসগোত্র) এই 'বেল্লাবা'রই মন্দিরের (?) অর্চ্চ ছিলেন; এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের এই বেলওয়া-শাসনের দানগ্রহীতা শ্রীজয়ানন্দ দেবশর্ম্মা (ভরদ্বাজগোত্র) পরবর্ত্তী কালে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন।

প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ বর্ণনায় তৃতীয় বিগ্রহপালের লিপিতেও বাপ, কুল্য ও দ্রোণের সঙ্গে 'প্রমাণ' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তবু মহীপালের বেলওয়া-লিপির 'প্রমাণে'র তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে না।

মহীপালের বেলওয়া-লিপির 'ফাণিতবীথি,' তৃতীয় বিগ্রহপালের বেলওয়া-লিপিতে ফাণিতবীথি বিষয় হইয়াছে অর্থাৎ বীথি যদি থানা-সদৃশ হয় এবং বিষয় যদি জেলার অনুরূপ

হয় (এই মতই এত দিন চলিয়া আসিতেছে), তবে পিতামহের আমলের 'বীথি,' নাতির আমলে 'বিষয়' হইয়া উন্নত হইয়াছে। কিন্তু বিষয়ের আগে ফাণিতের 'বীথি' সংজ্ঞা ঘুচিল না কেন ?

ছয়ঘাটির বিলের পাড়ে পীরের পীঠস্থানে যিনি শেষ ফকির ছিলেন, তাঁহার হাতের মৎস্যচিহ্নযুক্ত একটি ত্রিশূলের অগ্রভাগ স্থানীয় একজন মুসলমানের গৃহে ছিল। উহাতে যাহা কিছু লেখা আছে, তাহা আমি নকল করিয়া আনিয়াছি। উহা হইতে পৃথক্ আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

বরেন্দ্রভূমির কৈবর্ত্তবিদ্রোহের সহিত বেলওয়ার মহীপাল ও তৃতীয় বিগ্রহপালের শাসনোক্ত পুণ্ড্রিকামণ্ডলের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। বস্তুত ইহাই কৈবর্ত্তদের আদি স্থান বলিয়া বোধ হয়। টলেমী-বর্ণিত পেণ্টাপোলস (Pentapolis) হইল মহীপাল-লিপিতে উল্লিখিত পঞ্চনগরীবিষয়ের কেন্দ্র এবং চতুর্গ্রাম হইল চৌঘাটী, যাহার অপর নাম হইল ঘোড়াঘাট। এই পঞ্চনগরী মুসলমান আমলে পাঁচবিবি হইয়াছিল এবং পঞ্চনগরীর বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ পাঁচবিবি রেলস্টেশনের তুই মাইল দূরস্থিত পাথুরেঘাটাতে তুলসীগঙ্গার নদীর তীর এখনও বিস্তৃত রহিয়াছে। বেলওয়ার মহীপাল-লিপির 'ফাণিতবীথি' তাঁহার নাতি তৃতীয় বিগ্রহপালের বেলওয়া-লিপিতে 'ফাণিতবীথিবিষয়' হইয়াছে। এবং এই বিষয়টির কেন্দ্র কালে কালে সম্ভবত বর্দ্ধনকোট নাম পাইয়াছিল, ঠিক যেমন করিয়া কোটীবর্ষবিষয়ের কেন্দ্র কালে কালে দেবীকোট বা দেবকোট নাম পাইয়াছিল। ফাণিত নামটি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, নিকটেই সম্ভবত ফাণিত—পাণিত—পানিতোলা নাম নিয়া এখনও টিকিয়া আছে। উল্লিখিত বর্ণনাগুলির বিস্তৃত আলোচনা মৎরচিত প্রবন্ধে "বেলওয়ার তাম্রশাসনের দেশে" দ্রষ্টব্য। বিভিন্ন গ্রন্থ, স্থানীয় প্রাকৃতিক অবস্থা, এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক গঠন ও নদীগুলির অবস্থান, গতিপরিবর্ত্তন এবং প্রাচীন চিহ্নাদি অবলম্বনে রচিত এই প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। (১৩৫৫ ফাল্গুন, পৃঃ ১৯২ ; ১৩৫৬ বৈশাখ, পৃঃ ৪০৬ ; ১৩৫৬ ভাদ্র, পৃঃ ২৩০)।

পাল-রাজাদের জয়স্কন্ধাবারগুলি সবই ভাগীরথীতীরে, এই বর্ণনা ইঁহাদের সব তাম্রশাসনগুলিতেই আছে। সুতরাং প্রধানত ভাগীরথীতীরেই এইগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করিতেছি।

বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিশ বৎসর পূর্ব্বে 'কাশীনাথ বিদ্যানিবাস' সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ মুদ্রিত করেন (সা-প-প, ১৩৩৭, ৪র্থ সংখ্যা)। যে বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত স্বকীয় জীবদ্দশায় "সর্ব্বজগতীপ্রতিষ্ঠিতভট্টাচার্য্যৌঘমৌলিরত্ন"-রূপে তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সারস্বত পীঠ কাশীধামে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র ভারতব্যাপী এক অনন্যসাধারণ মর্য্যাদার ভাজন হইতে পারিয়াছিলেন, বিপুল বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ঐ একটীমাত্র পৃথক্ প্রবন্ধে এবং অপর কতিপয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে মাত্র তাঁহার ক্ষীণ স্মৃতিকথা নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আছে। পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতির অতিশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আধারের প্রতি অধুনাতন প্রগতিশীল আত্মঘাতী বাঙ্গালী জাতির অতিভয়াবহ এই মনোবৃত্তি শোচনীয় সন্দেহ নাই। অথচ বিদ্যানিবাসের জীবন-কথার উপকরণ দুষ্প্রাপ্য নহে। আমরা ক্ষুদ্র চেষ্টায় যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তদ্দ্বারা শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের সংশোধন ও বহুল পরিবর্দ্ধন আবশ্যক হইয়াছে।

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে লক্ষ্মীধর-রচিত 'কৃত্যকল্পতরু' গ্রন্থের দানকাণ্ডের একখানি পুথি রক্ষিত আছে—পুষ্পিকা হইতে জানা যায়, ১৫১০ শকাব্দে বিদ্যানিবাস ইহা লেখাইয়াছিলেন :—

সর্ব্বেষাং মৌলিরত্নানাং ভট্টাচার্য্যমহাত্মনাং।
এতদ্বিদ্যানিবাসানাং দানকাণ্ডাখ্যপুস্তকং ॥
ব্যোমেন্দুশরশীতাংশুমিতশাকে বিশেষতঃ।
শূদ্রেণ কবিচন্দ্রেণ বিলিখ্য পরিশোধিতং ॥

(১৪৬১ সংখ্যক পুথি, *I. O.*, *I*, p. 407)

এই মূল্যবান্ গ্রন্থখানি কোলব্রুক্ সাহেব কাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন, জানিবার উপায় নাই। নদীয়া জিলার উলানিবাসী দীননাথ ভট্টাচার্য্যের গৃহে রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃত্যকল্পতরুর অপর এক কাণ্ডের পুথি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাও বিদ্যানিবাসের লেখান :—(L. 2183)

সর্ব্বজগতীপ্রতিষ্ঠিতভট্টাচার্য্যৌঘমৌলিরত্নানাং।
নৈয়তকালিকপুস্তকমেতদ্বিদ্যানিবাসানাম্ ॥
দিক্‌পক্ষদিবসগণিতে শাকে চৈত্রস্য সপ্তমাংশে।
পরিপূরিতং বিলিখ্য শ্রীরবিচন্দ্রেণ শূদ্রেণ ॥

পুথিদ্বয়ের লিপিকাল ও পুষ্পিকার ভাষা হইতে অনুমান হয়, লিপিকার একই ব্যক্তি ছিলেন—সম্ভবতঃ কবিচন্দ্র নামটীই ভুল করিয়া রবিচন্দ্র পঠিত হইয়াছে। অনুগত লিপিকার বিদ্যানিবাসের যে বিশেষণ-পদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে অতিরঞ্জিত নহে। ১৫১০

শকের চৈত্র মাসে (১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে) অতি প্রাচীন অবস্থায় জীবিত থাকিয়া তিনি যে 'ভট্টাচার্য্য' অর্থাৎ নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, পুথিদ্বয় ব্যতীত অন্য প্রমাণও তদ্বিষয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিদ্যানিবাসের কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ (সিদ্ধান্ত-) পঞ্চানন বৃন্দাবনে বসিয়া ১৫৫৬ শকে গৌতমসূত্রবৃত্তি রচনা করেন। প্রারম্ভে পিতৃবন্দনা-শ্লোকটী উদ্ধারযোগ্য :—(চতুর্থ শ্লোক)

> অদ্বৈতং গুরুধর্ম্ময়োরিব লসৎস্বামণ্ডলীমণ্ডনং
> রূপং কিঞ্চন পৌরুষং গির ইব প্রাগল্ভ্যসম্পাদকম্।
> দানে কর্ণমিবাবতীর্ণমপরং দীনে দয়াদক্ষিণং
> তাতং বিশ্ববিসারিচারুযশসং বিদ্যানিবাসং ভুমঃ ॥

ইহাও সরস্বতীর পুরুষাবতার বিশ্ববিসারিকীর্ত্তি বিদ্যানিবাসের প্রতি পিতৃভক্তির উচ্ছ্বাসমাত্র নহে।

আকবরের অভিষেককালে বিদ্যানিবাসঃ—আইন্-ই-আক্‌বরী গ্রন্থে সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের একটী তালিকা পাওয়া যায়। মোট ১৪০ জনের মধ্যে ৩২ জন হিন্দু। তালিকাটী আকবরের অভিষেককালে (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; কারণ, তালিকাভুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তি গ্রন্থরচনাকালে (১৫৯৭ খ্রীঃ) জীবিত ছিলেন না এবং কয়েক জন (১১, ২৯, ৩৪, ৩৯ ও ১০০ সংখ্যক মুছলমান—Blochmann : *Ain-i-Akbari*, Vol I, pp. 537-47 দ্রষ্টব্য) ৯৬৯-৭০ হিজরী সনেই (১৫৬২-৩ খ্রীঃ) পরলোকগত হইয়াছিলেন। আকবরের অভিষেককালে ভারতীয় পণ্ডিতদের শীর্ষস্থানে শ্রেণীবিভাগক্রমে নিম্নলিখিত মহামনীষীরা অধিষ্ঠিত ছিলেন, ব্লকম্যান সাহেব ইঁহাদের পরিচয়াদি কিছু মাত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং অপর কেহ অতীব মূল্যবান্ এই তালিকাটীর প্রতি সাদর দৃষ্টিপাত করেন নাই (I. H. Q., XIII, pp. 31-6 দ্রষ্টব্য)। প্রথম শ্রেণীতে পরমতত্ত্ববিৎ যোগী ও সন্ন্যাসীর নাম—মাধব সরস্বতী, মধুসূদন, নারায়ণ আশ্রম, হরিজয় সূরি (জৈন), দামোদর ভট্ট, রামতীর্থ, নরসিংহ, পরমানন্দ ও আদিত্য (?), মোট নয় জন। সুপ্রসিদ্ধ মধুসূদন (সরস্বতী) ও তদীয় বিদ্যাগুরু মাধব সরস্বতীর নাম এই তালিকার প্রারম্ভে উল্লিখিত হওয়ায় বুঝা যায়, উভয়ে খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদেই (১৫২৫-৫০খ্রীঃ মধ্যে) কাশীর পরমহংস সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী মধুসূদন সরস্বতী অনেক পরবর্ত্তী এবং ভিন্ন ব্যক্তি।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষাগুরুস্থানীয় মাত্র দুই জনের নাম আছে, রামভদ্র ও চিদ্রূপ। তৃতীয় শ্রেণীতে একটীও হিন্দু নাই। চতুর্থ শ্রেণীতে ৭ জন মাত্র মুছলমানের সঙ্গে ১৫ জন তার্কিক মহাপণ্ডিতের নাম দৃষ্ট হয়—নারায়ণ, মাধব ভট্ট, শ্রীভট্ট, বিশ্বনাথ, রামকৃষ্ণ, বলভদ্র মিশ্র, বাসুদেব মিশ্র, বামন ভট্ট, **বিদ্যানিবাস**, গৌরীনাথ, গোপীনাথ, কৃষ্ণপণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য, ভগীরথ ভট্টাচার্য্য ও কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে বিদ্যানিবাসের নাম ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দেই সম্রাট্-দরবারে ঘোষিত হইয়াছিল। ৩০ বৎসর পরে

ইঁহারা প্রায় সকলে পরলোকগত হইলে একমাত্র বিদ্যানিবাসই জীবিত থাকিয়া পণ্ডিত-সমাজে যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বথা অতুলনীয়—প্রত্যক্ষদর্শী লিপিকর কবিচন্দ্র ও পুত্র বিশ্বনাথ এই অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠার বর্ণনায় সুতরাংই ভাষা খুঁজিয়া পান নাই। তালিকার অবশিষ্ট নামমধ্যে চারি জন চিকিৎসক—মহাদেব, ভীমনাথ, নারায়ণ ও শিবাজী—এবং দুই জন বোধ হয় জৈন, বিজয়সেন সূরি ও ভানুচন্দ্র।

কাশীর মুক্তিমণ্ডপে ১৫০৫ শকাব্দে (১৫৮৩ খ্রী.) একটি সামাজিক সভা হইয়াছিল এবং তাহার নির্ণয়পত্রে নানাদেশীয় প্রধান পণ্ডিতদের মধ্যে 'বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য' প্রমুখ গৌড়ের স্বাক্ষর আছে (চিতলেভট্টপ্রকরণ, পৃ ৭৭)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, টোডরমল্লের সম্মুখে বিদ্যানিবাসের সহিত নারায়ণভট্টের বিচার হইয়াছিল (*Ind. Ant.* 1912, p. 10)। ইহা খুবই সম্ভবপর, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এতদ্বিষয়ক মূল প্রমাণ-পত্র এখন অপ্রাপ্য।

বিদ্যানিবাসের রচনাবলী :—পণ্ডিতদের জীবনীর প্রধান উপকরণ দুইটী—তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলী এবং তাঁহাদের পারিবারিক বিবরণ। গ্রন্থমধ্যেই গ্রন্থকারের জীবন-কথা বহুল পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে পণ্ডিতের এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী পণ্ডিতের জীবনী উদ্ধার করা অতীব দুঃসাধ্য এবং কুলপঞ্জী প্রভৃতি হইতে পারিবারিক বিবরণ উদ্ধার করা বর্ত্তমানে আরও কষ্টকর। দ্বিবিধ উপকরণই বাঙ্গলাদেশে পরম উপেক্ষা ও অনাদরের বস্তু হইয়া আছে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে তাহা হইতে যেটুকু উদ্ধার করিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

তত্ত্বচিন্তামণিবিবেচন : খ্রীষ্টীয় ১৫শ-১৬শ শতাব্দীতে পূর্ব্বভারতে প্রতিভার একমাত্র বিলাসস্থল ছিল নব্যন্যায়ের আকরগ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণির পঙ্‌ক্তিবিচার। ঐ যুগের প্রায় সমস্ত প্রতিভাবান্ পণ্ডিত তদুপরি টীকা রচনা করিয়া তদানীন্তন শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যানিবাসেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই—তিনিও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করিয়া অমর হইতে চাহিয়াছিলেন। বিদ্যানিবাস-রচিত মণিটীকার প্রত্যক্ষখণ্ডের কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার বিবরণ পূর্ব্বতন এক প্রবন্ধে আমরা প্রকাশ করিয়াছি (সা-প-প, ১৩৫৩, পৃ. ১৬-১৭)। প্রতিলিপিটী বিদ্যানিবাস স্বয়ং লেখাইয়াছিলেন। কাশীতে তাঁহার বংশ বিলুপ্ত হইলে এই অতিদুর্ল্লভ গ্রন্থ কাশী সংস্কৃত কলেজের ন্যায়ের অধ্যাপক (১৮১৩-৩৩ খ্রীঃ) সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চাননের হস্তগত হয়; চন্দ্রনারায়ণের উত্তরাধিকারী ৺হরিহর শাস্ত্রীর গৃহ হইতে অল্প কাল হইল কাশীর সরস্বতীভবনে ইহা সাদরে স্থাপিত ও পরিরক্ষিত হইতেছে। এই টীকার শব্দখণ্ডও কাশীর দুর্গাঘাটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল (H. P. Shastri : Report on the Search of Sans. Mss., 1901-2 to 1905-6, p. 17)—তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। বিদ্যানিবাসের এই মণিটীকা শিরোমণির দীধিতিগ্রন্থের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। কারণ, শিরোমণির নাম কিম্বা সন্দর্ভ তন্মধ্যে উদ্ধৃত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহার রচনাকালে

বিদ্যানিবাসের পিতামহ 'শ্রীবিশারদচরণাঃ' (৫।১২ পত্রে) জীবিত ছিলেন। তৃতীয়তঃ, বিদ্যানিবাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি দীধিতির অনুমানখণ্ডের টীকায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, এক স্থলে শিরোমণি "অস্মৎপিতৃচরণানাং" (অর্থাৎ বিদ্যানিবাসের) বিবক্ষা উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়, বিদ্যানিবাসের কালবিচারে তাহা আলোচিত হইল।

মুগ্ধবোধের আদি টীকাকার 'বিদ্যানিবাস' সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি ছিলেন, যদিও হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-প্রমুখ সকলেই তাঁহাকে এযাবৎ অভিন্ন ধরিয়াছেন (ফণিভূষণ তর্কবাগীশ : ন্যায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ৫৮-৯)। বিদ্যানিবাস একটী উপাধি মাত্র এবং বাঙ্গালা দেশে এক সময়ে ইহার বহুল প্রচার ছিল। আমরা 'বিদ্যানিবাস' উপাধিধারী প্রায় ৫০ জন পণ্ডিতের নাম সংগ্রহ করিয়াছি। বৈয়াকরণ বিদ্যানিবাসের গ্রন্থ এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে এবং তাঁহার পরিচয়াদি জানিবার কোন সূত্র অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে তিনি যে আলোচ্য মহাপণ্ডিত হইতে পৃথক্ ছিলেন, তাহা অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে। প্রথমতঃ, মুগ্ধবোধটীকাকার দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশের (১৬৩৯ খ্রী.) পূর্ব্ববর্ত্তী মহাদেব সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাম তর্কবাগীশ এবং তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যানিবাস খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন। বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য তাঁহার সমকালীন হইয়া থাকিলেও বাঙ্গালা দেশে দীর্ঘকাল বাস করেন নাই এবং মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণকে বঙ্গদেশে প্রচলিত করার সম্ভাবনা, সুযোগ বা সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। তাঁহার পুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি ও বিশ্বনাথ কুত্রাপি তাঁহার বৈয়াকরণত্ব ও ব্যাকরণগ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, বিশারদগোষ্ঠী খুব সম্ভবতঃ কলাপব্যাকরণে অধীতী ছিল, কলাপের প্রসিদ্ধ টীকাকার পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর এই গোষ্ঠীসম্ভূত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় (সা-প-প, ১৩৪৭, পৃ. ১৫৮ ; ১৩৫৩, পৃ. ১৪-৫)। তৃতীয়তঃ, রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি প্রত্যক্ষদীধিতির টীকার এক স্থলে 'কৃত্যযুটোঽন্যত্রাপি' (কলাপের সূত্রবিশেষ) উদ্ধৃত করিয়াছেন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৬৫২ সংখ্যক সংস্কৃত পুথির ৭।২ পত্র)—তাঁহার পিতা মুগ্ধবোধের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক টীকাকার হইয়া থাকিলে ইহা একান্তভাবে অসম্ভব হয়।

দ্বাদশযাত্রাপদ্ধতিঃ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধই এত কাল বিদ্যানিবাসের গ্রন্থকর্তৃত্ব প্রমাণিত করিয়া রাখিয়াছিল—রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'দোলারোহণপদ্ধতি' নাম দিয়া ইহার ক্ষুদ্র বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন (L. 413)। আমাদের নিকট রক্ষিত একখানি উৎকৃষ্ট প্রতিলিপি হইতে গ্রন্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল (পত্রসংখ্যা ২২)। গ্রন্থারম্ভ এই :—

> ব্রহ্মাখ্যাদলহোদয়নির্ভররসমাধুরীভাজি।
> বিদ্যানিবাসভণিতে যাত্রাকর্মাণি সাত্বতাং ভর্ত্তুঃ॥
> কো বিধিঃ কস্য নিষেধো যত্নীলা যথা তথা সেব্যা।
> তদ্বিবেকাদবিবেকান্মনো নিরাকুর্ম্মঃ॥

ইহ খলু ভগবদর্চনানুপস্থিতপ্রোৎসাহকলিত ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতের্ভক্তিযোগ এবোক্তেন্দ্র ইতি

ব্রহ্মবিজ্ঞাপিতে প্রতিরূপিণা ভগবতা বরপ্রদানেন যাত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। যথা ব্রহ্মোবাচ···। দ্বাদশ যাত্রার ক্রম এই গ্রন্থানুসারে যথা—জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা (৩-৭ পত্রে), গুণ্ডিচাযাত্রা (৭-১২), শয়নোৎসব (১৩), দক্ষিণায়নোৎসব, পার্শ্ব-পরীবর্ত্তন (১৩।২), উত্থাপন (১৪।২), প্রাবরণোৎসব (১৫।২), পুষ্যাভিষেক (১৭।২), নবশস্য (১৮।১), দোলযাত্রা (২০।১), দমনভঞ্জন (২১।১) ও সর্ব্বশেষে অক্ষয়তৃতীয়া (২২।১)। গ্রন্থশেষ যথা,

ইত্যক্ষয়চন্দনযাত্রাবিধিঃ॥ অন্যচ্চ গরুড়পুরাণে,
চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং রমাপতিং।
দোলারূঢ়ং সমভ্যর্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ॥
দোলারূঢ়ং প্রপশ্যন্তি যে কৃষ্ণং মধুমাধবে।
অপরাধসহস্রৈস্তু মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ইতি গারুড়ো দোলোৎসববিধিঃ॥
ইতি শ্রীবিদ্যানিবাসকৃতদ্বাদশযাত্রাপদ্ধতিঃ সমাপ্তা॥

যাত্রার ক্রম হইতে বুঝা যায়, বিদ্যানিবাস বঙ্গীয় রীতি অনুসরণ না করিয়া, পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এই নিবন্ধ খুব সম্ভবতঃ উৎকলে বাসকালে লিখিত হইয়াছিল। ইহা প্রয়োগাত্মক, প্রমাণ-বিচার অতি সংক্ষিপ্ত। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের 'দ্বাদশযাত্রাতত্ত্ব' নামক নিবন্ধের প্রমাণাংশ ও প্রয়োগাংশ সম্পূর্ণ পৃথক্। রঘুনন্দন চান্দনী হইতে দমন-ভঞ্জিকার উল্লেখ করিয়া বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যানিবাসের বয়ঃকনিষ্ঠ ও পরবর্ত্তী ছিলেন। যাত্রাতত্ত্বে বিদ্যানিবাসের বর্ত্তমান গ্রন্থ হইতে একাধিক বচন প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে, যদিও প্রায় সমকালীন বিদ্যানিবাসের নামোল্লেখ রঘুনন্দনের কোন গ্রন্থে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী স্থল লিখিত হইল :—

ইদং পবিত্রং পরমং রহস্যং ব্রহ্মণোদিতং। কারয়িত্বাপি বা দৃষ্ট্বা নরো নৈবাবসীদতি। ইত্যাদি। অপি বেতি পক্ষান্তরসূচনাদ্‌গুণ্ডিচাফলাতিদেশাৎ যো যথাকর্ত্তুমর্হতীত্যুক্তেশ্চ।······ ন চৈতস্য প্রকরণাজ্জগন্নাথমূর্ত্তিপরতেতি বাচ্যং পূর্ব্ববচনৈঃ সমমেকমূলত্বে সম্ভবতি মূলভেদকল্পনা-গৌরবাৎ।···দোলমহোৎসবে তু গোবিন্দমূর্ত্তিবিহিতত্বেন সুতরাং সাধারণমেব। মহাজনপরিগৃহীতং সর্ব্বদেশীয়াচারপরিপ্রাপ্তঞ্চৈতৎ ন বিকল্প্যমর্হতীরিতি। (বিদ্যানিবাস, ২-৩ পত্র)

ইদং (পবিত্রং) পরমং রহস্যং ব্রহ্মণোদিতং কারয়িত্বাথবা দৃষ্ট্বা নরো বৈ নৈব সীদতি। অথবেতি পক্ষান্তরসূচনাৎ গুণ্ডিকাফলাতিদেশাৎ যো যথা কর্ত্তুমর্হতি ইত্যুক্তেশ্চ। ন চৈতস্য প্রকরণাৎ জগন্নাথপরতেতি বাচ্যং "প্রকরণাৎ বাক্যস্য বলবত্ত্বাৎ সঙ্কোচে মানাভাবাচ্চ"। দোলোৎসবে তু গোবিন্দমূর্ত্তের্বিহিতত্বেন সুতরাং সাধারণ্যমেব। মহাজনপরিগৃহীতং সর্ব্বদেশীয়াচারপরিপ্রাপ্তঞ্চৈতৎ ন বিকল্পনীয়মর্হতীরিতি। (যাত্রাতত্ত্ব, পৃ. ২১ ; অস্মদীয় পুথির ৯।২ পত্র)

চিহ্নিত স্থলে রঘুনন্দনের যুক্তির উৎকর্ষ এবং অন্যত্র সন্দর্ভদ্বয়ের অভিন্নতা লক্ষ্য করিলে রঘুনন্দনের পরবর্ত্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সচ্চরিতমীমাংসা ঃ—১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ওফ্রেক্ট সাহেব অক্‌স্‌ফোর্ডে রক্ষিত সংস্কৃত পুথির বিবরণীগ্রন্থে পুরুষোত্তম-রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্যস্থাপক 'অবতারবাদাবলী' নামক এক

ক্ষুদ্র নিবন্ধের পরিচয় প্রদান করেন। তন্মধ্যে যে সকল গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, 'বিদ্যানিবাস-ভট্টাচার্য্য'-রচিত 'সচ্চরিতমীমাংসা' তাহাদের অন্যতম। (Aufrecht : *Oxf. Cat.*, p. 38)। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এই দুর্লভ গ্রন্থের খণ্ডিত একখানি প্রতিলিপি বরোদার প্রাচ্যমন্দিরে সংগৃহীত হয়। বরোদা এবং কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে এই ছিন্নভিন্ন ভ্রমপ্রমাদবহুল সুপ্রাচীন প্রতিলিপির চিত্রাবলী আমরা সম্যক্ পরীক্ষা করার সুযোগ পাইয়া বিদ্যানিবাস সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইল। সচ্চরিতমীমাংসা সদাচারবিষয়ক সুবৃহৎ ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। ইহার প্রারম্ভাংশ আবিষ্কৃত হয় নাই, একই হস্তাক্ষরে লিখিত তিনটী পৃথগংশ পাওয়া গিয়াছে। প্রথমাংশের পত্রাঙ্ক ১৬-৬৬, বিষয়বস্তুর পরিচায়ক পদসমূহ এই—অথ গন্ধঃ (১৮।১ পত্র), পুষ্পাণি (ঐ), অথ ধূপঃ (১৯।২), **ইতি সচ্চরিতমিমাংসায়াং দিনভাগত্রয়কৃত্যং সমাপ্তং। চতুর্থে**··· (২৪।২), অথ স্নানং (৩৬।২), স্নানোত্তরকর্ম্ম *(৫৬।১), অথ জপস্তু সামান্যতো ধর্ম্মাঃ (৫০।১), অথ তর্পণং (৫২।২), অথ দেবপূজনং* (৬৪।২)। এই অংশের সংক্ষিপ্ত প্রমাণপঞ্জী ও কতিপয় বচন উদ্ধৃত হইল :—অনিরুদ্ধভট্ট (৫৫।১), আশ্বলায়নগৃহ্য (৩৭।২), কল্পতরু, কাত্যায়ন (ও ভাষ্য), কালাদর্শ (৩০।১), কালিকাপুরাণ, কৌর্ম্ম, গোতম, গোভিল, ত্রিকনাদয়ঃ (৩১।২), দাক্ষিণাত্যস্মৃতি (৩১।১) দেবল, দেবীপুরাণ, ধনঞ্জয়নিবন্ধে (২৮।১), নরসিংহপুরাণ, নারদ, পিতামহ, পিতৃদয়িতা, (৫৫।২), প্রকাশ (৫০।২), বৌধায়ন, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রাহ্মণসর্বস্ব (৫৪।২), ভট্টনারায়ণ (৪৯।১), ভট্টভাষ্য (৩৯।১), ভট্টবার্ত্তিক (৫০।২), ভবিষ্যপুরাণ, ভবিষ্যোত্তর, মৎস্যপুরাণ, মদনপারিজাত (৪৮।২), মহাভারত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, মিতাক্ষরা, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য (৪০।১), রত্নাকর (২৫।১), রামায়ণ, লিখিত, বরাহপুরাণ, বাচস্পতি মিশ্র (২৯।২), বিদ্যাকর বাজপেয়ী (৩৩।২, ৪২।২), বিষ্ণু, বিষ্ণুপুরাণ, ব্যাস, শঙ্খ, শাতাতপ, শ্রীদত্ত (৪৫।১, ৫৫।২), সমুদ্রকরভাষ্য (২৫।১, ৪৭।১), সাংখ্যায়নগৃহ্য, স্কান্দ, হরিহর (৫০।১), হলায়ুধ (৩৪।২, ৩৮।২), হারীত॥ এতদ্ভিন্ন দুই স্থলে স্বরচিত পূর্ব্বতন **শ্রাদ্ধমীমাংসা** গ্রন্থের উল্লেখ আছে—"শ্রাদ্ধাদিকং চ বচনবলাদি(তি) মৎকৃতশ্রাদ্ধমীমাংসায়াং বিস্তরঃ" (২১।১), 'বিস্তরস্তু শ্রাদ্ধমীমাংসায়াং দ্রষ্টব্যমিতি' (? ৩০।১)।

২১।১ পোষ্যবর্গঃ, বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥

ঐ সর্বত ইতি "সার্ববিভক্তিকস্তসিল্" (মুগ্ধবোধের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আদি বাঙ্গালী টীকাকারের পক্ষে এই পাণিনীয়সূত্রোল্লেখ নিতান্তই অসঙ্গত মনে হয়)।

২২।২ তামসী বৃত্তির্ম্লেচ্ছাধিপত্যরূপা···(ম্লেচ্ছ-) রাজপ্রতিগ্রহার্থতিনিষিদ্ধাঃ।

২৫।২ তৈলপদং তিলপ্রভবস্নেহে শক্তং তেন সর্ষপস্নেহাদিষু ন দোষ এতন্মূলকে "অতৈলং সার্ষপং তৈল"মিতি বচনে সার্ষপপদমতসীতৈলাদীনামপ্যুপলক্ষণং, পকতৈলে পুষ্পবাসিত-তৈলে চ ন দোষ ইতি পঠন্তি।

৫৫।২ দেবশর্ম্মেত্যুপপদং গৌড়াদয়ো মন্যন্তে।

দ্বিতীয়াংশের পত্রাঙ্ক ১-৫৮। বিষয়সূচি—শুচি (১।১), আচমনবিধি (৩।১), স্পৃষ্টাস্পৃষ্টিঃ (১১।১), দন্তধাবন (১৬।১), প্রাতঃস্নান (১৮।২), ধর্ম্মকর্ম্মণি সাধারণী পরিভাষা (২১।১), কাল (২৯।১), দানবিধি (৫৩।২)। অতিরিক্ত প্রমাণপঞ্জী :—অপিপাল (৩৬।১), উপায়কৃতঃ (রাত্রিলক্ষণ, ৩০।১), কামরূপীয়নিবন্ধ (৪১।১), কাশীখণ্ড, কোষ' (সংলাপো ভাষণং মিথ ইতি কোষাচ্চ ৭।২), দানসাগর বা সাগর (২৬।১, ৪৬।১, ৫৫।২), ন্যায়ভাষ্য (৫৩।২), পাতঞ্জলভাষ্য (৭।২), প্রতিহস্তকমহাদাননিবন্ধে (৩১।১), ভোজরাজ (৩৩।১), মৎস্যসূক্ত (২৪।১), মহাভাষ্যটীকাকার (২৪।২), মেধাতিথি (৭।১), মোক্ষধর্ম্ম (২২।২), যশোধরভাষ্য (৪১।১), যোগিনীতন্ত্র (২৪।১), বর্দ্ধমান (৫৪।১), বিশ্বরূপ (২২।১), শান্তিদীপিকা (গৌড়ীয়, ৪৩।২), শারদাতিলক (৩২।২), শূলপাণি (১৩।২), প্রাচীনৈঃ সম্ভাব্যাদিকৃতিঃ (?, ৩২।২), হরিশর্ম্মভাষ্য (২১, ৪৩।২)। এই অংশেও এক স্থলে (৩৫।২) "মৎকৃত-শ্রাদ্ধমীমাংসায়াং বিস্তরঃ" লিখিত আছে। কতিপয় মূল্যবান্ সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইল।

২৪।১ এবংবিধানি মৎস্যসূক্ত-যোগিনীতন্ত্রাদীনি বামাগমত্বেন প্রসিদ্ধানি অপ্রমাণানি। গ্রন্থের সর্ব্বত্র বৈদিকাচারের প্রতি পক্ষপাত সুস্পষ্ট।

৩৩।১ দৃশ্যন্তে চ নানাদেশীয়প্রকৃষ্টপণ্ডিতগণাধিষ্ঠিতসভানির্দ্ধারিতার্থকারিণাং গজপতীনাং **পুরুষোত্তমদেব-প্রতাপরুদ্র-মুকুন্দদেবানাং** অষ্টহস্তায়ামবিস্তারাষ্টহস্তরবাতানি কতিচন হোমকুণ্ডানি বর্ত্তন্তে। অধুনা তানি মৃদাচ্ছাদিতানীতি কুণ্ডে করণীবচনং।

৫৩।২ (দানং) স্বস্বত্বনাশোদ্দেশ্যপরস্বত্বোৎপাদকমানসব্যাপারঃ।

৫৪।১ যথা, অদ্য চৈত্রশুক্লপ্রতিপদি কাশ্যাং স্বর্গকামোঽহমিমাং গাং রুদ্রদৈবতাং আত্রেয়গোত্রায় হরিশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যং সম্প্রদদে।

৫৬।২ কারকলক্ষণং তু···ন বা সব্যাপারত্বে সতি ক্রিয়ানিমিত্তং···নিরুক্তষড়ন্যতমত্বমিত্যাহুঃ।

তৃতীয়াংশ দীর্ঘতম, পত্রাঙ্ক ১৭-১০৫। সৌভাগ্যবশতঃ শেষে পুষ্পিকা, রচনাকাল ও পৃষ্ঠপোষক নৃপতির পরিচয়াদি লিপিবদ্ধ আছে। বিষয়সূচি, অথ দীপঃ (২১।১), গন্ধ, প্রণামাদি, পুষ্পাণি, ধূপঃ, অপরাধাঃ, বৈশ্বদেব-বলি, অতিথিপূজা, ভোজন, ভোজ্যাভোজ্যানি, মৎস্য, মাংস, শয়নবিধি। অতিরিক্ত প্রমাণ-পঞ্জী যথা, আচারমাধবীয় (১০১।১), গোবিন্দমানসোল্লাস (২৫।২), নন্দিকেশ্বরপুরাণ (২১।১), পণ্ডিতসর্ব্বস্ব (৭৭।১), পারিজাত (৬৮।১), মাধবমানসোল্লাস (২৫।১), বিজ্ঞানেশ্বর (৮০।১), বিশ্বকোষ (৭২।১), বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর (২৩।১), বিষ্ণুরহস্য (২৬।২), শিবসর্ব্বস্ব (২১।১), স্মৃতিমঞ্জরী (৭৩।১), হরিহরভাষ্য (৮৭।১)। ৩৯।২ পত্রে পাওয়া যায়, বিবেচিতং চৈতন্যদীপ্বরসীতাভাষ্যেঽস্মাভিরিতি। ১০৩।২ পত্রেও স্বরচিত একখানি গ্রন্থের উল্লেখ ছিল, কিন্তু নামটী ত্রুটিত হইয়াছে ("ইত্যাদি মৎ···বিস্তরঃ")।

সমাপ্তি যথা,

আচারাদ্ভবতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদন্নমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণমিতি।

আচারো ভগবদারাধনদ্বারা চ মোক্ষহেতুঃ। যথা ভোগলে (?)

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।

বিষ্ণুরারাধ্যতে নান্যঃ পন্থাস্তত্তোষকারণং।

যো গর্গবংশতিলকঃ কলিভীতধর্ম-

বিশ্রামভূ * * বরঃ শরণং নৃপাণাং।

শ্রীবৈদ্যনাথ-শিখরেশ্বর এষ তস্য

সংদেশনাদজনি সচ্চরিতপ্রবন্ধঃ॥

বিশারদতনুজস্য বিদ্যাবাচস্পতেঃ সুতঃ।

কাশীনাথো হরেঃ প্রীত্যৈ খাষ্টেন্দ্রাব্দে ব্যধাদিমং॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীবিদ্যানিবাসমহাচার্য্য (? ভট্টাচার্য্য-) কৃতা সচ্চরিত-মীমাংসা সমাপ্তা॥

মহাচার্য্য (? ভট্টাচার্য্য) প্রথমগণিতঃ শ্রীলবিদ্যানিবাসঃ।

গ্রন্থং চক্রে যমখি(ল)জনস্বাশ্রমাচারপূর্ণং।

গ্রন্থসংখ্যা * * * শকাব্দা ১৫৪৮। সংবৎ ১৬৮৩

এতদনুসারে 'কাশীনাথ বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য' ১৪৮০ শকাব্দে (১৫৫৮-৯ খ্রী.) এই গ্রন্থ বৈদ্যনাথের গর্গবংশীয় শিখররাজের অনুরোধে রচনা করিয়াছিলেন। এ স্থলে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যানিবাসের প্রকৃত নাম ('কাশীনাথ') প্রামাণিকভাবে জ্ঞাত হওয়া গেল। পঞ্চকোট, শিখরভূমি, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি অঞ্চলে গর্গবংশীয় শিখররাজাদের বংশ এখনও বিদ্যমান আছে। লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, আইন্-ই-আকবরির তালিকায় বিদ্যানিবাস ব্যতীত পৃথক্ এক কাশীনাথ ভট্টাচার্য্যের নাম আছে। তিনি খুব সম্ভবতঃ নবদ্বীপের এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশের আদিপুরুষ 'কাশীনাথ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী' এবং তাঁহার উপাধি হইতেই প্রমাণ হয়, তিনি শীর্ষস্থানীয় নৈয়ায়িক ছিলেন।

বিদ্যানিবাসের এই গ্রন্থে গৌড়ীয় আচারের উল্লেখ থাকিলেও দাক্ষিণাত্যস্মৃতির ও 'মধ্যদেশীয়' আচারের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত সূচিত হইয়াছে। তৃতীয়াংশের ২০।১ পত্রে পাওয়া যায়, "মধ্যদেশীয়াস্তু রবিচারেপি নিষেধমিচ্ছন্তি" (কুশাহরণ বিষয়ে)। ৬৩।১ পত্রেও "মধ্যদেশীয়াস্তু" বলিয়া ভোজ্যাভোজ্যবিষয়ে একটী আচারের বিবৃতি আছে এবং শেষে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে—"অয়মাচারো বিগীতমধ্যদেশাচারত্বাৎ সর্ব্বদেশীয়ৈরনুসর্ত্তুমুচিত ইতি।" এতদ্দ্বারা এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত একটী উদাহরণ-বাক্যদ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, এই গ্রন্থ কাশীতে বসিয়া রচিত হইয়াছিল এবং তখনও কাশীতে মহারাষ্ট্রীয় কিম্বা দ্রাবিড়ী পণ্ডিতদের প্রাধান্য ঘটে নাই, মধ্যদেশীয় অর্থাৎ কান্যকুব্জসমাজের সদাচারের আদর্শই অক্ষুণ্ণ ছিল। এই বৃহৎ গ্রন্থে অনুষ্ঠানাদির বাহুল্য ও কঠোরতা রঘুনন্দনের মতাপেক্ষা অনেক বেশী। ইহার কারণ, কাশীতে কোন কালেই তান্ত্রিকাচার বৈদিকাচারের উপর

প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। রঘুনন্দনাদির গ্রন্থের সহিত এই বাঙ্গালী-রচিত গ্রন্থের তুলনামূলক সমালোচনা সুতরাং ঐতিহাসিকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

বিদ্যানিবাসের নানা শাস্ত্রে বহুতর গ্রন্থ অধুনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি 'দ্রব্যকিরণাবলীপরীক্ষা' গ্রন্থের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোকে পিতৃবন্দনা করিয়াছেন :—

মীমাংসামাংসলপ্রজ্ঞং বেদান্তাম্ভোধিকুম্ভজম্।
ন্যায়াচার্য্যমহং নৌমি তাতং জাতপরাবরম্॥

সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তদর্শনেও তিনি সম্ভবতঃ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বস্থলী হইতে সংগৃহীত দুই পাতার একখানি পুথি "অথ বিদ্যানিবাসীয়ে শালগ্রামমাহাত্ম্যাদি" আমরা দেখিয়াছিলাম। খানাকুল সমাজের প্রসিদ্ধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত "ব্যবস্থাসার-সংগ্রহ" গ্রন্থের এক স্থলে (২৪।২ পত্রে) "বিদ্যানিবাসকৃতাহ্নিকে" বলিয়া বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিবেণীর চন্দ্রশেখর বাচস্পতির রচিত দ্বৈতনির্ণয় গ্রন্থেও "বিদ্যানিবাস-ভট্টাচার্য্যাদয়স্তু" বলিয়া স্মৃতিবিষয়ক বচন পাওয়া যায় (পরিষদের পুথি, ৩৬।১ পত্র)। এতদ্দ্বারা শ্রাদ্ধমীমাংসা ও সচ্চরিতমীমাংসা ব্যতীত বিদ্যানিবাসরচিত অধুনালুপ্ত অপরাপর স্মৃতিগ্রন্থের নির্দ্দেশ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিদ্যানিবাস কাশীনিবাসী হইলেও তাঁহার প্রামাণিকত্ব ও পাণ্ডিত্যের স্মৃতি খ্রী. ১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। মণিটীকা ব্যতীত তিনি ন্যায়শাস্ত্রে অন্য গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন মনে করা যাইতে পারে। তৎপুত্র বিশ্বনাথ পঞ্চানন শিরোমণির নঞ্‌বাদের টীকায় "অস্মৎ-পিতৃচরণাঃ" (পুণার পুথি, ৪।১ পত্র) ও "অস্মাকং পৈতৃকঃ পন্থাঃ" (১০।১) বলিয়া বিদ্যানিবাসের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পদার্থখণ্ডনের টীকায়ও বিশ্বনাথ এক স্থানে লিখিয়াছেন (সোসাইটীর পুথি, পৃ. ২৬; পদার্থখণ্ডন, কাশীর সংস্করণ, পৃ ৩৯ দ্রষ্টব্য) "নিত্যেতি। অত্রাস্মৎপিতৃচরণাঃ" এবং "সতি দ্ব্যণুকাদেঃ ক্ষণিকতাপ্রসঙ্গঃ⋯।" এ স্থলে শিরোমণির সন্দর্ভের উপর বিদ্যানিবাসের মন্তব্য লক্ষ্য করার বিষয়। আমরা রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির টীকাসমূহে কিম্বা অন্যত্র কোথায়ও শিরোমণির ব্যাখ্যাস্থানে বিদ্যানিবাসের নাম আর খুঁজিয়া পাই নাই। বিদ্যানিবাসের রচনাবলী ও শাস্ত্রব্যবসায় সম্বন্ধে বিশ্বনাথের পিতৃবন্দনাশ্লোকস্থ অপূর্ব্ব স্তুতিপদ ("অদ্বৈতং গুরুধর্ম্ময়োরিব") আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকে না যে, একাধারে দর্শনশাস্ত্রে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ঐ যুগে অতুলনীয় ছিল। দার্শনিকদের স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ "গজনিমীলনবৎ" মনোভাব সম্যক্ পরিহার করিয়া তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কঠোরভাবে অনুশীলন ও পরিপালন করিয়াছিলেন।

কুলপরিচয়ঃ—কুলপঞ্জী হইতে আমরা বিদ্যানিবাসের বহু মূল্যবান্ অজ্ঞাতপূর্ব্ব পারিবারিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি; তাহাদের বিবৃতি প্রদত্ত হইল। বিদ্যানিবাসের নিজ বংশধারা অধুনা বিলুপ্তপ্রায়, একটী মাত্র ক্ষীণ ধারা যে এখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত। বিদ্যানিবাসের নামও তাঁহারা অবগত নহেন, তাঁহার পারিবারিক

ঘটনাবলী তো অতি দূরের কথা। এবম্বিধ স্থলে হস্তলিখিত মূল কুলপঞ্জীসমূহ কিরূপ অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক উপকরণসম্ভার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রতি ইতিহাসরসিক ব্যক্তিমাত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। বন্দ্যঘটীয় আখণ্ডল ১৪শ সমীকরণের প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন (ধ্রুবানন্দের মহাবংশ, পৃ. ১৪)। তাঁহার অন্যতম পুত্র তপন—ইঁহার অধস্তন বংশধারা ও কুলক্রিয়ার বিবরণ নানা স্থানে প্রায় ২০টা কুলপঞ্জীতে আমরা লিপিবদ্ধ দেখিয়াছি। কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও তদ্দ্বারা নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক মুদ্রিত বংশাবলীর বহুলাংশে কৃত্রিমতা সুপ্রমাণিত হয় (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ অংশ, ১ম সং, পৃ. ২৯৫-৬; ২য় সং, পৃ. ২৪৮-৯)। তপনের পুত্র পভোক (অর্থাৎ প্রভাকর), তৎপুত্র নারায়ণ, তৎপুত্র রত্নাকর। রত্নাকরের তিন পুত্র তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত ছিলেন—নরহরি বিশারদ, শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী ও শ্রীকান্ত পণ্ডিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিশারদ-পুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌম স্বয়ং অদ্বৈতমকরন্দের টীকায় "বন্দ্যাম্বয়" বলিয়া লিখিয়া গেলেও তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ ঘৃতকৌশিক গোত্রীয়দের আদিপুরুষ ধরিয়া আসিতেছেন এবং একাধিক গ্রন্থে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ৩য় অংশ, পৃ. ২০৭, ২১১; বঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক, পৃ. ৮৪)। বিশারদের "মহেশ্বর" নাম বাসুদেবের উক্তি কিম্বা কুলপঞ্জী দ্বারা সমর্থিত হয় না। বিশারদের বহু কুলক্রিয়ার বিবরণ কুলপঞ্জীতে পাওয়া যায়, বাহুল্যবোধে এখানে পরিত্যক্ত হইল। তাঁহার চারি পুত্রই মহাপণ্ডিত ছিলেন—বাসুদেব সার্ব্বভৌম, কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিরিঞ্চি, বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি (রত্নাকর নহে) ও চণ্ডীদাস বিদ্যানন্দ। ইঁহাদের সকলেরই উল্লেখ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায়—জয়ানন্দ বহু প্রামাণিক বস্তু তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত যাহার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে নবদ্বীপে যে "রাজভয়" উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন :—

বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥

* * * *

তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসী। বিশারদ নিবাস করিলা বারাণসী॥
বিদ্যাবিরিঞ্চী বিদ্যান(ন্দ) নবদ্বিপে। ভট্টাচার্য্যশিরোমণি সভার সমিপে॥

সোসাইটির পুথি হইতে (১০।২ পত্র) অবিকল উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ত্রুটিত পাঠ আছে "বিদ্যান" এবং তদ্দ্বারা মুদ্রিত পাঠ "বিদ্যারণ্য" (সা-প-প, ১৩০৪, পৃ. ২০৬) সমর্থিত হয় না। আমরা দুইখানি কুলপঞ্জীতে বিশারদের কনিষ্ঠ পুত্র চণ্ডীদাসের "বিদ্যানন্দ" উপাধি পাইয়াছি এবং জয়ানন্দ এ স্থলে ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের উপাধি বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া নিজের প্রামাণিকতার পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাবিরিঞ্চি ও বিদ্যানন্দ অতি দুর্লভ উপাধি এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজভয়সত্ত্বেও নবদ্বীপে অবস্থিতি লক্ষ্য করার বিষয়।

বিদ্যাবাচস্পতির সম্বন্ধে কুলপঞ্জীতে যাহা লিখিত আছে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল :— "বিদ্যাবাচস্পতি কন্ত কেম্য মুং রাঘব ভ্রাতৃসার্ব্বভৌমযোগে তৎসুত বিদ্যানিবাশ ভট্টাচার্য্য"

(পরিষদের ২১০২ .সংখ্যক পুথি, ১২১।২ পত্র ও ৪৪১।১ পত্র দ্রষ্টব্য)। কাঁচনার মুখবংশীয় কংসারির পুত্র বাঘব চক্রবর্ত্তীর (ধ্রুবানন্দ, পৃ. ১১৭) নিকট উভয় ভ্রাতা কন্যা বিবাহ দিয়াছিলেন।

"বিদ্যাবাচস্পতেঃ কেম্য চং স্মৃষ্টিধর তৎসুতৌ হৃষিকেশ-কাশীনাথবিদ্যানিবাসভট্টাচার্য্যৌ" (ঐ, ১৩১।২ ক্রোড়পত্র এবং রাজসাহী মিউজিয়ামের পুথি, ১২৮।২ পত্র দ্রষ্টব্য)। এখানে অপর এক জামাতা ও পুত্রের নাম পাওয়া গেল।

বিদ্যানিবাসের কুলক্রিয়া যথা :—"অস্তোচিত চং আচার্য্যপুরন্দর (পরিষদের ঐ পুথি, ১২১।২ পত্র)। কেম্য চং গোপীনাথ (ঐ, ১৩১।২) তৎসুতাঃ রুদ্রভট্টাচার্য্য-বিশ্বনাথপঞ্চানন-নারায়ণভট্টাচার্য্যাঃ" (রাজসাহীর পুথি, অন্যত্র নারায়ণের নাম সর্ব্বাগ্রে আছে)। এখানে বিদ্যানিবাসের এক শ্বশুর ও জামাতার নাম পাওয়া গেল। উভয়ের পরিচয় আমরা উদ্ধার করিয়া দিলাম ; কারণ, বিদ্যানিবাসের কালনির্ণয়ে তাহার উপযোগিতা আছে।

(১) বিভোচট্টবংশীয় "বাণীবিনোদ" আদিকুলীন অরবিন্দের অধস্তন অষ্টম পুরুষ। নামমালা যথা, অরবিন্দ—আহিত—হ্যাকর—বিভো—নৃসিংহ—বামন—লম্বোদর—বাণী-বিনোদ। তৎপুত্র "ভট্টাচার্য্যপুরন্দরস্তোচিত বং গোবিন্দ বং মাধব ন্যূন বং মধু বং হরিদাস ততঃ কন্যা বিদ্যানিবাসেন বিবাহিতা" (পরিষদের ঐ পুথি, ৩২৭।১ পত্র)। পুরন্দর মোটামুটি মুখবংশীয় কামদেব পণ্ডিতের পুত্রদের সমকালীন ছিলেন। কামদেবপুত্র সুধাকর সার্ব্বভৌমপুত্র জলেশ্বরের (অর্থাৎ বিদ্যানিবাসের জ্যেঠাত ভাইয়ের) শ্বশুর ছিলেন এবং কুলপঞ্জীর প্রমাণবলে জলেশ্বরের জন্মাব্দ আমরা খ্রী. ১৪৬০-৭০ মধ্যে অনুমান করিয়াছি (সা-প-প, ৫৩, পৃ. ৯)। বিদ্যানিবাসের জন্মাব্দও অনুমান তাহাই ধরা যায়।

(২) অবসথী চট্টবংশীয় জয়েজয়পুত্র শ্রীগর্ভ আদিকুলীন বহুরূপের অধস্তন একাদশ পুরুষ এবং ধ্রুবানন্দ তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১১৯)। তৎপুত্র "গোপীনাথস্য বং বিদ্যানিবাসস্য কন্যাবিবাহহানিঃ—তৎসুতঃ পার্ব্বতীনাথ অস্য কন্যা কেশরকোণী গোবিন্দরায়ে বিবাহহানিঃ ভবানন্দ মজুমদারজঃ (ঐ পুথি, ২৭০।১ পত্র)। বংশধরগণ "দিগম্বরপুরনিবাসিনঃ" ছিলেন (ঐ)। গোপীনাথ ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থোক্ত শেষ সমীকরণীয় কুলীনদের পুত্রপর্য্যায়ের লোক এবং তদনুসারে তাঁহার জন্ম হয় প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার শ্বশুর বিদ্যানিবাস অপর দিকে ভবানন্দ মজুমদারের পিতামহ-পর্য্যায়ের লোক হইতেছেন। ভবানন্দের জন্মাব্দ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৫২৫-৫০ মধ্যে) ধরিয়া বিদ্যানিবাসের জন্মাব্দ প্রায় ১৪৬০ খ্রী. অনুমান করা যায়।

(৩) বিদ্যানিবাস প্রথম বিবাহে বোধ হয় অপুত্রক ছিলেন এবং শেষ বয়সে আর এক বিবাহ করিয়া পুত্রত্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ বিবাহের বিবরণও কুলপঞ্জীতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। গাঙ্গুলীবংশের একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ শাখায় "পুরুষোত্তম" আদিকুলীন শিবোর অধস্তন দশম পুরুষ ছিলেন। নামমালা যথা, শিবো—গদো—হলো—আয়ু—গুণোক—তিয়ো—জহু—বশিষ্ঠ—ষষ্ঠীবর—পুরুষোত্তম (ঐ পুথি, ৫৪৮।২ পত্র)। তিয়ো

হইতে কোন কুলবিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই, কেবল ষষ্ঠীবরের ৪ কন্যা ও পুরুষোত্তমের ৬ কন্যার কথা আছে। অর্থাৎ পরিবারটী সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিল না। "পুরুশোত্তমস্য কন্যা চং মাধব রঘুজ অং, চং বাণী মুকুন্দজঃ, মুং রমানাথ, বং রাঘব, বং **বিদ্যানিবাসভট্টাচার্য্য,** মুং জগজ্জীবন তৎসুতৌ রঘুনরসিংহৌ॥" জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত যে নিতান্ত বার্দ্ধক্যে পুরুষোত্তমের পঞ্চম কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

অভ্যুদয়কাল ঃ বিদ্যানিবাসের সারস্বত জীবনের দুইটী ঘটনার মধ্যে ব্যবধান প্রায় ১০০ বৎসর—ইতিহাসে ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ আছে কি না সন্দেহ। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত থাকিয়া তিনি লেখকদ্বারা তাঁহার প্রিয়তম স্মৃতিনিবন্ধ নকল করাইয়াছিলেন। দেখা যায়, সচ্চরিতমীমাংসায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী স্থলে কল্পতরুর বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। অপর দিকে রঘুনাথ শিরোমণি অনুমানদীধিতির এক স্থলে তাঁহার যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব-প্রকরণে সার্ব্বভৌমের কূট-ঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণ শিরোমণি নানা দোষ দেখাইয়া খণ্ডন করেন। তৎপর একজন প্রতিভাবান্ নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌমের পক্ষাবলম্বন করিয়া এক কথায় শিরোমণ্যুক্ত সমস্ত দোষের উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন—"সাধনসমানাধিকরণত্বেন সাধ্যাভাবাবিশেষণীয়া ইতি চেদ্বিশিষ্যতাং তথাপি···" ইত্যাদি সন্দর্ভে শিরোমণি তাহাও খণ্ডন করিয়া অবশেষে "এতেন···ইত্যাদিকমপাস্তম্" বলিয়া উক্ত প্রকরণের সর্ব্বশেষ লক্ষণ (নৈয়ায়িকসমাজে যাহা "পুচ্ছলক্ষণ" নামে পরিচিত) উল্লেখ করিয়া উপসংহার করেন। বিদ্যানিবাসের পুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি অনুমানদীধিতির টীকায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, **"অস্মৎপিতৃচরণানাং বিবক্ষাং শঙ্কতে**—সাধনসমানাধিকরণত্বেনেত্যাদি" (সা-প-প, ৫০, পৃ. ১৫ ও পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। কথাটা সার্ব্বভৌমপরিবারমধ্যেই প্রচারিত ছিল, রুদ্র ভিন্ন অপর কোন টীকাকার ইহা এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেন নাই—নবদ্বীপের মহারথিগণ কেহই না। এ স্থলে আমরা দীধিতির একজন সুপ্রাচীন টীকাকার কাশীনিবাসী "রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী"র ব্যাখ্যাবচন অংশতঃ উদ্ধৃত করিলাম :—(সোসাইটির পুথি, ১২০।১—১২২।১ পত্র)

"একয়া বিবক্ষয়া সর্বান্ দোষানুদ্ধর্ত্তুকামস্য কস্যচিদ্বিবক্ষামাহ—সাধনসমানাধিকরণত্বেনেত্যাদি।···তথাপীত্যাদিনা স্বয়মুক্তদোষয়োরাদ্যদোষস্য তথাহীত্যাদিনা অস্মাভিঃ কথিতাভিপ্রায়িকদোষাণাং চ বারণায় বিবক্ষান্তরমপ্যপাস্য দূষয়তি—এতেনেত্যাদিনা।" এই ব্যাখ্যা হইতে উভয় "বিবক্ষা" একজনের কৃত বলিয়া অনুমান করা যায়। সুতরাং সুপ্রসিদ্ধ পুচ্ছলক্ষণের কর্ত্তারূপে প্রকরণোক্ত অন্যান্য লক্ষণকারচতুষ্টয় চক্রবর্ত্তী-প্রগল্ভ-মিশ্র-সার্ব্বভৌমের সহিত বিদ্যানিবাসের নামও নৈয়ায়িকসমাজে চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত। শিরোমণির গ্রন্থরচনাকাল ১৪৯০-১৫০০ খ্রী. মধ্যে, কিছুতেই তাহার পরে নহে (সা-প-প, ৫৩, পৃ. ৩)। বিদ্যানিবাসের মণিটীকা রচনা এবং শিরোমণির সহিত বাদবিচার (যাহা ঐ সময়মধ্যে দীধিতিগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইল) প্রায় ১৪৯০ সনে হইয়া থাকিবে, তাঁহার পিতামহ "শ্রীবিশারদচরণাঃ" তখনও জীবিত ছিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়স ন্যূন পক্ষে ২৫ ধরিলে তাঁহার

জন্মান্দ হয় প্রায় ১৪৬৫ সনে। পূর্ব্বোক্ত কুলপঞ্জীর প্রমাণ ইহার সমর্থন যোগাইতেছে। আর একটী প্রমাণ উল্লিখিত হইল। সার্ব্বভৌমের পৌত্র স্বপ্নেশ্বরাচার্য্য শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্যকার। কাশীর F. E. Hall সাহেব তদ্রচিত "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীপ্রভা"র দুইখানি পুথি পাইয়াছিলেন, উভয়ই অন্তে খণ্ডিত (সাংখ্যসার, 1862, Preface, p. 29 f.n.)—আমরা এযাবৎ একটিরও সন্ধান পাই নাই। সাহেব গ্রন্থারম্ভ হইতে গ্রন্থকারের পরিচয় লিখিয়াছেন —"Son of Vahinisa, whose brother was one Vidyanivasa." (Hall's *Contributions*, p. 6)। "বাহিনীশ" সার্ব্বভৌমের জ্যেষ্ঠ পুত্র "জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্রভট্টাচার্য্য"—তদ্রচিত "শব্দালোকোদ্দ্যোত" টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিতৃব্য বিদ্যানিবাসের ভ্রাতৃরূপে পিতার পরিচয়প্রদান হইতে বুঝা যায়, বিদ্যানিবাস নিশ্চিতই বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন না—বয়োজ্যেষ্ঠ না হইলেও বাহিনীপতির অন্ততঃ সমবয়স্ক ও সম্ভবতঃ অধিকতর যশস্বী ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুলপঞ্জীতে বিশারদগোষ্ঠীর অধস্তন ধারামাত্রই "বাহিনীপতিগোষ্ঠী" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ; ইহার কারণও উল্লেখযোগ্য— বাহিনীপতি দশ কন্যার বিবাহে দশ জন কুলীনের কুলভঙ্গ করিয়া সামাজিক ইতিহাসে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, ১৫৮৯ সনে বিদ্যানিবাসের বয়স প্রায় ১২৫ বৎসর হইয়াছিল এবং অনুমান হয়, সচ্চরিতমীমাংসায় উল্লিখিত তিন জন উৎকলাধিপতির যজ্ঞসভায়ই তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপস্থিত ছিলেন, পুরুষোত্তমদেব (১৪৬৫-৯৬ সন), প্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৬-১৫৩৯) ও মুকুন্দদেব (১৫৫২-৬৮)।

অধস্তন বংশধারা ঃ বিদ্যানিবাসের কীর্ত্তিমান্ পুত্রদ্বয় রুদ্র ও বিশ্বনাথের বংশ কাশীতে বহু কাল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের উভয়ের গ্রন্থাবলীর বিবরণ পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচনার যোগ্য। অপর পুত্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের বংশধরগণ বিক্রমপুরের দুইটী গ্রামে বিদ্যমান আছে—পশ্চিমপাড়া ও মালপদিয়া। একটী ধারা প্রবন্ধের শেষে বংশাবলীতে প্রদর্শিত হইল। কুলপঞ্জীর সমৃদ্ধ বিবরণের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য আমরা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রবীণ শ্রীযুত চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট ঋণী। তাঁহার প্রদত্ত নামমালার আরম্ভে আছে—আখণ্ডল—রঘুনন্দন—কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশ ইত্যাদি, অর্থাৎ ভারতবিখ্যাত বিশারদাদি পূর্ব্বপুরুষের নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিক্রমপুরে ইহাঁরা "নিরামিষ ভট্টাচার্য্য ঠাকুরের" বংশ বলিয়া পরিচিত ; কারণ, ইহাঁরা চিরকাল নিরামিষাশী—মৎস্য, মাংস, সিদ্ধ চাউল, মুসুরি প্রভৃতি আহার করেন না। ইহাঁরা গুরুতা ব্যবসায়ী, পূর্ব্ববঙ্গের বহু সম্ভ্রান্ত বংশ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য, ইহাঁদের মন্ত্রশিষ্য। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইতে নিম্নলিখিত মূল্যবান্ তথ্য সংগৃহীত হইল।

১। ইহাঁরা "কাশীর ভট্টাচার্য্য," ৺কাশীধাম হইতে "সিদ্ধপুরুষ" নন্দরাম তর্কবাগীশ ওরফে রামদেব ভট্টাচার্য্য শিষ্যবর্গের অনুরোধে প্রথম বিক্রমপুর মধ্যপাড়া আসিয়া বাস করেন। রামদেব নামে একটী সিকিমী তালুক আছে। এই নন্দরাম তর্কবাগীশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তদ্রচিত দুইখানি গ্রন্থ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। তন্মধ্যে পূর্ণানন্দের

ষট্‌চক্রের টীকা "ষট্‌চক্রক্রমদীপনী" পূর্ব্ববঙ্গে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল, নানা স্থানে ইহার বহু প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি। গ্রন্থারম্ভ এই,

প্রত্যূহব্যূহবিধ্বংসবিস্ফুরদ্‌গণ্ডমণ্ডনং।
গজেন্দ্রবদনং নৌমি শুণ্ডাতাণ্ডবপণ্ডিতম্‌॥
হরিবল্লভরায়স্য রহস্যজ্ঞানহেতবে।
শ্রীনন্দরামঃ কুরুতে ষট্‌চক্রক্রমদীপনীম্‌॥

সোণারগাঁ পরগণা কৃষ্ণপুরাগ্রামে ৺কালীকৃষ্ণ বিদ্যাবিনোদের গৃহে নন্দরামরচিত কাশীখণ্ড টীকার দুইখানি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম, একখানি ১৪১ পত্র, ৯৫ অধ্যায় পর্য্যন্ত এবং একখানি ১-১২২, ১৮০-৮৪ পত্র, মধ্যে খণ্ডিত। গ্রন্থারম্ভ যথা,

প্রস্তাবস্তাবনীরজা উরসা নিম্নতরীকৃতস্থলঃ।
প্রণমত্যবগত্য গোচরং জড়ধীঃ কোপি মহো মহোজ্জ্বলং॥
আসীৎ সদ্বৈদ্যবংশ্যো বিমলতরমতী **রামগোবিন্দরায়ঃ**
পুত্রাস্তস্য প্রথিতযশসো ভাগ্যবৈরাগ্যভাজঃ।
চত্বারস্তে নৃপতিপটলীস্বর্ণসূত্রাবনদ্ধ-
স্পর্দ্ধোষ্ণীষদ্যুতিভিরনিশং রঞ্জিতাঙ্গুষ্ঠপাদাঃ॥
তেষু দ্বিতীয়ো হরিবল্লভো যতঃ খ্যাতশ্চ নাম্না **হরিবল্লভ**স্ততঃ।
তদাজ্ঞয়া প্রাজ্ঞমুদে বিবেচ্যতে সমাসতঃ সম্প্রতি কাশিখণ্ডকম্‌॥

৬।১ পত্রে শ্রীনন্দরামরমণীয়বচোভিরেভিরত্যন্তদুর্গমপদার্থমিহাধিগম্য।
সংবাচয়ন্তু ধরণীপতিপণ্ডিতানাং সাক্ষাদ্‌যথাসুখমধীতসমস্তশাস্ত্রাঃ॥
শ্রীজগদীশ্বরপাদসেবিনা নন্দরামেণ প্রথমাধ্যায়বিবেচনা কৃতা॥

শেষ ১৮৪।১ পত্রে অধ্যায়োঽথ বিবেচিতঃ শততমো দ্রাগেব সংক্ষেপতঃ
কাশীখণ্ডবিবেচনঞ্চ সহসা সংপূর্ণতামাগমৎ।
শ্রীমৎস্বর্গতরঙ্গিণীপরিলসৎপিঙ্গোর্দ্ধবদ্ধজটা-
জুটক্রৌড়্যদনন্তমণ্ডনমমুং শ্রীবিশ্বনাথং ভজে॥

শকাব্দাঃ ১৬৪৫। ২৭ বৈশাখ...শ্রীনন্দরামতর্কবাগীশ-ভট্টাচার্য্যকৃতমিতি॥

নন্দরাম সিদ্ধ পুরুষ হইলেও বংশগত পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন; টীকামধ্যে মাঘযমক, রত্নাবল্যাদি (৪।১ পত্র), শ্রীপতিসূত্র (৬।২) প্রভৃতির উদ্ধৃতি ছাড়া "নিত্যং ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বে সতি প্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্বং" (১২১-২২) প্রভৃতি বচনে তাঁহার নৈয়ায়িকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হরিবল্লভ রায় "গোবিন্দপুর" পরগণার জমীদার ছিলেন—বংশধরগণ বর্ত্তমানে হামছাদিগ্রামের অধিবাসী। নন্দরাম ও তৎপুত্র ঈশ্বরদাসের উল্লেখ দৃষ্টান্তস্বরূপ কুলপঞ্জী হইতে উদ্ধৃত হইল। গাঙ্গুলীবংশীয় "রাধাকান্ত ঘটকরাজস্য বং নন্দরাম তর্কবাগীশস্য কং বিং ভঙ্গঃ বাহিনিপতিগোষ্ঠী" (অস্মদীয় পুথি, ৪৭৫।২ পত্র)। পাটলির চট্টবংশীয় "হরেকৃষ্ণস্য বং ঈশ্বরদাস-সিদ্ধান্তভট্টাচার্য্যস্য কং বিং ভঙ্গঃ বাহীনীপতিগোষ্ঠী" (ঐ, ১৮৭।১ পত্র)। কুলীনের কুলভঙ্গ সমৃদ্ধি সূচনা করে।

২। ঈশ্বরদাসের স্বহস্তলিখিত তন্ত্রসার পুথির লিপিকাল ১১৪০ বঙ্গাব্দ (১৭৩৩-৪ খ্রীঃ); সুতরাং নন্দরাম প্রায় ১৭০০ সনের লোক। খুব সম্ভবতঃ নন্দরামের পিতা কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশই ১৬৬৯ সনে আওরঙ্গজেবকর্তৃক বিশ্বনাথের মন্দির ভগ্ন হইলে কাশী পরিত্যাগ করেন। দেহাটামেলের কুলীন "রাজীবস্থ বং কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশস্থ কং বিং ভঙ্গঃ বাহিনীপতিগোষ্ঠী" (ঐ, ১৭১।২)। চট্টবংশীয় এই রাজীব বিক্রমপুরনিবাসী ছিলেন এবং কৃষ্ণদেবের কন্যাদান কাশীত্যাগের পরেই হওয়ার সম্ভাবনা।

৩। কাশীতে ইঁহাদের গুরুপাট ছিল "দণ্ডীশ্বর শিব," যদিও ইঁহারা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। বর্ত্তমানে ৪।৫ পুরুষ যাবৎ মাতৃদীক্ষা চলিতেছে। দণ্ডীশ্বর শিবের অবস্থান নির্ণীত হইলে বিদ্যানিবাসের কাশীতে বাসস্থান নির্ণয়ের এক সূত্র পাওয়া যায়।

৪। রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকর্তৃক "সংশোধিত" দুইখানি গ্রন্থ, সংস্কৃত ও ভাষা, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল—"শ্রীশ্রীমন্নারায়ণপূজাপদ্ধতিঃ" (১২৮৮, পৃ. ১১২) ও "শিবলিঙ্গপূজনবিধিঃ" (১২৮৬ ও ১২৮৯, পৃ. ১৩৯)।

বংশলতাঃ—উপসংহারে আমরা বহু কুলপঞ্জী মিলাইয়া রত্নাকর হইতে বংশাবলী বিশুদ্ধভাবে লতাকারে প্রকাশ করিলাম। ভিন্ন ভিন্ন পঞ্জীতে পার্থক্য এই—এক মতে রত্নাকর আখণ্ডলের প্রপৌত্র (আখণ্ডল—তপন—বামন—রত্নাকর)। একটী মুদ্রিত তালিকায় আছে, আখণ্ডল—প্রিয়ঙ্কর—রুদ্র—ভাস্কর—রত্নাকর। রাজসাহীর একখানি পুথিতে রত্নাকরের পুত্রদের নাম যথা,—"চক্রপাণি-নরহরি-মীনকেতন-নারায়ণ-শ্রীনাথ-শ্রীকান্ত-বিশারদাঃ" (১১৮।২ পত্র)। দুইখানি পুথিতে বিশারদের পুত্রদের নাম আছে,—"সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিদ্যাবাচস্পতি-জগন্নাথ-বিশাইকাঃ" এবং ঢাকার একখানি পুথিতে আছে—"সার্ব্বভৌম-বিদ্যাবাচস্পতি-রঘুপতিভট্টাচার্য্য-বিদ্যানিবেশকাঃ" (১৬৫।১ পত্র)। আমাদের গৃহীত নামমালাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক।

নগেন্দ্রনাথ বসু-মুদ্রিত বংশলতার সহিত পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। তপনের পুত্র কৌতুক, তৎপুত্র কেশব ও তৎপুত্রত্রয় (নরহরি ব্যতীত) ধনঞ্জয়-কমলাকান্ত-শ্রীবরমিশ্রের নাম এবং নরহরির দ্বিতীয় পুত্র রত্নাকরের নাম কুত্রাপি কোন কুলপঞ্জীতে এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। তদ্বিষয়ক মনোহর শ্লোকাবলী সুতরাংই কৃত্রিম রচনা, যদিও ৫০ বৎসর যাবৎ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতেছে। নরহরির অধস্তন অন্যান্য নামমালা প্রায় বিশুদ্ধ আছে। কৃত্রিমাকৃত্রিমের এই বিস্ময়কর একত্র সমাবেশ সম্ভবতঃ শ্রীবরমিশ্রের কোন বংশধরকর্তৃক প্রতারিত হইয়া বসু মহাশয় মুদ্রিত করেন—কতিপয় শ্লোক রচনা করিয়া একই প্রযত্নে সার্ব্বভৌমগোষ্ঠী, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য ও নলডাঙ্গারাজের সহিত জ্ঞাতিত্ব সপ্রমাণ করার অপচেষ্টা আপাততঃ সফল হইলেও মূল কুলপঞ্জীদ্বারা সহজেই কালে উদ্‌ঘাটিত হইবে, তাহা প্রতারকের ধারণা ছিল না।

বংশলতা

- **রত্নাকর** (আখণ্ডলের বৃদ্ধপ্রপৌত্র, দেবলের অধস্তন অষ্টম)
  - **নরহরি বিশারদ**
    - বাসুদেব সার্ব্বভৌম (বংশ আছে)
    - কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিরিঞ্চি
    - **বিষ্ণুদাস বিদ্যাবাচস্পতি**
      - **কাশীনাথ বিদ্যানিবাস**
        - রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি
          - গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য
        - বিশ্বনাথ পঞ্চানন
          - রামদেব ভট্টাচার্য্য
        - **নারায়ণ ভট্টাচার্য্য** (আর্ত্তি গাং জগদানন্দ)
          - **রঘুনাথ শতাবধান** (গাং শিব চক্রবর্ত্তিনঃ কং বিং)
            - **কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশ**
              - বিশ্বেশ্বর পঞ্চানন
                - পুরুষোত্তম
                  - সোনারাম
                  - কানাই
              - রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম
                - ঘনশ্যাম
                  - মনোহর তর্কপঞ্চানন
                    - রামানন্দ
              - **নন্দরাম তর্কবাগীশ**
                - **ঈশ্বরদাস সিদ্ধান্ত** (প্রভৃতি)
                  - রাজকৃষ্ণ
                    - ভৈরব
                      - রামচন্দ্র বিদ্যানিধি (মৃত্যু বৈশাখ ১২৯৫)
                        - আনন্দচন্দ্র (মৃত্যু জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১)
                          - শ্রীচিন্তাহরণ (জন্ম পৌষ ১২৮৩)
                            - শ্রীনীলরতন (জন্ম ভাদ্র ১৩১৪) (সাং মালপদিয়া)
                  - প্রাণকৃষ্ণ
              - জগদীশ
                - বাঞ্ছারাম প্রভৃতি
          - রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
      - হৃষীকেশ
      - চাঁদ
    - চণ্ডীদাস বিদ্যানন্দ (বংশ আছে)
  - শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী
  - শ্রীকান্ত পণ্ডিত
    - পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর

"বাংলা সাময়িক-পত্র" প্রবন্ধের সংযোজন

গত সংখ্যায় 'পরিচারিকা' পত্রিকার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। পত্রিকাখানি যে প্রথমে ১৮৭৮ সনের মে মাসে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদকত্বে, এবং কয়েক বৎসর পরে আর্য্যনারীসমাজের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে ১৮৮৭ সনের মে মাসে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মোহিনী দেবী আর্য্যনারীসমাজের পক্ষ হইতে 'পরিচারিকা'র পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী ২৯এ জুলাই (১৪ শ্রাবণ ১২৯৪) তারিখে 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' লেখেন :—

> "আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, 'পরিচারিকা' কাগজখানি পুনরায় বামাগণের পরিচর্য্যায় বিশেষরূপে উৎসাহিত হইয়াছেন। প্রথমাবস্থায় যিনি ইহার অধিকাংশ লেখা লিখিতেন তিনি এক্ষণে সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। গত দুই বারের নমুনা যাহা দেখা গেল তাহা আশাজনক। স্ত্রীলোকের পত্রিকা স্ত্রীলোক দ্বারা প্রচারিত হয় ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? বামাকুলহিতৈষী মহাশয়েরা এরূপ সুরুচিসম্পন্ন জাতীয় স্বভাবের পক্ষপাতী আর্য্যগুণবিশিষ্ট পত্রিকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন, ইহা প্রার্থনীয়।"

করুণানিধান-সংবর্ধনা

গত ৭ মাঘ ১৩৫৬ অপরাহ্ণে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ত্রিসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে (জন্ম : ৫ অগ্রহায়ণ ১২৮৪) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আড়াই শত টাকা সম্মান-দক্ষিণা সহ সংবর্ধিত করেন। এই সভায় স্থায়ী সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি শ্রীসজনীকান্ত দাস সভাপতিত্ব করেন। পরিষদের সভাপতি আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি পঠিত হয়—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন, উপযুক্ত পাত্রেরই সম্বর্দ্ধনা হইতেছে। আমার দুঃখ হইতেছে, আমি উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না। তিনি অল্প লিখিয়াছেন, কিন্তু তদ্দ্বারাই তিনি কবি-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বহুকাল পূর্বে তাঁহার রচিত "কাঞ্চন-জঙ্ঘা" পড়িয়াছিলাম, তাহাতে উপমার ললিত-লহরী খেলিয়াছে। তাঁহার কবিতায় ভাবের গভীরতা সুস্পষ্ট। বহুকাল হইতে তিনি আমাদিগকে আর নূতন কবিতা শোনান নাই। ঈশ্বরের নিকট তাঁহার নিরাময়ত্ব প্রার্থনা করি। ইতি—"

অতঃপর সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নমুদ্রিত মানপত্রখানি পাঠ করিয়া কবির হস্তে সদক্ষিণা তাহা অর্পণ করেন :—

"বাংলার রবীন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া যে স্নিগ্ধ দীপমালা আরতি নিবেদন করিয়াছিল, তুমি তাহাদের অন্যতম। বাংলার পল্লীর কুটীরে কুটীরে তোমার শিখা বহু সন্তপ্ত প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে, বহু রসিকের চিত্ত মাধুর্যে পূর্ণ করিয়াছে, রবীন্দ্রোত্তর বঙ্গ-কবিকুলের অগ্রজ, হে করুণানিধান, তোমার ত্রিসপ্ততিতম বৎসরে আমাদের নতি গ্রহণ কর।

তোমার কাব্য বঙ্গবীণাপাণির প্রসাদী ও আশীর্ব্বাদী ধানদূর্বার মত বাঙালী জাতির শিরে বর্ষিত হইয়াছে, তোমার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে বঙ্গমঙ্গল-গীতি, তোমার কাব্য-মালঞ্চের ঝরা ফুলের সুরভিতে বঙ্গদেশ আমোদিত হইয়াছে, তুমি নানা সংকট ও সংঘাতে বিভ্রান্ত বাঙালীর অশান্ত চিত্তে শান্তিজল সিঞ্চন করিয়াছ, ভারতীর কণ্ঠে পরাইয়াছ কান্তমধুর কবিতাবলীর শতনরী হার, তোমার শেষ গীতায়ন পতিত ও অবসন্ন জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে নূতন কর্মপ্রেরণার মধ্যে। হে কবি, হে শিক্ষাগুরু, তুমি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ কর।

নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও তোমার চিত্তের স্নেহরসে কাব্যবর্তিকাকে তুমি প্রজ্বলিত রাখিয়াছ, তিলে তিলে দগ্ধ হইয়াও তোমার সারস্বত-সাধনা অমলিন আছে, প্রাত্যহিক অভাব-অনটনের তিক্ততা তোমার মনের উদারতা ও প্রেমকে কখনও খণ্ডিত করিতে পারে নাই, বার্দ্ধক্য ও জরার আক্রমণে ভগ্নদেহ হইয়াও তোমার নভোচারী কবিমানস গগনে গগনে বিহার করিয়াছে। বাংলা দেশের প্রাণের কবি করুণানিধান, আমাদের প্রীতি গ্রহণ কর।

গীতার এই মহাবাণী তোমার জীবনে প্রমাণিত হইয়াছে—আত্মাকে শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করা যায় না, অগ্নির দ্বারা দহন করা যায় না। তোমার কবিপ্রাণ সংসারের অসংখ্য আঘাতে আহত হইয়াও

ক্ষুণ্ণ হয় নাই, আঘাতের পর আঘাত তুমি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিয়াছ, সকল ক্ষয়-ক্ষতির ঊর্দ্ধে থাকিয়া তোমার কাব্যসত্তা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। হে করুণানিধান, তোমার অজর অক্ষয় কবি-আত্মাকে এই শুভ লগ্নে নমস্কার নিবেদন করিয়া আমরা ধন্য হইতেছি।"

সবিশেষ প্রীতি ও আনন্দের মধ্যে বঙ্গদেশের বিশিষ্ট কবি, ঔপন্যাসিক, কথা-সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের সমাবেশে অনুষ্ঠানে একটি পরিপূর্ণ সাহিত্যিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল।

পণ্ডিত শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া; কালিদাস রায়, শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজনকুমার চট্টোপাধ্যায় স্ব-স্ব কবিতা পাঠ করিয়া; এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, মনোজ বসু, প্রবোধচন্দ্র সেন, বিমলচন্দ্র ঘোষ ও সজনীকান্ত দাস বক্তৃতায় কবিকে সংবর্ধিত করেন। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় কৃষ্ণনগর বাণী পরিষদের পক্ষে ও স্বপক্ষে দুইখানি মানপত্র কবিকে প্রদান করেন।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, গণপতি সরকার, জীবনকালী রায়, বসন্তইন্দু মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত প্রশস্তিপত্র সহকারী সম্পাদক শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সভায় পঠিত হয়।

অভিভূত কবি এতদুপলক্ষে রচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়া সংবধনার উত্তর দেন। কবিতাটি এই—

মরমাহত সাঁঝের পাখী পেয়েছে ভালোবাসা,
এ ঋণ আমি শুধিতে পারি, না করি হেন আশা,
এ চন্দন-সুরভি মোরে নন্দিয়াছে গরবী ক'রে,
কূজনহীন কণ্ঠে মোর স্ফুরে না কোন ভাষা।

কানন-সভা মুখর করে নূতন পাপিয়ারা,
স্বপন দেখে তরুণমতি তেমনি মাতোয়ারা,
অপটু পাখা স্বভাব-বশে উড়িতে তবু চায় যেন সে,
তিয়াস্তরে তেপান্তরে হয় গো দিশাহারা।

এমন দিনে নূতন ক'রে ডাকিলে কেন মোরে?
ব্যথায় শুধু মলিন চোখে আসিছে জল ভ'রে।
সাজায় শরশয়ন জরা, বধূর মত বরবরা';
ফুরায়ে গেছে মাধবী রাতি, গিয়াছে মালা ঝ'রে।

আকাশ মোরে করে গো যাদু সাগর-কিনারায়
দিগন্তরে তরীর আলো জলছবিতে ভায়,
কে যেন বাঁশী বাজায় দূরে　　　উতলা করে পূরবী সুরে,—
মেঘের কোলে পাহাড় দোলে ঝড়ের ইশারায়।

শুভ্রকেশে নিলাম তুলে আদর-উপহার,
নিলাম তুলে সবার সেরা প্রসাদ সারদার ;
এ গৌরব, এ সম্মান　　　—দরদীদের হিয়ার দান—
লভিয়া আমি ভাগ্যবান ; লও গো নমস্কার।

কার্য-নির্বাহক সভার সদস্য শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গুহ রায়, শ্রীলীলামোহন সিংহ রায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস এই অনুষ্ঠানের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেন।

শ্রীসুকৃতি সেন, কানাই দত্ত, শ্রীমতী ঝর্ণা দাশগুপ্তা ও শেফালি সরকার কবি করুণানিধান ও সজনীকান্ত দাস রচিত দুইখানি গান গাহিয়া সকলকে আপ্যায়িত করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

পঞ্চপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

বান্ধব—বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব আছেন।—রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য—১৩৫৫ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা,—

বিশিষ্ট-সদস্য—১। আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার, ২। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও ৩। ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজীবন-সদস্য—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি সরকার, ৪। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৫। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৭। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৮। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১০। শ্রীহরিহর শেঠ, ১১। শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১২। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৩। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৪। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১৫। মহারাজকুমার ডক্টর শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১৬। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৭। শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, ১৮। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৯। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় এবং ২০। শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৯ হইয়াছে।

সহায়ক-সদস্য—এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১২ ছিল।

সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের শেষে ৯০৮ ছিল।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী ও কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পরলোকগত সদস্য—সাধারণ সদস্য : ১। আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ২। নির্ম্মলকান্ত নাগ, ৩। বিনয়কুমার সরকার ও ৪। রমেশচন্দ্র মিত্র।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে এই কয়টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল।—(ক) চতুঃপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন, ১৬ই মাঘ ১৩৫৫ ; (খ) আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকারের সংবর্দ্ধনা, ২৪এ মাঘ ১৩৫৫ ; (গ) সারকুলার রোডস্থ সমাধিক্ষেত্রে কবিবর মধুসূদন দত্তের স্মৃতিপূজা ও তাঁহার সমাধিস্তম্ভে মাল্যদান—১৫ই আষাঢ় ১৩৫৬ ; (ঘ) কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনয়কুমার সরকারের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ মাসিক অধিবেশন—১৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৫৬।

কার্য্যালয় :—সভাপতি—আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ; সহকারী সভাপতি :—আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার, মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত,

মাননীয় শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস। সহকারী সম্পাদক—শ্রীযোগেশ-চন্দ্র বাগল, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণচক্রবর্ত্তী। গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীপ্রবোধেন্দু-নাথ ঠাকুর। পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি—নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। (ক) সদস্যপক্ষে—১। শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, ২। রেভারেণ্ড ফাদার এ. দোঁতেন, এস, জে, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৪। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৬। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ৮। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১০। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১১। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১২। শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, ১৩। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ১৪। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৫। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৬। শ্রীলীলামোহন সিংহরায়, ১৭। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ১৯। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০। শ্রীহিরণকুমার বসু। (খ) শাখা-পরিষদের নির্ব্বাচিত:—২১। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২২। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, ২৩। শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়াছেন।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার-সমিতিতে পরিষদের পক্ষে যে যে সদস্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা—

(ক) কমলা লেকচারার সমিতি:—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(খ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার সমিতি:—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(গ) জগত্তারিণী পদক সমিতি:—রেভা: ফাদার এ. দোঁতেন

(ঘ) সরোজিনী বসু পদক সমিতি:—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

(ঙ) শরৎচন্দ্র লেকচারার সমিতি:—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেষ্ঠ বাংলা রচনার জন্য যে "নরসিংহ দাস পুরস্কার" ঘোষণা করিয়াছেন, সেই পুরস্কার-সমিতিতে পরিষদের পক্ষে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইয়াছে।

৩। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৫৬ বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে ২০ জনের অধিক সভ্যপদপ্রার্থীর নাম না আসায় নির্ব্বাচনের প্রয়োজন হয় নাই।

৪। পরিষদের ন্যাসরক্ষকগণের মৃত্যু হওয়ায় মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীলীলামোহন সিংহ রায় ন্যাসরক্ষকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সংবর্দ্ধনা—পরিষদের পূর্ব্বতন সভাপতি ও অন্যতম সহকারী সভাপতি আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার তাঁহার জীবনের ৭৮ বৎসর বয়স অতিক্রম করায় গত ২৪এ মাঘ ১৩৫৫

তারিখে অপরাহ্ণ ৪৷৷০ টার সময় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার আয়োজন হয়। সম্বর্দ্ধনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন—পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। সম্পাদক পরিষদের পক্ষ হইতে মানপত্র পাঠ ও উপহার-স্বরূপ ফুলের মালা, গরদের জোড়, সোনার দোয়াত-কলম ও পেন্সিল আচার্য্য যদুনাথকে অর্পণ করেন। সভাপতি আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির প্রেরিত বাণী সভায় পঠিত হয়। "রূপযানী"র শিল্পিগণ পরিষদ্ মন্দির সুসজ্জিত করিবার ভার লইয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পঞ্চপঞ্চাশত্তম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা দুইটি যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পুথিশালা—আলোচ্য বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা ৫৯০৫ খানি। তন্মধ্যে বাঙ্গালা—৩২৭৬, সংস্কৃত—২৩৯৪, তিব্বতী ২৪৪, অসমীয়া ৩, উড়িয়া ৪, হিন্দী ১ ও ফার্সী ১৩। বহু অনুসন্ধিৎসু প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য পুথিশালা ব্যবহার করিয়াছেন।

বৎসর শেষে বড় তাজপুর নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তিনখানি সংস্কৃত পুথি দান করিয়াছেন। এগুলি এখনও দেখিতে পারা যায় নাই।

রমেশ-ভবন—রমেশ-ভবনের সম্পূর্ণ দ্বিতল গবর্মেণ্ট রেশনিং আফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। গত ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে নিম্ন তলের দক্ষিণ দিকস্থ বারান্দায় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পোষ্ট আফিস' স্থাপিত হইয়াছে।

লণ্ডনে প্রেরিত পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যগুলি ভারতে ফেরত আসিবার পর ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগের অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। সেগুলি শীঘ্রই ফেরৎ পাওয়া যাইবে।

পশ্চিম-বঙ্গ সরকার আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ১২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

ইহা ছাড়া সরকার পরিষদের বহু আকাঙ্ক্ষিত কার্য্যের মধ্যে দুইটির বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিয়া পরিষদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

(ক) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সমগ্র রচনাবলী প্রকাশে আংশিক সাহায্য দশ হাজার টাকা ও (খ) পরিষদ্গ্রন্থাগারের যাবতীয় বাংলা পুস্তক-পত্রিকার তালিকা সঙ্কলন কার্য্যের জন্য আপাততঃ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে এই তালিকা প্রণয়ন কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশ—(ক) সাধারণ তহবিল হইতে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ৭৩ হইতে ৭৫ সংখ্যক পুস্তক—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গোবিন্দচন্দ্র দাস ও শিবনাথ শাস্ত্রী, এবং 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র ১ম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের অর্থে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(গ) ঝাড়গ্রাম তহবিল হইতে মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র তৃতীয় সংস্করণ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী'র চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে।

(ঘ) রামেন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সাধারণ তহবিলের অর্থে ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডের মুদ্রণ-কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। বাকী তিন খণ্ডের মুদ্রণ-কার্য্য আগামী বর্ষে শেষ হইবে বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ১৬৭ খানি পুস্তক ও সাময়িক পত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও পত্রিকার বিনিময়েও উপহারস্বরূপ বহু পুস্তক ও পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পরলোকগত প্রেমসুন্দর বসুর পত্নী শ্রীযুক্তা অকিঞ্চনবালা বসু স্বামীর স্মৃতি-রক্ষার্থে ২৭৬ খানি পুস্তক-পত্রিকা পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষেও বহু অনুসন্ধিৎসুকে গবেষণা-কার্য্যে সুযোগ দান করা হইয়াছিল।

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান—পূর্ব্ববৎ এবারও কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পরিষৎ-মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন; পরিষৎ এজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। দুঃখের বিষয়, এবারও পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি ক্রয় করিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান হইতে কোন অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, এক জন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে ও এক জন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল।

বঙ্কিম-ভবন—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নৈহাটী শাখার তত্ত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে।

শাখা-পরিষৎ—নৈহাটী শাখা-পরিষদের আয়োজনে বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বার্ষিক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশন ও সাহিত্য-সম্মেলন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

আয়-ব্যয়—১৩৫৫ বঙ্গাব্দের সংক্ষিপ্ত আয়-ব্যয়-বিবরণ ও উদ্বৃত্ত-পত্র সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

কলিকাতার মেসার্স বি. এন. মুখার্জি এণ্ড কোং ও শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক বিনা পারিশ্রমিকে পরিষদের সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

সাধারণ-সদস্যদের এবং সহকর্ম্মিগণের সহায়তায় নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও আমরা পরিষদের কার্য্য অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছি। পশ্চিম-বঙ্গ-সরকারের অর্থানুকূল্যে পুস্তক-প্রকাশের কাজও আশানুরূপ হইয়াছে—আনন্দের সহিত এ কথা আজ বিজ্ঞাপিত করিতেছি। সরকারের বদান্যতায় পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা-সঙ্কলনের যে কাজ আরম্ভ হইয়াছে, আশা করিতেছি, সরকারের সাহায্যেই তাহা মুদ্রিত হইতে

পারিবে, এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যাহা অমূল্য সম্পদ, বাংলা দেশের জনসাধারণ তাহার সহজ-সন্ধান পাইবেন। দুঃখের বিষয়, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ হইতে দেশে যে অর্থসঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহা উত্তরোত্তর অবনতির পথেই যাইতেছে, এবং ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে পরিষৎকে আশানুরূপ সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। এমন কি, বহু সদস্যের চাঁদাও অনাদায়ী থাকিয়া যাইতেছে। কলিকাতা পৌর সভার কর্ত্তৃপক্ষ বারংবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও পুস্তক ক্রয়ের জন্য তাঁহাদের যে সামান্য বাৎসরিক বরাদ্দ ছিল, এখন পর্য্যন্ত তাহা দিতে পারিতেছেন না। অথচ পরিষদের মাসিক ব্যয় দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বাঙালী মাত্রের এবং পশ্চিম-বঙ্গ-সরকারের সদয় দৃষ্টি পরিষদের প্রতি পতিত না হইলে, পরিষৎকে বাঁচাইয়া রাখা কঠিন হইবে। জনহিতকর অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের তুলনায় আমাদের কর্ম্মীরা অনেক কম বেতনে পরিষদের সেবা করিয়া আসিতেছেন, অবৈতনিক কর্ম্মীর সাহায্যও আমরা কম পাই না। তাই কোন রকমে পরিষদের কাজ এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। তথাপি অনেক বিষয়ে আমরা ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইয়াছি। 'পরিষৎ-পত্রিকা' নিয়মিত সুষ্ঠু আকারে বাহির হয় না, পত্রযোগে সদস্যদের সহিত সম্পর্ক রাখা সম্ভব হয় না, নূতন-প্রকাশিত মূল্যবান্ গ্রন্থগুলি আমরা সময়ে ক্রয় করিতে পারি না। ইহাতে অনেকেই আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়াছেন। এই বিরূপতা দূর করিতে হইলে নিয়মিত প্রয়োজনীয় অর্থ আমাদের সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহার জন্য সদস্যদের আরও দাক্ষিণ্য এবং কর্ম্মীদের আরও নিষ্ঠা প্রয়োজন। উৎসাহশীল নূতন কর্ম্মীরও আবির্ভাব আবশ্যক। পুরাতন গতানুগতিক পথে চলিলে পরিষদের কর্ম্মসঙ্কোচ অনিবার্য্য। আমরা আমাদের সকল অক্ষমতা সহ বিদায় লইবার পূর্ব্বে তরুণদের প্রতি, নূতনদের প্রতি এই আন্তরিক আবেদন জানাইয়া যাইতেছি যে, তাঁহারা তৎপর না হইলে এই পুরাতন প্রতিষ্ঠানের দেহে নূতন প্রাণসঞ্চার সম্ভব নয়।

পরিশেষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীনতম সেবক ও কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহের সম্বন্ধে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন না করিলে আমাদের কর্তব্য সম্পূর্ণ হইবে না। তিনি দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর কাল অনন্যচিত্ত হইয়া পরিষদের সেবা করিয়াছেন। পরিষদের গ্রন্থাগার, পুথিশালা ও যাদুঘর তাঁহার চেষ্টায় নানা ভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। বহু গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত তিনি পরিষদের সংস্রব ঘটাইয়াছেন। এই পরিষৎ-গতপ্রাণ একনিষ্ঠ সেবক দৈহিক অক্ষমতাবশত আজ নিয়মিত কর্ম্মী হিসাবে বিদায় লইতেছেন বটে, কিন্তু আমরা জানি, তাঁহার কল্যাণ-চিন্তা ও শুভকামনা এখনও দীর্ঘ দিন পরিষৎকে ঘিরিয়া থাকিবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সম্পাদক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-৬

বঙ্গাব্দ ১৩৫৬, দিবস ২০এ মাঘ।

সবিনয় নিবেদন,

আপনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আগামী ৫৭শ বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী হইতে ইচ্ছা করেন কি না, তাহা পত্রদ্বারা আগামী ৩০এ ফাল্গুন (১৪ই মার্চ) মঙ্গলবারের মধ্যে জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। যাহাতে ঐ পত্র উক্ত ৩০এ ফাল্গুনের মধ্যেই পরিষৎ-কার্য্যালয়ে উপস্থিত হয়, তজ্জন্য অনুরোধ করিতেছি। এই সম্পর্কে পরিষদের নিম্নোদ্ধৃত ২৫শ সংখ্যক নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সুখী হইব।

২৫শ নিয়ম—"যিনি অন্ততঃ বারো মাস সদস্যশ্রেণীভুক্ত আছেন এবং পৌষ মাস পর্য্যন্ত নয় মাসের চাঁদা দিয়াছেন, কেবল তিনিই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী হইতে অথবা কর্ম্মাধ্যক্ষপদে নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তাবিত হইতে পারিবেন।" ইতি—

বশংবদ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক

দ্রষ্টব্য

যিনি ১৩৫৭ সালের চাঁদা হিসাবে আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যে এককালীন ৯৲ টাকা পরিষৎ-কার্য্যালয়ে জমা দিবেন, তাঁহার বারো মাসের দেয় চাঁদা ১২৲ টাকার স্থলে ৯৲ গৃহীত হইতে পারিবে।